সহীহ মুসলিম

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[পঞ্চম খণ্ড]

অনুবাদ

মাওলানা মোজাম্মেল হক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

صَحِيحُ مُسْلِمٍ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০



ISBN 984-31-0930-9 set

প্রথম প্রকাশ
যুলকা'দা ১৪২২
মাঘ ১৪০৮
জানুয়ারী ২০০২

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Sahih Muslim Vol. V
Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition January 2002 Price : Tk. 150.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাহ। সহীহ হাদীস সংকলনসমূহ রাসূলের সুন্নাহর আকর গ্রন্থ। এক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক 'সহীহ মুসলিম' বাংলা অনুবাদের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মূল হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর বাংলা অনুবাদে শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হবার তাওফীক দান করুন!

সূচীপত্র

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ)

অনুচ্ছেদ

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুর রিদা' (দুধপান)

উনিশতম অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তালাক

بسم الله الرحمن الرحيم

সপ্তদশ অধ্যায়

كتاب النكاح

কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বিয়ে করতে ও স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম নয় সে রোযা রাখার অভ্যাস করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

৩২৬১। আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) সাথে মিনায় হাঁটছিলাম। এই সময় উসমান তার সাথে দেখা করলেন। তিনি (উসমান) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) সাথে কথা বলতে থাকলেন। (এক পর্যায়ে) উসমান তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, হে আবু 'আবদুর রাহমান! আমি কি আপনাকে একজন যুবতী মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেব যে আপনাকে আপনার বিগত জীবনের অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দেবে? আলকামা বর্ণনা করেছেন, তখন 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ আপনি যখন এরূপ কথা বললেন ঃ তাহলে শুনুন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ হে যুব সমাজ,

তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ) সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে কারণ তা চোখকে সর্বাপেক্ষা বেশী আনতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাজতকারী। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের কর্তব্য রোযা রাখা। কারণ এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে যুবক বিয়ে করে স্ত্রীর ভারণ-পোষণ করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করা জরুরী। কেননা বিয়েই মানুষকে যৌন উচ্ছৃখলতা ও চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করতে পারে। চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃখলতা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুব সমাজই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যুবকেরা যে কোন সমাজের প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যত। তাদের অধঃপতন ঘটলে সে সমাজ খুব শিগগীর ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে রক্ষা করা দরকার। এর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বিকল্প পন্থার কথা বলেছেন। বিয়ে করা কিংবা রোযা রাখার মাধ্যমে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

৩২৬২। আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে মিনায় পায়চারী করছিলাম। এমন সময় উসমান ইবনে আফফান (রা) এসে তার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, আসুন! আসুন হে আবু আবদুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম)! তিনি আবদুল্লাহকে একান্তে ডেকে কথা বললেন। আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন যে, গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বললেন, হে আলকামা এদিকে এসো। সুতরাং আমি তাদের নিকটে গেলাম। অতঃপর উসমান (রা) তাকে বললেন, হে আবু আবদুর রাহমান! আমরা কি আপনাকে একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করিয়ে দেব না, তাহলে এটা আপনার অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি যদি তাই বলেন... অবশিষ্ট অংশ আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

৩২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের (স্ত্রীর খোর-পোষ দেয়ার) সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিশক্তিকে অধিক নিয়ন্ত্রণকারী এবং লজ্জাস্থানে অধিক হেফাজতকারী। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের কর্তব্য রোযা রাখা। কারণ এ ব্যবস্থাই তাদের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَمِّيْ عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيْثًا رُئِيْتُ اَنَّهُ حَدَّثَ بِهٖ مِنْ اَجْلِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ اَلْبَثْ حَتّٰى تَزَوَّجْتُ–

৩২৬৪। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদিন আমি আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে গেলাম। আমি তখন যুবক ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমার ধারণা তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে আরো আছে ঃ আবদুর রাহমান বলেন, এরপর আমি আর বিয়ে করতে দেরী করি নাই।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

৩২৬৫। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে আসলাম। রাবী বলেন, আমি তখন যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমার মনে হল তিনি আমার দিকে ইংগিত করেই এ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ আবদুর রাহমান বলেন, অতঃপর আমি আর বিয়ে করতে বিলম্ব করলাম না।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتّٰى تَزَوَّجْتُ

৩২৬৬। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমরা (আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ, আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ) তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন আমিও লোকদের কাছে হুবহু ঐ হাদীসই বর্ণনা করে থাকি। তবে এ বর্ণনায় 'অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর দেরী করি নাই' কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لٰكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

৩২৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দল তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। (তা জানার পর) তাদের কেউ বললেন ঃ আমি কোনদিন বিয়ে করবো না,

কেউ বললেন, আমি জীবনে কোন দিন গোশত খাব না, আবার কেউ বললেন ঃ আমি কোন দিন বিছানায় ঘুমাতে যাব না। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, এসব লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এ ধরনের কথাবার্তা বলছে। আমি তো নামাযও পড়ি, আবার ঘুমাই, রোযাও রাখি আবার রোযা ছাড়াও থাকি এবং বিয়ে-শাদীও করি। (জেনে রাখো) যারা আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা আমার দলের নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়। বরং এ ধরনের মনোবৃত্তি পলায়নেরই নামান্তর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থায়ই দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাই যারা রাসূলের এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তারা তাঁর খাঁটি উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

৩২৬৮। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউনের নারী সাহচর্য থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিলে আমরা সবাই খোজা হয়ে যেতাম।

টীকা ঃ কোন মুসলমানের জন্য খাসী হওয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কারো খাসী হওয়ার ব্যাপার অনুমোদন করেননি।

وحدثني أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

৩২৬৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দকে (রা) বলতে শুনেছি, উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যদি তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দেয়া হত তাহলে আমরা সবাই খোজা হয়ে যেতাম।

حدثنا محمد بن رافع

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاَخْتَصَيْنَا

৩২৭০। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছেন ঃ উসমান ইবনে মাযউন (রা) নারী সংসর্গ বর্জন করার (অর্থাৎ বিয়ে না করার) ইচ্ছা পোষণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। সা'দ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে আমরা সবাই খাসী হয়ে যেতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

কোন স্ত্রীলোককে দেখে কারো মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগলে সে যেন তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে মিলিত হয়।

حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

৩২৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাবের কাছে গেলেন। তখন তিনি এক টুকরা চামড়া পাকা করছিলেন। তিনি তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের কাছে এসে বললেন, স্ত্রীলোক শয়তানের বেশে আগমন করে এবং শয়তানের বেশে চলে যায়। অতএব তোমাদের কারো দৃষ্টি কোন স্ত্রীলোকের ওপর পড়লে সে যেন নিজের স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এটিই তার অন্তরের কামনাকে দমন করতে পারে।

টীকা ঃ এই হাদীসে নারীকে শয়তানের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, নারী শয়তানের বেশে আগমন

করে এবং শয়তানের বেশে চলে যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, নারী জাতি শয়তান। বরং কোন স্ত্রীলোককে দেখলে কোন পুরুষের মনে স্বভাবতই যে ভাবের উদয় হয় তা শয়তানের সাথে উপমার সাহায্যে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় নারীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে আকর্ষণীয় শক্তি নিহিত রেখেছেন তার যথার্থ কার্যকর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে নারী জাতির মর্যাদাকেই সমুন্নত করা হয়েছে। এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হলো, শয়তান যেমন তার প্রলোভনী শক্তি দিয়ে মানুষকে অন্যায় ও অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, পুরুষের যৌন উন্মাদনা ও আকাঙ্ক্ষাও তেমনিভাবে মানুষকে অসৎ পথে পরিচালিত করে। আর নারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সাধারণভাবে পুরুষের সেই যৌন আকাঙ্ক্ষাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই নারী যখন ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে লজ্জাহীন ও অশালীনভাবে অবাধে পুরুষের কাছে এসে যায় তখন যেন শয়তানের ভূমিকাই পালন করে। সুতরাং পরোক্ষভাবে এ হাদীসে নারীকে ইসলাম নির্দেশিত গণ্ডির মধ্যে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি হাদীস এ হাদীসটির যথাযথ ব্যাখ্যা পেশ করে। তা হচ্ছে এই যে, "স্ত্রীলোক যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার পিছু নেয়। আর সে যখন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" সুতরাং যেসব স্ত্রীলোক ইসলামের অনুশাসন মানে না বিশেষ করে তাদের সম্পর্কে এ হাদীসে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে কোন বেপর্দা নারীকে দেখে পুরুষের মনে যৌন প্রতিক্রিয়া শুরু হলে তাকে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এভাবে তার প্রবল যৌন ইচ্ছা দমিত হবে এবং সে গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে। কেননা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কাছে এই বস্তু বিদ্যমান।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تَدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

৩২৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্ত্রীলোক দেখলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আছে ঃ

"তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী যয়নাবের কাছে গেলেন। তিনি তখন একটি চামড়া পাকা করার জন্য তা ঘষছিলেন।" তবে এ হাদীসে "স্ত্রীলোক শয়তানের বেশে চলে যায়" একথার উল্লেখ নেই।

وحدثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

৩২৭৩। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো যদি কোন স্ত্রীলোক দেখে মনে কিছু উদয় হয় তাহলে সে যেন তার নিজের স্ত্রীর কাছে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়। কারণ এতে তার মনের বিশেষ ভাব দূর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মুত'আ বা সাময়িক বিয়ে হালাল হওয়া এবং তারপর এ হুকুম (হালাল হওয়ার হুকুম) বাতিল হয়ে যাওয়া। এরপর আবার হালাল হওয়া এবং আবার বাতিল হয়ে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর হারাম হওয়ার হুকুম বহাল থাকার বর্ণনা।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

৩২৭৪। কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি ঃ অমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের জন্য কোন স্ত্রীলোক থাকতো না, (অর্থাৎ নারী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম)। তাই আমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সা.) বললাম; আমরা কি খাসী হবো না? কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র বস্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না। আর সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা মা-ইদা ঃ ৮৭)

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله

৩২৭৫। উসমান ইবনে আবু শায়বা জারীর ও ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীসের বর্ণনা করেছেন। এরপর বর্ণনা করেছেন, "অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) এই আয়াত পাঠ করে শুনালেন।" তবে "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পাঠ করে শুনালেন একথা বলেননি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو

৩২৭৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা, ওয়াকী' ও ইসমাঈলের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আরো আছে– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমরা ছিলাম যুবক। তাই আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খাসী হবো না?" তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীসে 'আমরা যুদ্ধ করতাম' কথাটা উল্লেখ নেই।

টীকা ঃ মুত'আ বিয়ে বা অস্থায়ী বিয়ে হলো মোহরানা নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করা। এ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলেই আপনাআপনি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, কোন প্রকার তালাকের প্রয়োজন হবে না। ইসলামপূর্ব যুগে জাহেলী আরব সমাজে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিশেষ অবস্থার কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ে 'জায়েয' ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বহু সংখ্যক হাদীস থেকে তা প্রমাণিত। পরবর্তী সময়ে ফিকহাবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে এই কু-প্রথা বর্তমানেও বহুল প্রচলিত আছে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ

৩২৭৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক আমাদের মাঝে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে 'মুত'আ' বা 'সাময়িক বিবাহ' বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দান করেছেন।"

وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا

يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد

عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا

في المتعة

৩২৭৮। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদেরকে 'মুত'আ' (সাময়িক বিয়ে) করতে অনুমতি দিলেন।"

وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء

قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال

نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

৩২৭৯। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ উমরাহ আদায়ের জন্য (মক্কায়) আসলে আমরা তার বাড়ীতে (অবস্থান স্থলে) গেলাম। লোকজন তাঁকে অনেক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর 'মুত'আর' কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাক্‌র (রা) ও উমারের খিলাফতকালে 'মুত'আ' করেছি।

حدثني محمد بن

رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله

يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث

৩২৮০। আবুয্ যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং আবু

বাক্‌রের (রা) খিলাফতকালে এক মুঠি খেজুর ও আটার বিনিময়ে কয়েকদিনের জন্য 'মুত'আ' (সাময়িক বিয়ে) করতাম। অবশেষে আমর ইবনে হুরাইসের ঘটনার প্রেক্ষিতে উমার (রা) তা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

টীকা ঃ আমর ইবনে হুরাইস কুফায় এসে তার আযাদকৃত বাদীকে 'মুত'আ' বিয়ে করেন। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আমর এই অন্তঃসত্তা মেয়েটিকে নিয়ে হযরত উমারের (রা) কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে ঘটনা অবহিত করেন। এই ঘটনার পর উমার (রা) মুত'আ বিয়েকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যান। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। তাছাড়া তখন এ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا

৩২৮১। আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক আগন্তুক এসে তাঁকে বললো, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) 'হজ্জে তামাত্তু' ও 'মুত'আ' বিয়ে সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উভয়টিই করেছি। অতঃপর উমার (রা) আমাদের তা করতে নিষেধ করলেন। এরপর আমরা পুনরায় তা আর করি নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

৩২৮২। ইয়াস ইবনে সালামা থেকে তার পিতা সালামার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আর' (সাময়িক বিয়ে) ব্যাপারে আমাদের তিনবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে আবার তা করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ মক্কা বিজয়ের বছরে হুনায়েন যুদ্ধের পর আউতাস যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها

৩২৮৩। রবী ইবনে সাবরাহ জুহানী কর্তৃক তার পিতা সাবরা জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুতা'আ বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। একদিন আমি এবং অন্য এক ব্যক্তি বনী আমের গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। মহিলাটি ছিল যেন দীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট একটি যুবতী উটনী। আমরা দু'জন তার কাছে নিজেদের (জন্য প্রস্তাব) পেশ করলাম। সে বললো, বিনিময়ে আমাকে কি দেবে? আমি বললাম ঃ আমার এই কাপড়খান। আমার সংগীও বললো, আমার এই কাপড়খানা। আমার সংগীর কাপড়খানা ছিলো আমার কাপড়খানার চাইতে উৎকৃষ্ট। তবে আমি ছিলাম তার চাইতে বয়সে তরুণ। মহিলাটি যখন আমার সংগীর কাপড়খানার দিকে তাকাল তা তার পছন্দ হল। আবার যখন আমার দিকে তাকাল তখন আমি তার কাছে ভাল লাগছিলাম। সে আমাকে বললো, তুমি এবং তোমার কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আমি তার সাথে তিনদিন পর্যন্ত থাকলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ কারো কাছে মুত'আ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়।

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة «ثلاثين بين ليلة ويوم» فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب

مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩২৮৪। রবী ইবনে সাবরা থেকে বর্ণিত। তার পিতা সাবরা জুহানী মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন, আমরা মক্কাতে পনের দিন অর্থাৎ দিন ও রাত হিসেব করে মোট ত্রিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'মুত'আ' বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। তাই আমি এবং আমার কওমের এক যুবক ('মুত'আ' বিয়ে করার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। রূপ ও সৌন্দর্যে আমি তার চেয়ে উত্তম ছিলাম। আর সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল একখানা করে চাদর। আমার চাদরখানা ছিল পুরনো। কিন্তু আমার চাচাত ভাইয়ের চাদরখানা ছিল নতুন ও মোলায়েম। আমরা যখন মক্কার নিম্নভূমি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উচ্চভূমিতে উপনীত হলাম তখন বকনা উটনীর মত দীর্ঘাংগী এক সুন্দরী যুবতীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। আমরা তাকে বললাম, আমাদের মধ্যে কেউ তোমার সাথে 'মুত'আ' করতে চাইলে কি তুমি সম্মত আছ? সে বললো, বিনিময়ে তোমরা আমাকে কি দেবে? তখন আমরা উভয়েই নিজ নিজ চাদর খুলে ধরলাম। যুবতী (আমাদের) উভয় পুরুষের দিকেই তাকাতে থাকলো। আমার সংগীও তাকে দেখতে থাকলো। এমনকি তার নিতম্বের প্রতিও দৃষ্টি দিতে থাকলো। সে (আমার সংগী) বললো, ওর চাদর তো পুরনো। আর আমার চাদর নতুন ও মোলায়েম। এ শুনে যুবতী বললো, এর চাদর পুরনো তাতে কোন অসুবিধা নেই। এই কথাটি সে তিন বার কিংবা দুইবার বললো। আমি তার সাথে 'মুত'আ' বিয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়ে হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে বের হইনি।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ

ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ

৩২৮৫। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলাম।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বিশর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে ঃ "এও কি হতে পারে?" আর "এর (আমার এ সাথীর) চাদরখানা পুরনো এবং জীর্ণ।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

৩২৮৬। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে বর্ণিত। তার পিতা সাবরা জুহানী তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ "হে লোকেরা, আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে 'মুত'আ' বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং 'মুত'আ' বিয়ে সূত্রে তোমাদের কারো কাছে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়। আর তাদেরকে তোমরা যে সম্পদ দিয়েছো তার কিছুই ফেরত নিও না।"

টীকা ঃ সাবরা জুহানী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'মুত'আ' বা সাময়িক বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যেসব হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে হযরত আবু বাক্র ও উমারের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত 'মুত'আ' বিয়ে প্রচলিত থাকার বিষয়ে জানা যায় তার এটকা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত যারা 'মুত'আ' বিয়েকে বৈধ মনে করেছেন তারা এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এ সময় পর্যন্ত ওয়াকিফহাল ছিলেন না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

২

৩২৮৭। এই সনদে আবদুল আযীয ইবনে উমার উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাবরা জুহানী বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকন এবং খানায়ে কা'বার দরজার মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম... হাদীসের পরবর্তী অংশ ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

৩২৮৮। আবদুল মালিক ইবনে সাবরা থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা সাবরা জুহানী বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কা প্রবেশের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'মুত'আ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই আবার তা নিষিদ্ধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ

৩২৮৯। আবদুল আযীয ইবনে রবী ইবনে সাবরা ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পিতা রবী ইবনে সাবরাকে তার পিতা সাবরা ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদেরকে 'মুত'আ' বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সাবরা ইবনে

মা'বাদ বর্ণনা করেছেন ঃ আমি এবং বনী সুলাইম গোত্রের আমার এক সংগী (স্ত্রীলোকের সন্ধানে) বের হলাম এবং বনী আমের গোত্রের এক কুমারী যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে ছিল যেন দীর্ঘগ্রীবা যুবতী উটনীর মত। আমরা তার নিকট 'মুত'আ' বা সাময়িক বিয়ের প্রস্তাব দিলাম এবং বিনিময়ে আমাদের চাদর দু'খানা পেশ করলাম। মহিলাটি তা দেখতে থাকলো। সে আমাকে আমার সংগীর চাইতে সুশ্রী দেখতে পেল। তবে আমার বন্ধুর চাদরখানা আমার চাদর থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। সে নিজে নিজে কিছুক্ষণ ভেবে নিল এবং আমার সংগীকে পছন্দ না করে আমাকে পছন্দ করে ফেললো। সে আমার সাথে তিনদিন অবস্থান করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'মুত'আর' মাধ্যমে বিবাহিত নারীদের সাতে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আদেশ করলেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

৩২৯০। রবী ইবনে সাবরা থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

৩২৯১। রবী ইবনে সাবরা থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' (সাময়িক) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ

৩২৯২। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা

বিজয়ের সময় 'মুত'আ' (সাময়িক) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। (তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে,) তার পিতা (সাবরা জুহানী) দুইখানা লাল চাদরের বিনিময়ে 'মুত'আ' বিয়ে করেছিলেন।

وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس قال ابن شهاب أخبرنى عروة ابن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين «يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى مهلا قال ماهى والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين قال ابن أبى عمرة إنها كانت رخصة فى أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرنى ربيع بن سبرة الجهنى أن أباه قال قد كنت استمتعت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس

৩২৯৩। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইবনে যুবায়ের জানিয়েছেন যে, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মক্কায় খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ কিছু সংখ্যক লোক আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখ যেমন অন্ধ করে দিয়েছেন তাদের অন্তরও যেন তেমন অন্ধ করে দেন কেননা তারা 'মুত'আ' (সাময়িক) বিয়ে জায়েয হওয়ার 'ফতওয়া' দিয়ে থাকেন। এক ব্যক্তির (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) প্রতি ইংগিত করে তিনি এ কথা বলতেন। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) তখন তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি বড় জঘন্য ও নির্বোধ ব্যক্তি। আমার জিন্দেগীর শপথ করে বলছি,

ইমামুল মুত্তাকীন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় 'মুত'আ' বিয়ে করা হতো। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাকে বললেন ঃ আপনি নিজে 'মুত'আ' বিয়ে করে দেখুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি তা করলে আমি আপনাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। ইবনে শিহাব বলেন, খালিদ ইবনে মুহাজির ইবনে সাইফুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তির কাছে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে 'মুত'আ' বিয়ে সম্পর্কে 'ফতওয়া' চাইলো। তিনি তাকে 'মুত'আ' করতে অনুমতি দিলেন। তখন ইবনে আবু আমরাহ আনসারী তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, থামো। সে বললো ঃ তা কি? আল্লাহর শপথ! 'ইমামুল মুত্তাকীন' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'মুত'আ' বিয়ে প্রচলিত ছিল। তখন ইবনে আবু আমরাহ বললেন ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা চরম ঠেকা অবস্থায় লোকদের জন্য মৃত বস্তু, রক্ত ও শুকরের গোশত খাওয়ার মত জায়েয ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে মজবুত করে দিয়েছেন এবং 'মুত'আ' নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে শিহাব বলেন ঃ আমাকে রবী ইবনে সাবরা জুহানী জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা সাবরা জুহানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমি বনী আমর গোত্রের এক স্ত্রীলোকের সাথে দু'খানা লাল চাদরের বিনিময়ে 'মুত'আ' বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'মুত'আ' বিয়ে করতে নিষেধ করলেন। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন ঃ আমি এ বিষয়টি রবী ইবনে সাবরা জুহানীকে উমার ইবনে আবদুল আযীযের কাছে বর্ণনা করতে শুনেছি। তখন আমি সেখানে বসা ছিলাম।

টীকা ঃ হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যে লোকটি সম্পর্কে ইংগিত দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তার হৃদয়কেও অন্ধ করে দিন যেমন তার চোখকে অন্ধ করে দিয়েছেন এ ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), তিনি 'মুত'আ' (সাময়িক) বিয়ে জায়েয বলে 'ফতওয়া' দিতেন। কিন্তু তা হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি শেষ বয়সে তার এই মত প্রত্যাহার করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

৩২৯৪। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

বলেছেন ঃ আজকের এই দিন থেকে তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি 'মুত'আ' বিয়ের সূত্রে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে থাকে তা যেন সে ফেরত না নেয়।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد ابن على عن أبيهما عن على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية

৩২৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। খাইবার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' সূত্রে মেয়েদের বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء

الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع على بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك

৩২৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আসমা দাব্য়ী জুরাইরিয়ার মাধ্যমে, তিনি মালিকের সূত্রে উপরোক্ত সনদে আলী ইবনে আবু তালিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী ইবনে আবু তালিব)-কে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছেন, তুমি তো সোজা পথ থেকে বিচ্যুত এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ মালিক থেকে ইয়াহইয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

৩২৯৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) খাইবার যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية

৩২৯৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনলেন, স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নরম সুরে কথা বলেন। তখন তিনি (আলী) বললেন ঃ হে ইবনে আব্বাস থামো (এরূপ কথা বলো না)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মুত'আ বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على بن أبى طالب عن أبيهما أنه سمع على بن أبى طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية

৩২৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের দুইপুত্র হাসান ও আবদুল্লাহ থেকে তাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন ঃ খাইবার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোন স্ত্রীলোককে তার খালা বা ফুফুর সাথে একই সংগে বিয়ে করা হারাম।

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

৩৩০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করা যাবে না। (অর্থাৎ এক সাথে একই ব্যক্তি তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না।)

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

৩৩০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করতে (এক সাথে বিয়ে করতে) নিষেধ করেছেন। তারা হলো– স্ত্রীলোক ও তার ফুফু এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালা।

وحدثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ

৩৩০২। আবু হুরায়য়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ফুফুকে ভাইয়ের মেয়ের সাথে এবং বোনের মেয়েকে তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ ابْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ

الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

৩৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে কিংবা কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একসাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন, আমি স্ত্রীর পিতার খালা এবং ফুফুকেও এই একই হুকুমের পর্যায়ভুক্ত মনে করি।

وحدثني أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا

৩৩০৪। অবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে– স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে বা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৩০৫। আবু সালামা (রা) আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

৩৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপরে (একই স্ত্রীলোককে বিয়ের) প্রস্তাব না দেয়, কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের দামের উপরে দাম না বলে; কোন

স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না এবং কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনকে (সতীন) তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তালাক দিতে না বলে। সে যেন (এসব করা ছাড়াই) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা তার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশ সে লাভ করবেই।

وحدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها

৩৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করতে অথবা কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক তার বোনের (সতীন) থালার খাদ্য গ্রহণের জন্য তাকে তালাক দিতে বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা মহান আল্লাহই তার রিযিকদাতা।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى وابن نافع، قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

৩৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার ফুফু বা খালাকে একই ব্যক্তির বিয়ে করা হারাম। এভাবে স্ত্রীর পিতার খালা বা ফুফুকেও বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে উম্মাতের সমস্ত বিশেষজ্ঞ উলামা একমত। তবে শিয়া ও খারেজীদের একটি ক্ষুদ্র দল স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর পিতার ফুফু বা খালাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা হারাম, তাদের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এসব স্ত্রীলোক ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোকদের তোমরা অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারবে। এটা তোমাদের জন্য হালাল।" আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন ঃ ওয়া আন্‌যালনা আলাইকায্ যিকরা লিতুবাইয়িনা লিন্নাসি মা নুযযিলা ইলাইহিম।" অর্থাৎ "আমি তোমার কাছে 'যিকর' বা 'নসীহত' (কুরআন) নাযিল করেছি যেন তা তুমি লোকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।" এই

আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা। তাই তিনি যা কিছু বলেছেন তা কুরআনেরই ব্যাখ্যা। সুতরাং যেভাবে কুরআনের আনুগত্য করতে হবে ঠিক সেভাবে নবীর বাণী হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। শিয়া ও খারেজীদের দাবী এখানে অযৌক্তিক ও অসংগত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও স্বীকৃতির মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই গ্রহণযোগ্য।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله

৩৩০৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম, শাবাবা, ওয়ারাকা ও আমর ইবনে দীনারের মাধ্যমে উল্লেখিত সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিয়ে করা হারাম এবং তাদেরকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

৩৩১০। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ তার পুত্র তাল্‌হা ইবনে উমারকে শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে আমাকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন। তখন তিনি ছিলেন আমীরে হজ্জ। তিনি বললেন ঃ আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম (হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায়) নিজেও বিয়ে করবে না, অন্যকেও বিয়ে দেবে না এবং বিয়ের জন্য কারো কাছে প্রস্তাবও করবে না।

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على

الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ أَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩১১। নাফে' থেকে বর্ণিত। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব বলেছেন ঃ তিনি বলেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার আমাকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন। তিনি তখন ঐ মওসুমের আমীরে হজ্জ ছিলেন। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার তার পুত্রের সাথে শায়বা ইবনে উসমানের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। আবান ইবনে উসমান আমাকে বললেন ঃ আমি দেখছি তুমি একজন অশিক্ষিত গোঁয়ার ছাড়া আর কিছু নও। মুহরিম বা ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি নিজে বিয়ে করতে পারে না বা কাউকে বিয়ে দিতে পারে না। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

৩৩১২। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিজে বিয়ে করতে পারবে না, অন্যকে বিয়ে দিতে পারবে না এবং বিয়ের জন্য প্রস্তাবও করতে পারবে না।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

৩৩১৩। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিয়ে করবে না কিংবা বিয়ের জন্য প্রস্তাবও দেবে না।

حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ

اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ

৩৩১৪। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার হজ্জের মওসূমে তার পুত্র তালহাকে শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। সেই সময় আবান ইবনে উসমান ছিলেন আমীরে হজ্জ। তাই উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার কোন এক ব্যক্তিকে আবানের কাছে পাঠালেন যে, আমি (উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার) আমার পুত্র তালহা ইবনে উমারকে (শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে) বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। অতএব আমি আন্তরিকভাবে তাতে (বিবাহ অনুষ্ঠানে) আপনার উপস্থিতি কামনা করছি। সব কথা শুনে আবান তাকে বললেন ঃ আমি দেখছি তুমি একজন নির্বোধ ইরাকী। আমি উসমান ইবনে আফফানকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবে না।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

৩৩১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেছেন। ইবনে নুমাইরের

বর্ণনায় আরো আছে– আমি হাদীসটি যুহরীর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (নবী) হালাল অর্থাৎ ইহ্রামহীন অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা বিনতে হারিসকে ইহ্রাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি হালাল অর্থাৎ ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেছিলেন। খোদ হযরত মায়মূনার (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে যেখানে 'মুহরিমান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হবে হারাম শরীফের মধ্যে অবস্থানকালে। কারণ 'মুহরিমা' শব্দের এ অর্থও হতে পারে। আর খোদ নিজের বিয়ের ব্যাপারে হযরত মায়মূনার (রা) বেশী জানা থাকার কথা। এ ক্ষেত্রে হযরত মায়মূনার (রা) কথা পরিত্যাগ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) কথা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

৩৩১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম (বা হারাম শরীফে অবস্থান করা) অবস্থায় মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ

৩৩১৭। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার কাছে মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি (রাসূলুলুল্লাহ সা.) হালাল বা ইহ্রামহীন অবস্থায় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম আরো বলেছেন যে, মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) আমার এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) খালা ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের জওয়াব না আসা কিংবা উক্ত ব্যক্তির অনুমতি প্রদান বা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীলোকের কাছে অন্য কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা হারাম।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَيَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

৩৩১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের একজনের দরদাম করার উপর দিয়ে অন্যজন যেন দরদাম না করে এবং একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ যেন প্রস্তাব না দেয়।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَيَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

৩৩১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামদরের উপর দামদর না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না দেয়। তবে সে অনুমতি দিলে স্বতন্ত্র কথা।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ .

৩৩২০। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা মিসহারের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এই সনদে উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

৩৩২১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসটি আবু কামেল হাম্মাদ ও আইয়ূবের মাধ্যমে নাফে'র নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثني عمرو الناقد

وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها أو ما في صحفتها زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه

৩৩২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) শহরবাসী কর্তৃক গ্রামের অধিবাসীর পক্ষ হয়ে কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে, মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন জিনিসের দাম বলতে, দালালী করতে বা মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর (একই স্ত্রীলোককে বিয়ের জন্য) প্রস্তাব দিতে অথবা মুসলমান ভাইয়ের দামের উপর দাম করে কোন জিনিস কিনতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (তিনি আরো বলেছেন) কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীন) খাবার নিজে দখল করার জন্য স্বামীর কাছে তার তালাক দাবী না করে। আমর তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন ঃ কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের দামদরের উপর দামদর না করে।

টীকা ঃ গ্রামবাসীর নিকট থেকে শহরবাসী যেন কোন জিনিস বিক্রির জন্য খরিদ না করে। কারণ গ্রামে বসবাসকারী সরলমনা মানুষ শহরের হাল-হকীকত বা জিনিস পত্রের দামদর সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল থাকে না। তাই কোন শহরবাসী শহরে বিক্রি করার জন্য তার নিকট থেকে যখন জিনিস কিনে নেয় তখন খুব সস্তায় কিনতে সক্ষম হয়। ফলে গ্রামবাসী লোকটি জিনিসের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে ক্রেতা শহরবাসী উক্ত জিনিস পুনরায় শহরবাসীর নিকট চড়া দামে বিক্রি করে। ফলে ক্ষতি হয় বিবিধ। প্রথমতঃ গ্রাম্য লোকটি সঠিক দাম পায় না। দ্বিতীয়তঃ শহরবাসীকে তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে জিনিসটি কিনতে হয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

وحدثني حرملة

ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها

৩৩২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কোন জিনিস বেশী দামে বিক্রি করার জন্য) তোমরা পরস্পর যোগসাজসে দামদর করো না (বা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে দালালী করো না,) কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে, কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে তার কোন জিনিস বিক্রি না করে, কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর পাল্টা প্রস্তাব না করে, আর কোন নারী যেন অপরের (সতী) অংশের খাবার নিজে খাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে তার (সতীনের) তালাক দাবী না করে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

৩৩২৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা আবদুল আ'লার মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে, তাদের সকলে মা'মার এবং তার মাধ্যমে যুহরী থেকে একই সনদে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এতটুকু কথা আছে, 'কেউ যেন তার ভাইয়ের বলা মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য না বলে।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ

৩৩২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যেন কোন মুসলমানের দামদরের উপর দামদর না করে এবং কেউ যেন তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর পাল্টা প্রস্তাব না করে।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

৩৩২৬। আহমাদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী আবদুস সামাদ ও শুবার মাধ্যমে আলা ও সুহাইল থেকে এবং আলা ও সুহাইল উভয়ে তাদের পিতার নিকট থেকে আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ

৩৩২৭। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না আবদুস সামাদ, শু'বা, আ'মাশ, আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা "আলা সাওমি আখী হি" এবং "খিতবাতে আখী হি" কথা দুটি উল্লেখ করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

৩৩২৮। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ থেকে বর্ণিত। তিনি উকবা ইবনে আমেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ঈমানদার আরেক ঈমানদারের ভাই। সুতরাং ভাইয়ের দামের উপর দামদর করা অথবা তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করা কোন ঈমানদারের জন্য হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিগার বা বদলী বিয়ে হারাম এবং বাতিল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

৩৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শিগার' করতে নিষেধ করেছেন। শিগার হলো, কেউ তার কন্যাকে এক ব্যক্তির সাথে এই শর্তে বিয়ে দেবে যে উক্ত ব্যক্তিও তার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের কোন মোহরানা থাকবে না।

টীকা ঃ 'শিগার' বা বদলী বিয়ে হলো ঃ মোহর আদায় করতে হবে না এই বুঝাপড়ায় পরস্পরের কন্যা বা বোনকে বিয়ে দেয়া বা বিয়ে করা। অর্থাৎ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বোনকে বিয়ে করবে এবং

বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির বোনকে বিয়ে করবে। কিন্তু কোন প্রকার মোহরানা আদায় করবে না। 'শিগার বিয়ে' জাহেলী যুগের বিবাহ পদ্ধতির একটি। এ ধরনের বিয়েতে নারীর মোহর ও স্বাধীন মতামত বা বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা খর্ব হয়। তাই ইসলাম এ ধরনের বিয়ে অনুমোদন করে না। বরং হারাম বলে ঘোষণা করে। কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের বিয়ে সংঘটিত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য। তবে ঘটনাক্রমে যদি এমনি বিয়ে হয় এবং নারীর কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় তাহলে ইসলাম এ ধরনের বিয়েকে ক্ষতিকর মনে করে না। বরং তা অনুমোদন করে।

وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار

৩৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম 'শিগার' বা বদলি বিয়ে কি ধরনের?"

وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

৩৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام

৩৩৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে শিগার বা কোন প্রকার বদলি বিয়ের ব্যবস্থা নেই।

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي

৩৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে নুমাইর তার বর্ণনায় এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন ঃ শিগার হলো, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বললো, তুমি আমার সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে আমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দেব। কিংবা তোমার বোনকে আমার সাথে বিয়ে দাও আমি আমার বোনকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ

৩৩৩৪। আবু কুরাইব আবাদাও উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে নুমাইর কর্তৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح

وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ

৩৩৩৫। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শিগার' বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

বিয়ের শর্তসমূহ পালন করতে হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ هٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشُّرُوطِ

৩৩৩৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সবচেয়ে বড় পালনীয় শর্ত হলো বিয়ের শর্ত যার দ্বারা তোমরা নারীদের লজ্জাস্থান হালাল করে থাক।" আবু বাক্‌র ও মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না বর্ণিত হাদীসে এই শব্দগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মুসান্না বর্ণিত হাদীসে 'শর্ত' শব্দটির বহুবচন উল্লেখ আছে।

টীকা ঃ এখানে মূলত স্ত্রীর মোহর আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও স্বামীর অন্যতম কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
বিয়ের জন্য বিধবাদের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কুমারী মেয়েদের মৌন স্বীকৃতিই যথেষ্ট হবে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

৩৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা স্ত্রীলোকের পরামর্শ ও প্রকাশ্য অনুমতি গ্রহণ ছাড়া তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী স্ত্রীলোককে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তার (কুমারী) অনুমতি কিভাবে নেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নীরব থাকাই তার অনুমতি।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي

عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

৩৩৩৮। এই সনদেও রাবীগণ উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

৩৩৩৯। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) আযাদকৃত দাস যাকওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, যেসব কুমারী মেয়েদের তার পরিবারের লোকজন বা অভিভাবকগণ বিয়ে দেয় তাদের (কুমারী) নিকট থেকে বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, অনুমতি নিতে হবে। আয়েশা বলেন ঃ আমি বললাম, সে তো লজ্জা পাবে (অর্থাৎ লজ্জা করে কিছুই বলবে না)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি চুপ করে থাকে তবে এটাই হবে তার অনুমতি।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

৩৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা মেয়েরা নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অধিকতর কর্তৃত্বশীল। আর কুমারী মেয়েদের নিকট থেকে তার বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর চুপ থাকাই হলো তার অনুমতি।

وحدثنا قُتَيْبَةُ
ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ
تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

৩৩৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা স্ত্রীলোক তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে) বেশী হকদার। আর বিয়ের ব্যাপারে কুমারী স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে অনুমতি বা সম্মতি নিতে হবে। চুপ করে থাকাই তার সম্মতি।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

৩৩৪২। সুফিয়ান থেকে এই সনদেই উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। লাইসের বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) বিধবা স্ত্রীলোক নিজের বিয়ের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী হকদার (অর্থাৎ সে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন), আর কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পিতা তার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। চুপ থাকাই তার অনুমতি। রাবী কোন কোন সময় বর্ণনা করেছেন যে, চুপ থাকাই তার স্বীকৃতি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

পিতা কর্তৃক নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে দেয়া বৈধ।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ

৩৩৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার ছয় বছর বয়সের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করেছিলেন। আর আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার সাথে তাঁর বাসর রাত্রি হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা (হিজরত করে) মদীনায় আসলাম। তারপর আমি এক মাস পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত থাকলাম। আমার চুল আমার কান পর্যন্ত লম্বা হলো। আমি একদিন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। আমার খেলার বান্ধবীরা আমার সাথে ছিল। এমন সময় (আমার মা) উম্মে রুমান এসে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ধরলেন এবং দরজার কাছে থামালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। আমি জানতাম না তিনি আমাকে কেন ডেকেছিলেন। অবশেষে আমার হাঁপানো বন্ধ হলে তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরে গেলেন। সেখানে কিছু সংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন। 'অতি উত্তম কল্যাণ ও বরকত হোক' বলে তারা আমাকে দু'আ করলেন। আমার মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধোয়ালেন এবং পরিপাটি করে সাজালেন। আমি ভীত-শংকিতও হইনি। পরে দুপুরে তারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করলেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

৩৩৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন। আর আমার বয়স যখন নয় বছর তখন তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘর করেন।

وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

৩৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত বছর সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। আর যখন তাঁর (আয়েশা) বয়স নয় বছর তখন তিনি তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন। তখন তাঁর সাথে তাঁর খেলনা পুতুলগুলোও ছিল। তাঁকে আঠার বছর বয়স্ক রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

৩৩৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। যখন তার (আয়েশার) বয়স নয় বছর তখন তিনি তাকে নিয়ে বাসর ঘর করেন। আয়েশার (রা) বয়স যখন আঠার বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শাওয়াল মাসে বিয়ে করা এবং শাওয়াল মাসেই বাসর যাপন করা মুস্তাহাব।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ « وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ » قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

৩৩৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বাসর ঘর করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন্ স্ত্রী তাঁর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল? বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর গোষ্ঠীর মেয়েদের (বিয়ের পরে) শাওয়াল মাসে বাসররাত্রি যাপন করানো পছন্দ করতেন।

وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ

৩৩৪৮। সুফিয়ান থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আয়েশার (রা) পছন্দনীয় কাজের কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

বিবাহ করতে ইচ্ছুক মহিলাকে প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের পাতা দেখে নেয়া।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لاَ قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا

৩৩৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে (নবী সা.) জানালো, সে এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও– তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারদের চোখে কিছু (ত্রুটি) আছে।

وحدثنى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِى بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

৩৩৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তাকে দেখে বিয়ে করেছো তো? কেননা আনসারদের চোখে কিছু (দোষ) থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কত মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছো? সে বললো, চার উকিয়া রৌপ্য দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিস্মিত হয়ে) বললেন ঃ চার উকিয়া রৌপ্য! তাহলে মনে হয় তোমরা এই পাহাড়ের কিনারা খুঁড়ে খুঁড়ে রৌপ্য এনে থাকো। (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরানার পরিমাণ অত্যধিক মনে করলেন)। এরপর তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা তোমাকে দিতে পারি। তবে হয়তো আমি তোমাকে একটি সেনাদলের সাথে পাঠাতে পারি সেখান থেকে তুমি কিছু পেতে পারো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আবসের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠালেন এবং ঐ ব্যক্তিকে উক্ত সেনাদলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

টীকা ঃ আনসারদের চোখে কিছু আছে বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখের কোন রোগ বা দোষের কথা অবহিত করতে চেয়েছেন। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, বিয়ে বা এ জাতীয় কোন

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কারো প্রকৃত দোষ-গুণ বলে দেয়া বৈধ বরং অত্যাবশ্যক। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আপাতঃদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও এতে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত আছে।

এই হাদীস থেকে আরো জানা যায়, বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগে প্রস্তাবিত মহিলাকে দেখা বিধেয়। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমাদ এবং কুফাবাসী সকল বিশেষজ্ঞের রায় এটাই। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং অধিকাংশ উলামার রায় হলো, এভাবে দেখতে মহিলার সম্মতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার অজ্ঞাতে দেখাই উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে দেখা মুস্তাহাব। কেননা, তাকে পরে অপছন্দ করার মত কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিয়ের প্রস্তাব দানকারী ব্যক্তি নিজে দেখতে না পারলে কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে পাঠিয়ে তার কথার উপর আস্থা রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

এই হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা নির্দিষ্ট করতে হবে। তার সামর্থ্যের বাইরে মোহরানা নির্ধারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। তাই তিনি হাদীসে উল্লেখিত লোকটির বিবাহে দেয় মোহরানার পরিমাণ চার উকিয়া রৌপ্যের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ "চার উকিয়া রৌপ্য! মনে হয় তোমরা এই পাহাড় কেটে রৌপ্য পেয়ে থাকো।" সুতরাং প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করবে। এটাই ইসলামের বিধান এবং রাসূলের তরীকা।

অনেককে দেখা যায় অঢেল পরিমাণ অর্থ মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করেন। কিন্তু তা আদৌ পরিশোধ করেন না বা পরিশোধ করতে হবে বলে মনে করেন না। অথচ ইসলামের বিধান মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মোহারানার পরিমাণ ও ধরন। সামর্থ্যহীন লোকদের পক্ষ থেকে আংটি বা কুরআন শিক্ষা দান এবং এছাড়া আরো অনেক কিছু তা কম-বেশী যাই হোক না কেন মোহরানা হতে পারে। পাঁচশ' দিরহাম পর্যন্ত মোহরানা মুস্তাহাব।

حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد الثقفى حدثنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن القارى عن
أبى حازم عن سهل بن سعد ح وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه
عن سهل بن سعد الساعدى قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
يارسول الله جئت أهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر
فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض
فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها

فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِي «قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ» فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا «عَدَّدَهَا» فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ

৩৩৫১। সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে আমার নিজেকে হেবা (দান) করার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করলেন। স্ত্রীলোকটি যখন দেখলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে কোন ফয়সালা করলেন না, তখন সে বসে পড়লো। এ সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও, দেখ কিছু পাও কিনা? সে চলে গেলো, অতঃপর ফিরে এসে বললো, খোদার কসম, আমি কিছুই পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও যোগাড় করো। লোকটি আবার তার পরিবারের লোকদের কাছে গেলো এবং ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! লোহার কোন আংটিও আমি পেলাম না। তবে আমার এই লুঙ্গি আছে, তাকে এর অর্ধেক দিতে পারি।

হাদীস বর্ণনাকারী (সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী) বলেন ঃ লোকটির কাছে একখানা চাদরও ছিলোনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার লুঙ্গি তার কি কাজে আসবে? তুমি পরিধান করলে সে তো তা ব্যবহার করতে পারবে না। আর সে পরিধান করলে তোমার কোন কাজে লাগবে না। তখন লোকটি নিরুদ্যম হয়ে বসে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ বসার পর সে উঠে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন ঃ সে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডাকতে আদেশ করলেন। তাকে ডাকা হলো। লোকটি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কুরআনের কোন অংশ জানা আছে? সে বললো, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি ঐ সূরাগুলো মুখস্থ পাঠ করতে পার? সে বললো, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে যাও, এখন তোমাকে তোমার মুখস্থ কুরআনের বিনিময়ে স্ত্রীলোকটির মালিক করে দেয়া হলো।

টীকা ঃ অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে স্ত্রীকে কুরআন শিখানোটা মোহরের বিনিময় হতে পারে। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ এবং আরো অনেক বিশেষজ্ঞ কুরআন শিখিয়ে মজুরী নেয়া সম্পূর্ণ জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, মোহর নির্ধারণ না করে বিবাহ বন্ধন যদিও সম্পূর্ণ জায়েয, কিন্তু তা মোটেই বাঞ্ছিত নয়। হাদীসে উল্লেখিত বিয়ের ব্যাপারটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ঘটনা, অর্থাৎ চরম দারিদ্র্য। কুরআন শিক্ষা দেয়াটা মোহরের বিকল্প ছিল না। বরং এটা ছিল একটি দ্বীনী দায়িত্ব যা স্বামীর ওপর চাপানো হয়েছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ উমদাতুল কারী, খণ্ড-২০, পৃঃ ১৩৯)।

وحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ

৩৩৫২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবীদের বর্ণনায় কিছুটা বাড়তি-কমতি আছে। কিন্তু যায়েদের বর্ণনায় একটুকু অধিক বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যাও, আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিলাম। তাকে তুমি কুরআন শিক্ষা দেবে।"

حدثنا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

৩৩৫৩। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (স্ত্রীদের) মোহরানার পরিমাণ কত ছিলো? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীদের মোহরানা ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ।

একথা বলে তিনি নিজেই আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জানো 'নাশ' কি? আবু সালামা বলেন, আমি বললাম ঃ 'নাশ' কাকে বলে তাতো আমি জানিনা। তিনি (আয়েশা) বললেন ঃ 'নাশ' হলো আধা উকিয়া যা সর্বমোট পাঁচশ' দিরহামের সমান হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রীদের জন্য এটাই ছিলো মোহরানা।

حدثنا يحيى

ابْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রাহমান ইবনে আউফের (রা) শরীরে হলদে রং দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'বারাকাল্লাহু লাকা'– আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজ) আয়োজন কর।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে (মোহরানা দিয়ে) এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ একটি বকরী জবাই করে হলেও ওয়ালীমার আয়োজন কর।

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরানা) দেয়ার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন কর।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

৩৩৫৭। হুমায়েদ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ওয়াহাব বর্ণিত হাদীসে তিনি (ওয়াহাব) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রাহমান ইবনে আউফ বলেছেন ঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি।

وحدثنا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِى حَدِيثِ إسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ

৩৩৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মধ্যে নতুন বিবাহিতের প্রফুল্লতা লক্ষ্য করলেন। আমি বললাম, আমি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মোহরানা কত দিয়েছো? আমি বললাম, এক খেজুর পরিমাণ। রাবী ইসহাকের বর্ণনায় 'এক খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ «قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ •

৩৩৫৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। খেজুরের একটি আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরানা) দিয়ে আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ

৩৩৬০। শোবা থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাহমান ইবনে আউফের কোন এক সন্তান 'মিন যাহাবিন' শব্দও বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

নিজের ক্রীতদাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার মর্যাদা।

حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس
فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله
صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم
وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله
صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة
قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا
محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصبناها عنوة وجمع
السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية
فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها
قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها
قال وأعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى
إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم
عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء
بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت
وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩৩৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের (ইয়াহুদদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। রাবী বলেন, আমরা খাইবারের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়লাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আবু তালহাও সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আমি (আনাস) আবু তালহার পিছনে বসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের (বাগানের মধ্যস্থ) সংকীর্ণ গলিপথে পৌঁছে গেলেন। এ অবস্থায় আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুদেশ স্পর্শ করছিলো এবং এতে তাঁর উরুর কাপড় সরে গেলে আমি তাঁর উরুদেশের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (খাইবারের) জনবসতিতে প্রবেশ করলেন তখন বললেন ঃ "আল্লাহু আকবর, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন কওমের দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হই তখন সাবধানকৃতদের প্রাতঃকাল বড় অকল্যাণকর হয়ে থাকে।" একথাটি তিনি তিনবার বললেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, এই সময় ইয়াহুদী কওমের লোকজন কাজের জন্য বের হচ্ছিল। তারা বলে উঠলো, "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ এসে পড়েছে।" রাবী আবদুল আযীযের বর্ণনায় আছে, আমাদের কেউ কেউ বলল, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথে সৈন্য-সামন্তও এসেছে। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমরা জোরপূর্বক (খাইবার এলাকা) দখল করে নিলাম এবং যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। এই সময় দেহইয়া কালবী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, একটি দাসী নিয়ে যাও। সে গিয়ে সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে নিয়ে নিল। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে দেহইয়া কালবীর হাতে সমর্পণ করেছেন। অথচ সে (সাফিয়া) হলো বনু কুরাইযা ও বনু নাযীর গোত্রের নেতার কন্যা। সে তো একমাত্র আপনার জন্যই উপযুক্ত হতে পারে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাফিয়াসহ দেহইয়াকে নিয়ে আস। দেহইয়া সাফিয়াসহ আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া) দেখলেন এবং দেহইয়াকে বললেন ঃ তুমি যাও, বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একজন দাসীকে নিয়ে যাও। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া) স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করলেন।

এ পর্যায়ে সাবিত (রা) আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কত মোহরানা দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, তার নিজেকেই মোহরানা হিসেবে দিয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করেছিলেন। পথিমধ্যে উম্মু সুলাইম সাফিয়াকে সাজগোছ করে দিলেন এবং রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা বরবেশে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর তিনি

সাহাবাদের বললেন ঃ যদি কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। চামড়ার একটি দস্তরখানা বিছানো হলো। এরপর কেউ পনির, কেউ খেজুর এবং কেউ ঘি নিয়ে আসতে থাকলো। সুতরাং তা দিয়ে 'হাইস' প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হলো। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সাথে সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের) বিয়ের ওয়ালিমা (বা বউভাত)।

وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ» عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا

৩৩৬২। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব, শুআইব ইবনে হাবহাব, আবু উসমান প্রমুখ রাবীগণ আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে (বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব) আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। আর তাকে আযাদ করাটাই ছিলো তার মোহরানা। মায়ায বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়ে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে বিয়ে করলেন এবং তাকে আযাদ করাটাই ছিলো তার মোহরানা।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ

৩৩৬৩। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসীকে আযাদ করে বিয়ে করে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا ‏.‏ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏.‏ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ

وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ اذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْآيَةَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ الْآيَةَ

৩৩৬৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাইবার যুদ্ধের দিন আমি (সওয়ারীতে) আবু তালহার পিছনে বসা ছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা স্পর্শ করছিলো। সূর্য উদিত হওয়ার সময় আমরা তাদের কাছে (খাইবার) পৌঁছে গেলাম। সেই সময় তারা (ইহুদী) তাদের গবাদি পশু বের করে কুঠার, কোদাল এবং দড়ি ও ঝুড়িসহ বাড়ী হতে বের হচ্ছিল। তারা বলে উঠলো, 'মুহাম্মাদ তার সৈন্যসহ এসে পড়েছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "খাইবারের (খাইবারবাসীর) অকল্যাণ হয়েছে। আমরা যখন কোন কওমের দোরগোড়ায় যেয়ে উপস্থিত হই তখন সাবধানকৃতদের প্রাতঃকাল খুবই মন্দ হয়ে থাকে।" আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাস্ত করলেন। (যুদ্ধ শেষে) দেহইয়া কালবীর অংশে একটি সুন্দরী যুবতী বন্দিনী পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি ক্রীতদাসের বিনিময়ে কিনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাকে সাজগোছ করে দেয়ার জন্য উম্মু সুলাইমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ সে উম্মু সুলাইমের ঘরে 'ইদ্দত' পালন করবে। এই বন্দিনী ছিলেন হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনির ও ঘি দিয়ে তার ওয়ালিমা (বউভাত) অনুষ্ঠান করলেন। মাটি সরিয়ে কিছু গর্ত করা হয়েছিলো। সেখানে চামড়ার দস্তরখান এনে বিছানো হলো। তারপর পনির ও ঘি আনা হলো। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলো। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, লোকজন বলাবলি করছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া বিনতে হুয়াই) দাসী হিসেবে বিবাহ করেছেন না আযাদ হিসেবে বিবাহ করেছেন আমরা তা বুঝতে পারলাম না। তারপর আবার বললো, যদি

তিনি তাঁকে পর্দা করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি আযাদ স্ত্রীলোক। আর যদি পর্দা না করেন তাহলে বুঝা যাবে তিনি তাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যখন তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে লাগলেন তখন তাঁকে পর্দা করলেন এবং তিনি (সাফিয়া বিনতে হুয়াই) উটের পিছনে বসলেন। তখন সবাই বুঝতে পারলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেছেন। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট দ্রুত হাঁকালেন। তাই আমরাও দ্রুত উট হাঁকালাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আদবা' নামক উষ্ট্রী হোঁচট খেলে তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। (উম্মুল মুমিনীন) হযরত সাফিয়াও পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে পর্দা করে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে মহিলারা বলে উঠলো, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিনীকে দূর করুন।

সাবিত (রা) বলেন, আমি আনাসকে (রা) বললাম, হে আবু হামযা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (উটের পিট থেকে) পড়ে গিয়েছিলেন? আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। আনাস (রা) আরো বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল মুমিনীন যয়নাবের ওয়ালিমাতেও উপস্থিত ছিলাম। এতে লোকজন সবাই তৃপ্তিসহ রুটি এবং গোশত খেতে পেয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠাতেন। আমি লোকদের ডেকে আনতাম। লোকদের খাওয়া শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। দুইজন লোক গল্পে মগ্ন হয়ে বসে বসে দেরী করছিলো। তারা তখনও বের হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরে ঘুরে স্ত্রীদের কাছে গিয়ে সবাইকে সালাম করছিলেন আর বলছিলেন 'সালামুন আলাইকুম'। তারা জবাব দিলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমরা ভাল আছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রী কেমন হলো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাল। সবার সাথে দেখা সাক্ষাত শেষ করে তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দরজার কাছে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন লোক দুইটি (এখনো) গল্পে মেতে আছে। তারা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন, তখন তারা উভয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বেরিয়ে গেলো। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, লোক দুইটি চলে গেছে এ ব্যাপারে আমিই তাঁকে প্রথমে খবর দিলাম না তার কাছে প্রথমে অহী নাযিল হলো তা আমি জানি না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন। আমিও তার সাথে ফিরলাম। তিনি যখন দরজার চৌকাঠে পা রাখলেন তখন আমার ও তার মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সেই সময় এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ "লা তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়ি ইল্লা আই ইউযানা লাকুম..." তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।..."

و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس

ح وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان « واللفظ له » حدثنا بهز حدثنا سليمان بن

المغيرة عن ثابت حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية

فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه

وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء

بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك

الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة

رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها

فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع

وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله

عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه

يتراءينها ويشمتن بصرعتها

৩৩৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (খাইবার যুদ্ধের বন্দিনীদের মধ্য থেকে) সাফিয়া (রা) দেহইয়া (কালবী)-র অংশে পড়লো। সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার (সাফিয়া) প্রশংসা করতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, তারা বললো, যুদ্ধের বন্দিনীদের মধ্যে তার মত আর কাকেও দেখলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহইয়া কালবীর কাছে লোক পাঠালেন এবং বিনিময়ে সে যা চাইলো তাকে তা দিয়ে দিলেন। অতঃপর সাফিয়াকে আমার মা উম্মু

সুলাইমের কাছে দিয়ে বললেন ঃ তাকে সাজগোছ করে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার থেকে রওয়ানা হলেন এবং খাইবার পিছনে ফেলে এসে এক জায়গায় (কাফেলাসহ) অবতরণ করলেন এবং সাফিয়ার জন্য একটি তাঁবু খাটালেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কারো কাছে অতিরিক্ত খাবার থাকলে তা নিয়ে আস। আনাস (রা) বলেন, (কথা শুনে) কেউ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেজুর নিয়ে হাজির হলো, আবার কেউ ছাতু নিয়ে হাজির হলো। অবশেষে তা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে 'হাইস' তৈরী করা হলো। অতঃপর লোকজন এই 'হাইস' খেতে এবং পার্শ্ববর্তী একটি জলাশয়ের বৃষ্টির পানি পান করতে থাকলো। আনাস (রা) বলেন ঃ এটাই ছিলো সাফিয়ার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ওয়ালিমা' (বউভাত)। আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর আমরা সেখান থেকে যাত্রা করলাম। মদীনার নগর প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হলে আমরা তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সওয়ারীগুলোকে দ্রুত হাঁকালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকালেন। আনাস বলেন, সাফিয়াকে তিনি নিজের পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারী হোঁচট খেলে তিনি সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন। সাফিয়াও সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কিংবা সাফিয়ার দিকে তাকালো না। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে সাফিয়াকে আড়াল করলেন। আনাস বলেন, এরপর আমরা তার কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আমরা কোন কষ্ট পাইনি। অতঃপর আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী মেয়েরা বেরিয়ে এসে সাফিয়াকে দেখতে থাকলো এবং পড়ার জন্য তাঁকে ভৎর্সনা করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

যয়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ের বিবরণ, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া এবং বিয়ের ওয়ালিমা বা বউভাতের ব্যবস্থা শরীয়ত সম্মত হওয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَىَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِىَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِى صَدْرِى حَتَّى

مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

৩৩৬৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। (ইমাম মুসলিম বলেন), এটা অধস্তন রাবী বাহ্য বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ যায়েদ কর্তৃক তালাক প্রদানের পর যয়নাব বিনতে জাহাশের 'ইদ্দত' পূর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে বললেন ঃ তাকে গিয়ে আমার কথা বলো অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। আনাস বলেন, যায়েদ (রা) তার কাছে গেলেন। যয়নাব (রা) সে সময় আটার খামীর তৈরী করছিলেন। যায়েদ (রা) বলেন, যয়নাবকে দেখে আমার কাছে তাকে খুব গুরু-গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হলো। কেননা, খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই আমি তাঁর দিকে তাকাকে পারলাম না। আমি পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, হে যয়নাব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। যয়নাব (রা) বললেন ঃ আমি আমার প্রভুর সাথে পরামর্শ (ইসতেখারা) করা ছাড়া কিছু করতে পারি না। তিনি তখনই উঠে তাঁর নামাযের স্থানে গেলেন। এদিকে এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বিনা অনুমতিতেই যয়নাবের কাছে গেলেন। সাবিত (রা) বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ বেশ বেলা হলে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সবাইকে রুটি এবং গোশত খাওয়ালেন। এরপর সব লোকজন চলে গেলো। কিন্তু কিছু লোক খাওয়া-দাওয়ার পরও ঘরে বসে গল্প-গুজব করতে থাকলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিতে থাকলেন। তাঁরাও বলছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনার (নতুন) স্ত্রী কেমন হলো? আনাস (রা) বলেন, আমি জানি না এরপর আমিই প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের চলে যাওয়ার খবর দিলাম নাকি (অধস্তন রাবীর সন্দেহ) তিনিই আমাকে খবর দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও পিছনে পিছনে গিয়ে প্রবেশ করতে গেলাম। তিনি পর্দা টেনে আমার ও তাঁর মাঝে আড়াল করে দিলেন। এর পর পরই পর্দার আদেশ সম্বলিত অহী নাযিল হলো। তাকে যেভাবে উপদেশ দান ও আদেশ করার ছিলো তা করা হলো।

মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' তার বর্ণিত হাদীসে নিম্নলিখিত আয়াতও উল্লেখ করেছেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়োনা এবং এসে খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকোনা। তবে তোমাদের যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরে পড়, কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ» عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ «وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا» قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ «وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ» مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

৩৩৬৭। আনাস থেকে বর্ণিত (আরেক বর্ণনায় আবু কামেল বলেছেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি)। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে তার স্ত্রী যয়নাবের ওয়ালিমা করতে দেখেছি এইভাবে আর কোন স্ত্রীর ওয়ালিমা করতে দেখিনি। যয়নাবের ওয়ালিমায় তিনি একটি বকরী জবাই করেছিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَاأَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ

৩৩৬৮। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশের ওয়ালিমা যেভাবে করেছেন তার চাইতে উত্তম বা পরিমাণে অধিক খাদ্য দিয়ে তাঁর আর কোন স্ত্রীর ওয়ালিমা করেননি। রাবী সাবিত বুনানী আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরনের খাবার দ্বারা যয়নাবের ওয়ালিমা করেছিলেন? আনাস ইবনে মালিক বললেন ঃ প্রচুর পরিমাণে রুটি ও গোশত দিয়ে– যা লোকেরা তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলো।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ» حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا

৩৩৬৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে লোকজনকে ওয়ালিমার (বিবাহ ভোজে)

দাওয়াত দিলেন। লোকজন এসে খাওয়া-দাওয়ার পর বসে গল্প শুরু করলো। আনাস (রা) বলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখালেন তিনি যেন উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু লোকজনের কেউ-ই উঠলো না। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে দাঁড়ালে লোকজন উঠে দাঁড়ালো। আসেম ও ইবনে আবদুল আ'লার বর্ণনায় আছে, আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, এরপরও তিন ব্যক্তি বসে গল্প করতে থাকলো। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসলেন। কিন্তু দেখলেন লোকজন তখনও বসে আছে। এরপর তারা উঠে চলে গেলো। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন ঃ আমি তখন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, তারা চলে গেছে। আনাস বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও তার সাথে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না এবং এসে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকোনা। বরং যখন তোমাদের দাওয়াত দেয়া হয় তখন প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে গল্পে মেতে না থেকে সরে পড়ো। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি তোমাদের তা বলতে লজ্জাবোধ করেন। তবে আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। আর যখন তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) কাছে কোন কিছু চাইবে, তা পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তাদের ও তোমাদের মনের জন্য পবিত্রতম ব্যবস্থা। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য উচিত নয়। আর নবীর অবর্তমানে তাদের স্ত্রীদেরও বিয়ে করবে না। এ ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে খুব মারাত্মক গোনাহ।"

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ

فَاذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَاذَا هُمْ

قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْحِجَابِ

৩৩৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পর্দা সংক্রান্ত বিষয়টি আমি সবার চেয়ে অধিক ভাল জানি। উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। যয়নাব বিনতে জাহাশের বর হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি মদীনায় (হিজরত করার পর) যয়নাবকে বিয়ে করেন। (বিয়ের পরদিন) কিছু বেলা হলে তিনি খাওয়ার জন্য লোকজনকে ডাকলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকজন উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন। কিছু সংখ্যক লোকও তার সাথে বসলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে হাঁটতে থাকলেন। আমিও তাঁর সাথে হাঁটতে থাকলাম। তিনি আয়েশার ঘরের দরজায় পৌঁছে মনে করলেন, লোকজন হয়তো চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। কিন্তু তারা তখনও যার যার জায়গায় বসে ছিলো। তাই তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে গেলাম। এবারও তিনি আয়েশার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম। তখন তারা সবাই উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। এরপরই হিযাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হলো।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ

يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهٰذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ

تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ

مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَاأَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَمُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ «قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الآيَاتِ» وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৭১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করলেন এবং স্ত্রীর কাছে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) কিছু 'হাইস' (হালুয়া) তৈরী করে একটি পাত্রে করে আমাকে বললেন, হে আনাস তুমি এগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলো ঃ "আমার মা এগুলো আপনার কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য সামান্য উপহার।" আনাস (রা) বলেন, আমি সেগুলি নিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আমার মা আপনাকে সালাম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পক্ষ থেকে এগুলো আপনার জন্য নগণ্য তোহ্ফা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে রাখো। এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি গিয়ে আমার পক্ষ থেকে অমুক, অমুক ও অমুককে এবং আর যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় ডেকে আনবে। সাথে সাথে তিনি কিছু সংখ্যক লোকের নামও বললেন।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করলেন আমি তাদের ডাকলাম এবং আমার সাথে যাদের সাক্ষাত হলো তাদেরও ডাকলাম। হাদীস বর্ণনাকারী আবু উসমান বলেন, আমি আনাসকে বললাম, আমন্ত্রিতদের সংখ্যা কত ছিল? আনাস বললেন ঃ প্রায় তিনশ'। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হাইসের পাত্র নিয়ে আস। এরপর সবাই প্রবেশ করলে বাইরের বৈঠকখানা ও কামরা লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দশজন দশজন করে যেন গোল হয়ে বসে এবং প্রত্যেকে যেন নিজের নিকটবর্তী খাদ্য থেকে খেতে শুরু করে। আনাস (রা) বলেন, (এভাবে) সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলো। খাওয়ার পর একদল বের হয়ে যাচ্ছিলো এবং অন্য দল প্রবেশ করছিলো। এভাবে সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আনাস, পাত্রটি উঠিয়ে নাও। আমি তা উঠিয়ে নিলাম। তবে আমি বুঝতে পারলাম না– যখন আমি তা রেখেছিলাম তখন কি তাতে বেশী খাবার ছিলো, না যখন উঠিয়ে নিলাম তখন তাতে বেশী খাবার ছিলো? আনাস বলেন, (খাওয়া-দাওয়ার পর) একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসে কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় মশগুল হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী (যয়নাব) ঘরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তাদের এ কাজ (আলাপচারিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে তিনি বের হয়ে তার স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন, অতঃপর লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরে আসতে দেখলো এবং বুঝতে পারলো, তারা তাঁকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তখন তারা দ্রুত উঠে দরজার দিকে ধাবিত হলো এবং সবাই বের হয়ে চলে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পর্দা লটকিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি কামরার মধ্যেই বসে থাকলাম। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার আমার কাছে বেরিয়ে আসলেন। তার কাছে তখন অহী নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে লোকদেরকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করো না কিংবা খাওয়ার জন্যও অপেক্ষা করোনা। তবে যদি খাওয়ার জন্য তোমাদের ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই

আসবে। কিন্তু খাওয়ার পরে ছড়িয়ে পড়বে (যার যার কাজে)। আলাপে মেতে থেকো না। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কিছু বলেন না। আর আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পান না। নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের যদি কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য অতীব উত্তম ব্যবস্থা। রাসূলকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাঁর (ইনতিকালের) পরে তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনো জায়েয নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি বড় গোনাহ। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫৩) রাবী জা'দ বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমিই সর্বপ্রথম শুনেছি। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পর্দা করতে লাগলেন।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিয়েতে ওয়ালিমা বা বিবাহভোজের ব্যবস্থা করতেন। সুতরাং তাঁর আমল অনুসারেই বিবাহ-ভোজের আয়োজন করা সুন্নাত। আরো জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত শরিফ এবং নম্রস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। খাওয়ার পর লোকজন বসে বসে গল্প করতে শুরু করলে তা তাঁর জন্য পীড়াদায়ক হয়েছে। কিন্তু নম্রতা ও লজ্জাশীলতার কারণে তিনি তা প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। তৃতীয়তঃ এক প্লেট 'হাইস' বা মালীদা প্রায় তিনশত লোক খাওয়ানোর পরও তা বেঁচে গিয়েছিল। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা প্রকাশ্য মুজিযা। পার্থিব কোন কার্যকারণ বা যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلاَّ دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

৩৩৭২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাবকে বিয়ে করলেন। (আনাসের মা) উম্মু সুলাইম (রা) কিছু হাইস তৈরী করে একটি পাথরের পাত্রে হাদিয়া হিসেবে তাঁর কাছে পাঠালেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যাও। যে কোন মুসলমানের সাথে তোমার দেখা হবে তাকেই আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দেবে। আনাস (রা) বলেন, যার সাথে আমার দেখা হলো তাকেই আমি দাওয়াত দিলাম। তারা এসে প্রবেশ করতে এবং খেয়ে বের হয়ে যেতে শুরু করলো। এই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের ওপর হাত রেখে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ যার সাথে আমার সাক্ষাত হলো আমি তাকেই দাওয়াত দিলাম, একজনকেও বাদ রাখলাম না। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেল। কিন্তু একদল লোক বসে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলতে থাকলো। তাদেরকে কিছু বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাবোধ করছিলেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে বাড়ীতে রেখে বের হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। কিংবা খাওয়ার সময়ের জন্যও অপেক্ষা করো না তবে যদি খাওয়ার জন্য ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই প্রবেশ করবে এবং খাওয়ার পর যার যার কাজে ছড়িয়ে পড়বে। কথাবার্থায় নিমগ্ন হয়ে বসে থাকবে না। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু লজ্জাবোধের কারণে তিনি কিছু বলেন না। তবে আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পান না। আর যদি নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য উত্তম ব্যবস্থা।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫৩)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

৩৩৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি ওয়ালিমার (বউভাত) অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে সে যেন দাওয়াত কবুল করে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس

৩৩৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাউকে যদি ওয়ালিমার দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে সে যেন তা কবুল করে। বর্ণনাকারী খালেদ বলেছেন ঃ উবায়দুল্লাহ ওয়ালিমার দাওয়াত বলতে বিবাহভোজের দাওয়াত বুঝাতেন।

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب

৩৩৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাউকে বিয়ের ওয়ালিমা বা বিবাহভোজের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

حدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم

৩৩৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলে সেখানে হাজির হও।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه

৩৩৭৭। নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করতেন ঃ তোমাদের কেউ তার কোন মুসলমান ভাইকে দাওয়াত দিলে তা বিয়ের দাওয়াত হোক বা অনুরূপ কোন দাওয়াত হোক সে যেন তা গ্রহণ করে।

وحدثني إسحق بن منصور حدثني عيسى ابن المنذر حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ

৩৩৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাউকে বিয়ের ওয়ালিমা বা অনুরূপ কিছুর দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

৩৩৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলে তাতে হাজির হও।

وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ

৩৩৮০। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এসব দাওয়াতে যখনই তোমাদের ডাকা হয় সাড়া দাও। বর্ণনাকারী নাফে' বলেন ঃ বিয়ের দাওয়াত বা বিয়ে ছাড়া অন্য কোন দাওয়াত যাই হোক না কেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাতে হাজির হতেন, এমনকি তিনি রোযাদার হলেও।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا

৩৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদেরকে যদি বকরীর পায়ের খুরের জন্যও দাওয়াত দেয়া হয় তাও কবুল করো।

টীকা ঃ বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম হলো, দাওয়াতকারী যদি অতি নগণ্য কোন খাবার প্রস্তুত করেও দাওয়াত দেয় তাহলেও তা কবুল করতে হবে। কোন প্রকার ঘৃণা, অবজ্ঞা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এটাই হবে প্রকৃত মুসলমানের আচরণ।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام

৩৩৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হলে তাতে তার সাড়া দেয়া কর্তব্য। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খাবে অন্যথায় খাবে না। ইবনে মুসান্না তার বর্ণনায় "ইলা তা'আমিন" কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله

৩৩৮৩। ইবনে নুমাইর আবু 'আসেম, ইবনে জুরাইজ ও আবু যুবায়েরের মাধ্যমে একই (উপরের বর্ণিত) সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم

৩৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি রোযাদার হয় তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দু'আ করবে। আর রোযাদার না হলে খাওয়ায় শরীক হবে।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

৩৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে বিবাহভোজে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বাদ রাখা হয় ঐ বিবাহভোজের খানা

সবচাইতে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তাতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

৩৩৮৬। ইবনে আবু উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যুহরীকে বললাম ঃ হে বাক্রের পিতা এটা আবার কেমন হাদীস, "ধনীদের খাবার নিকৃষ্ট খাবার?" সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাই এই হাদীস শুনে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। সুতরাং হাদীসটি সম্পর্কে আমি যুহরীর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আবদুর রাহমান আরাজ আমাকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন ঃ "ওয়ালিমার খানা সবচাইতে নিকৃষ্ট খাবার।" হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ

৩৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নিকৃষ্ট খাবার হলো– ওয়ালিমার খাবার। অতঃপর মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ

৩৩৮৮। ইবনে আবু উমার সুফিয়ান, আবুয্ যানাদ ও আরাজের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ

الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

৩৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ আসতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয় এবং যে আসতে অস্বীকার করে তাকে আসার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় এই রকম ওয়ালিমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াতে আসে না সে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের নাফরমানী করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল নয়। তবে সে যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এই শেষোক্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করার পরে তালাক দেয় এবং সে ইদ্দত পালন করে তখন আবার সে পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রিফা'আর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু রিফা'আ আমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। তবে তার সাথে যা আছে তা কাপড়ের পুটলির মত ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন ঃ তুমি কি তাহলে রিফা'আর কাছে পুনরায় ফিরে যেতে চাও? কিন্তু যতক্ষণ তুমি তার মধু পান না করছো এবং সে তোমার মধু পান না করছে ততক্ষণ তা হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ সময় আবু বাক্‌র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং খালেদ ইবনে সাঈদ দরজায় দাঁড়িয়ে (প্রবেশের জন্য) অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি (খালিদ ইবনে সাঈদ) আবু বাক্‌রকে ডেকে বললেন

ঃ হে আবু বাক্‌র, তুমি কি শুনছো না এই মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকাশ্যে কি বলছে?

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যতক্ষণ না অন্য কোন স্বামীগ্রহণ করবে এবং উক্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করার পর স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেবে এবং সে 'ইদ্দত' পালন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাকদাতা প্রথম স্বামীর সাথে সে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সেই স্ত্রী 'ইদ্দত' পালন করবে। এরপর অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করবে। তার সাথে যৌনমিলন হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে যদি তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে সে আবার 'ইদ্দত' পালন করবে এবং এরপরেই কেবল প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এর অর্থ এ নয় যে, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন পাতানো বিয়ে করবে এবং চুক্তিমত সে তালাক দিলে স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। এই ধরনের হিলা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যারা এ ধরনের কাজ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লা'নত করেছেন। এক্ষেত্রে সাহাবা, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তী সকল উলামা একমত যে, দ্বিতীয়বারে শুধু বিয়ের 'আকদ' হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং উক্ত স্বামীর সাথে যৌন মিলনও অবশ্যই হতে হবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৯১। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, রিফা'আ কুরাযী

(রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরকে বিয়ে করলো। এরপরে (একদিন) সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে রিফা'আর স্ত্রী ছিল। কিন্তু রিফা'আ তাকে তিন তালাক দেওয়ার পর সে আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়েরকে বিয়ে করেছে। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ তার (আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়ের) সাথে আছে কাপড়ের পুটলির মত একটা কিছু। এই কথা বলে সে তার চাদর দ্বারা পুটলি পাকাতে শুরু করলো। রাবী বলেন, তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। অতঃপর বললেন, মনে হয় তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও। তবে তা হবে না, যতক্ষণ সে তোমার এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ না করো। এই সময় আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলেন। আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে ঘরের দরজায় অপেক্ষমান ছিলেন। একথা শুনে খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) আবু বাক্‌রকে (রা) ডেকে বললেন, হে আবু বাক্‌র এ স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা প্রকাশ করছে সেজন্য এখনো কি আপনি ধমক দেবেন না?

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

৩৩৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রিফা'আ কুরাযী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়ের তাকে বিয়ে করলো। এরপর সে (রিফা'আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, রিফা'আ তাকে (আমাকে) তিন তালাকের শেষ তালাকটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

৩৩৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করলো এবং পরে তাকে তালাক দিলো। মহিলাটি অপর একজন পুরুষকে বিয়ে করলো। কিন্তু সে তার সাথে সহবাস করার আগেই তাকে তালাক দিল। এ মহিলা কি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ দ্বিতীয় স্বামী এই মহিলার সাথে সহবাস না করবে ততক্ষণ সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

৩৩৯৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা, ইবনে ফুযাইল, আবু কুরাইব, আবু মুআবিয়া থেকে হিশামের মাধ্যমে এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ

৩৩৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে অপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করলো এবং সহবাস করার পূর্বেই আবার তালাক দিল। এখন প্রথম স্বামী তাকে আবার বিয়ে করতে চায়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ প্রথম স্বামী যেভাবে তার স্বাদ গ্রহণ করেছে দ্বিতীয় স্বামী সেভাবে তার স্বাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা হবে না।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

৩৩৯৬। উবায়দুল্লাহ একই সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

সহবাসের সময় কী দু'আ পড়বে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

৩৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে বলবে, "আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শাইতানা ও জান্নিবিশ্‌ শাইতানা মা রাযাকতানা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছো সে ব্যাপারে শয়তান থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও আমাদের থেকে দূরে রাখো।" এ সহবাসে তাদের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ

৩৩৯৮। মানসূর থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ নেই। সাওরীর সূত্রে বর্ণিত আবদুর রাজ্জাকের হাদীসে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ আছে। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে, মানসূর বলেছেন, আমার মনে হয় জারীর 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

সম্মুখ দিক বা পিছন দিক থেকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে মিলিত হওয়া জায়েয। কোন অবস্থায়ই পিছনের পথে (মলদ্বার) সংগম জায়েয নয় বরং হারাম।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ «وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ» قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

৩৩৯৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলতো, স্বামী যদি পিছন দিক থেকে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে সন্তান বাঁকাদৃষ্টি বা টেরাচক্ষু বিশিষ্ট হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হল ঃ

"স্ত্রীরা তোমাদের ফসলের জমি স্বরূপ। সুতরাং সেখানে যেভাবে ইচ্ছা কৃষি কাজের জন্য যাও।"

টীকা ঃ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পায়খানার রাস্তায় স্ত্রী সহবাস হারাম। স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত হোক কিংবা পাক সাফ হোক কোন অবস্থায়ই পিছনের রাস্তায় সংগম করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অনেক হাদীসে এ ধরনের পুরুষদের লা'নত করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি পিছনের রাস্তায় স্ত্রী সংগম করে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়।"

"যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের ফসলী জমিতে যাও" এ কথাটির অর্থ হলো, পিছনের দিক থেকে হোক, সামনের দিক থেকে হোক কিংবা অন্য কোনভাবে হোক সম্মুখের রাস্তায় যৌন মিলন হলে তা অবৈধ বা সন্তানের জন্য ক্ষতিকর নয়।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَأُنْزِلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

৩৪০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ইহুদীরা বলতো, পিছন দিক থেকে (অর্থাৎ পিছন দিক থেকে সামনের রাস্তায়) স্ত্রী সহবাস করা হলে এবং তাতে সে গর্ভবতী হলে সন্তান বাঁকাদৃষ্টি বা টেরাচক্ষু বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এ কথার কারণে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ফসলের জমি স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলের জমিতে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর।"

وحدثناه قتيبة بن

سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثني عبيد الله بن سعيد وهرون ابن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان ابن راشد يحدث عن الزهري ح وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد

৩৪০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে অধঃস্তন রাবীগণ এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যুহরী থেকে নু'মান বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে উপুড় করে সহবাস করতে পারে আবার উপুড় না করেও সহবাস করতে পারে। তবে তা একটি মাত্র পথে হতে হবে এবং সেটি হলো সামনের পথে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে আলাদা বিছানায় রাত্রিযাপন স্ত্রীর জন্য হারাম।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

৩৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রী যখন স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত্রিযাপন করে তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে লা'নত করতে থাকে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে আলাদা বিছানায় রাত্রি কাটানো স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে কোন শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা। হায়েয অবস্থায়ও স্বামীর বিছানা থেকে স্বতন্ত্র থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ

৩৪০৩। ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব খালেদ ইবনুল হারিসের মাধ্যমে শু'বা থেকে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (হাত্তা তুসবিহা– 'ভোর পর্যন্ত' কথাটির পরিবর্তে) 'হাত্তা তারজিআ' ('ফিরে না আসা পর্যন্ত') কথাটি উল্লেখ করেছেন।

حَتَّى تَرْجِعَ حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

৩৪০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলো কিন্তু সে (স্ত্রী) যদি আসতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ তা'আলা) তিনি তার (স্ত্রীর) প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

৩৪০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলে সে যদি না আসে আর এ কারণে স্বামী যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার (স্ত্রীর) ওপর অভিসম্পাত করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

৩৪০৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে এমন একটি লোক যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ

৩৪০৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া এবং স্ত্রীরও তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া, (এবং এর খেয়ানত হচ্ছে) স্ত্রীর এই গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করা।

টীকা ঃ এসব হাদীস থেকে জানা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় যেসব কথাবার্তা হয় ও একে অপরের প্রতি যেসব প্রেমপূর্ণ আচরণ করে থাকে তা বাইরে অন্য পুরুষের কাছে প্রকাশ করা হারাম। এটাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় আমানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এতে লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিকগুলো উন্মোচিত করা হয়। সমাজের কল্যাণের জন্যই ইসলাম এগুলোকে গোপন রাখতে চায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

'আযল' সম্পর্কে শরীয়াতের হুকুম।

وحدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحي بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال ياأبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لانسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاعليكم أن لاتفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون

৩৪০৮। ইবনে মুহাইরিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু সিরমা আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে গেলাম। আবু সিরমা আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু সাঈদ, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে কোন কিছু বলতে শুনেছেন? আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বনু মুসতালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এই যুদ্ধে আমরা আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বন্দী করলাম। আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমরা এসব বন্দী মেয়েদের বিনিময়ে (তাদের আত্মীয়-পরিজনদের নিকট থেকে) অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেও আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। তাই আমরা এসব স্ত্রীলোকদের সাথে মিলিত হয়ে 'আযল' করতে মনস্থ করলাম (যাতে তারা গর্ভবতী না হয়)। এরপর আমরা চিন্তা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত। এই অবস্থায় আমরা 'আযল' করবো অথচ তাঁকে জিজ্ঞেস করবো না? তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি এরূপ না করো তাতেও কিছু যায় আসেনা। কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তা সৃষ্টি হবেই।

টীকা ঃ আযল হলো, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় চরম মুহূর্তে পুরুষাংগ বের করে নিয়ে স্ত্রী-অংগের বাইরে বীর্যপাত করা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الزِّبْرِقَانِ ح ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩৪০৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করবেন তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

৩৪১০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্দিনী স্ত্রীলোক লাভ করলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতে চাইলাম। অতঃপর আমরা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার। কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে (সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

৩৪১১। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি মা'বাদ ইবনে সিরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আযলের বিষয়টি আবু সাঈদ খুদরীর নিকটে শুনেছো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তিনি (আবু সাঈদ খুদরী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি 'আযল' না করো তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা তা (কোন প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া না হওয়া) তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي و بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الاسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم

৩৪১২। একই সনদে আনাস ইবনে সিরীন অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এরূপ ('আযল') না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। এটা তো তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري «واللفظ لأبي كامل» قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي

৩৪১৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এটা ('আযল) না করলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এটা (সন্তান জন্ম হওয়া না হওয়া) তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (অধঃস্তন রাবী) মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ "তোমাদের কোন

ক্ষতি হবে না" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটি প্রায় নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ের।

وحدثنا محمد

ابن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن ابن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر

৩৪১৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে 'আযল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'আযল' আবার কি জিনিস? সবাই বললেন, কোন ব্যক্তির স্ত্রী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা। সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিন্তু এই সময় সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না। কিংবা কোন ব্যক্তির ক্রীতদাসী আছে। সে তার সাথে মিলিত হয়। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা যদি এরূপ ('আযল') না করো তাতেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, যা হওয়ার তা তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।" ইবনে আওন বর্ণনা করেছেন, আমি হাদীসটি হাসান বসরীর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ঃ এটা ভর্ৎসনা। (অর্থাৎ আযল করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পসন্দ করেননি। তাই তিনি ধমকের সুরে কথা বলেছেন।

وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر «يعني حديث العزل» فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر

৩৪১৫। হাজ্জাজ ইবনে শায়ের সুলাইমান ইবনে হারব ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রাহমান ইবনে বিশ্‌র বর্ণিত 'আযলের' হাদীস ইবরাহীমের নিকট থেকে মুহাম্মাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আবদুর রাহমান ইবনে বিশ্‌র আমার নিকটও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ

৩৪১৬। মা'বাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে আওন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ «وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ» فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا

৩৪১৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে 'আযল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ কোন লোক এরূপ করবে কেন? (এ সূত্রে উল্লেখিত হাদীসে) তিনি এ কথা বলেননি যে, কোন লোক যেন এরূপ না করে। কারণ, এমন কোন প্রাণ সত্তাধারী সৃষ্টি নাই যার স্রষ্টা আল্লাহ নন।

حدثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ «يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ» عَنْ عَلِيِّ بْنِ

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

৩৪১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সব পানি (স্ত্রী গর্ভে নিক্ষিপ্ত পুরুষের বীর্য) দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৪১৯। আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ (পূর্বে বর্ণিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

৩৪২০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে। সে আমাদের খেদমত করে এবং পানি এনে দেয়। আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি। তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তার সাথে (সহবাসের সময়) 'আযল' করো। তবে তার তাকদীরে যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছুদিন পর লোকটি পুনরায় এসে বললো, ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, তাকদীরে তার জন্য যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

حدثنا سَعِيدُ

ابْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

৩৪২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে, আমি তার সাথে (সহবাসের সময়) 'আযল' করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এতে আল্লাহর ইচ্ছার কোন কিছু বাধাপ্রাপ্ত হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ কিছুদিন পর লোকটি এসে আবার বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে যে ক্রীতদাসীটির কথা বলেছিলাম, সে গর্ভধারণ করেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (অর্থাৎ আমি যা বলি তোমরা তা বিশ্বাস করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহর রাসূল কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না)।

وحدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

৩৪২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ

أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحٰقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهٰى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

৩৪২৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন সময়ে 'আযল' করতাম। ইসহাকের বর্ণনায় আরো আছে, সুফিয়ান বলেন, এটা যদি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন ব্যাপার হতো তাহলে কুরআনই আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিত।

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৪২৪। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে 'আযল' করতাম।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ «يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ» حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

৩৪২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে 'আযল' করতাম। এ খবর তাঁর কাছে পৌছলো। কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

যুদ্ধে বন্দিনী গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করা হারাম।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

৩৪২৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক তাঁবুর দরজায় একটি আসন্ন প্রসবা বন্দিনী মহিলাকে দেখে বললেন ঃ হয়তো সে (তাঁবুর বাসিন্দা পুরুষ লোকটি) এই স্ত্রীলোকটির সাথে সহবাসের অভিপ্রায় পোষণ করে। সবাই বললো, হাঁ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তাকে (তাঁবুর বাসিন্দা পুরুষ লোকটিকে) এমন লা'নত করতে চাই যা কবর পর্যন্ত তার সাথে যাবে। এর গর্ভস্থ সন্তান কিভাবে তার উত্তরাধিকারী হবে যদি তা তার জন্য হালাল না হয়? সে কেমন করে তাকে খেদমতে লাগাবে যদি তা তার জন্য হালাল না হয়।

টীকা ঃ যে মহিলা সম্পর্কে এ হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে সে ছিল একজন গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী। গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনীর সাথে সহবাস করা হারাম। কেননা, ইসলামী শরীয়ত মতে ছয় মাস স্থায়ী গর্ভেও সন্তান জন্মলাভ করতে পারে। সুতরাং বন্দি হওয়ার পরে যদি এরূপ মহিলার সাথে সহবাস করা হয় এবং ছয়মাস পরেই তার গর্ভের শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারণের ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ থাকে। কারণ, বাচ্চাটি পূর্বেকার কাফের স্বামীর ঔরসজাত না মুসলমানের ঔরসজাত তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখন যদি বাচ্চাটি প্রকৃতই কাফেরের ঔরসজাত হয়ে থাকে এবং ছয়মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার কারণে মুসলমান ব্যক্তিটি তাকে তার সন্তান বলে দাবী করে তাহলে অন্যের সন্তানকে সে নিজের ঔরসজাত সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলো। এই সন্তান তার ঔরসজাত হয়েও তার সন্তান বলে পরিচিত হবে এবং তার উত্তরাধিকারী হবে। আবার যদি সন্তানটি প্রকৃতই মুসলমান ব্যক্তিটির হয়ে থাকে কিন্তু সন্তান জন্মের স্বাভাবিক সময় পরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাকে কাফেরের সন্তান বলে মনে করা হয় তাহলে নিজ সন্তানকে অন্যের সন্তান হিসেবে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে স্নেহ-মমতা ও উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হলো। এভাবে একটি শিশুর প্রতি অকল্পনীয় যুল্ম করা হলো। ইসলাম এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চায় এবং সন্তান কার সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বলে। তাই মুসলমানদের হাতে কোন যুদ্ধ বন্দিনীকে গর্ভবতী মনে হলে তার সাথে সহবাস করা হারাম। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর বাসিন্দা লোকটি সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ আমি তাকে এমন লা'নত দিতে মনস্থ করছি যা কবর পর্যন্ত তার সাথে যাবে।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ

৩৪২৭। শু'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

গীলা করা জায়েয অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করা জায়েয এবং আযল করা মাকরূহ।

وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ

لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذٰلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ «قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَاقَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ»

৩৪২৮। জুদাসা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি সংকল্প করেছিলাম যে 'গীলা' বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করে দেবো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে কিন্তু তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। ইমাম মুসলিম বলেন, 'খাল্‌ফ' এর বর্ণনায় 'জুদাসা বিনতে আসাদিয়া'র পরিবর্তে 'জুযামা বিনতে আসাদিয়া' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইয়াহইয়া বর্ণিত 'জুদামা' শব্দটিই সঠিক ও নির্ভুল।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَاهُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِىءِ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ

৩৪২৯। উক্কাশা ইবনে ওয়াহাবের বোন জুদামা বিনতে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। তিনি তখন বলছিলেন ঃ "আমি গীলা করতে নিষেধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, রোম ও পারস্যবাসীরা 'গীলা' করে কিন্তু এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।" এরপর লোকেরা তাঁকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "এটাতো প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা করা।" মুকরী থেকে উবায়দুল্লাহ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন ঃ "ওয়া

ইযাল্ মাউয়ূদাতু সুয়িলাত– যেদিন জীবন্ত প্রোথিত শিশু মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে”– আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ

৩৪৩০। আয়েশা (রা) জুদামা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুদামা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... হাদীসের বাকি অংশ সাঈদ ইবনে আবু আইয়ূব বর্ণিত 'আযল' ও 'গীলা' সম্পর্কিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে 'গীলা' শব্দের স্থলে 'গিয়াল' উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ

৩৪৩১। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি সহবাসকালে 'আযল' করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেন এরূপ কর? লোকটি বললো, আমার স্ত্রীর সন্তানের ক্ষতির আশংকায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বললেন, এটা ক্ষতিকর হলে পারসিক ও রোমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যুহাইরের বর্ণনায় আছে ঃ তাই যদি হতো তাহলে পারস্যবাসী ও রোমানদের ক্ষতি হয়নি কেন?

অষ্টাদশ অধ্যায়

كتاب الرضاع

কিতাবুর রিদা' (দুধপান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বংশগত দিক থেকে যারা মুহরিম দুধপানের কারণেও ঐ ধরনের লোক মুহরিম।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا «لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا «لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ» دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

৩৪৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আয়েশা) কাছে ছিলেন। এমন সময় আয়েশা (রা) আওয়াজ শুনলেন– এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহর স্ত্রী) হাফসার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসার দুধচাচার কথা উল্লেখ করে বললেন, বোধ হয় অমুক লোক। এবার আয়েশা তার দুধচাচার কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যদি জীবিত থাকতো তাহলে সেও কি আমার সামনে আসতে পারতো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। কারণ, বংশগত সম্পর্ক যেসব লোকদের মুহরিম বানিয়ে দেয়, দুধপানজনিত সম্পর্কও সেই ধরনের লোকদের মুহরিম বানিয়ে দেয়।

টীকা ঃ এই হাদীসটি এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীস থেকে স্তন্যদান দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। ইসলামী বিধান অনুসারে যেসব লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম স্তন্যদানের কারণেও স্তন্যদানকারিণীর এবং স্তন্যপানকারীর মধ্যে মা ও সন্তানের সম্পর্ক হিসেবে সেইসব লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হয়ে যায়। তবে স্তন্যপানকারী শিশুর বয়স দুই বছরের মধ্যে থাকা অবস্থায় স্তন্য-পানের ঘটনা ঘটতে হবে।

وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح

وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

৩৪৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বংশগতভাবে যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম, স্তন্যপানের কারণেও ঐ শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম।

وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة

৩৪৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র এই সনদে হিশাম ইবনে উরওয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي

৩৪৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিজাব বা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার দুধচাচা আবু কুআইসের ভাই আফলাহ একদিন তাঁর সামনে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি তাঁকে আমার এই আচরণ সম্পর্কে জানালাম। তিনি আমার কাছে তাঁকে (দুধচাচা আফলাহ) আসার অনুমতি দিতে আদেশ করলেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن

عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ

৩৪৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমার দুধচাচা আফলাহ ইবনে কুআইস আমার কাছে আসলেন।... হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে এতটুকু অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, আমি (আয়েশা) বললাম ঃ আমাকে তো মহিলা দুধপান করিয়েছে, পুরুষ তো দুধপান করায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ তোমার হাত দুটি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমার ডান হাত ধূলিমলিন হোক। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার রা. এই কথাটিকে বালিকাসুলভ কথা বলে মনে করলেন)।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

৩৪৩৭। উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, পর্দার হুকুম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু কুআইসের ভাই আফলাহ আয়েশার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আবুল কুআইস ছিলেন আয়েশার দুধপিতা। [এ কারণে তার ভাই আফলাহ ছিলেন আয়েশার (রা) দুধচাচা] আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি না চাওয়া পর্যন্ত আফলাহকে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেব না। কেননা, আবু কুআইস আমাকে দুধ পান করায়নি, বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। আয়েশা

(রা) বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার (দুধ পিতা) আবু কুআইসের ভাই আফলাহ আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। কিন্তু আপনার কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত আমি তা ভাল মনে করিনি। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ (সব কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে অনুমতি দাও। উরওয়া বলেন, এ কারণে আয়েশা (রা) সবাইকে বলতেন, বংশগত দিক থেকে যেসব লোকদের তোমরা মুহরিম বলে জানো স্তন্যপানের কারণেও ঐ শ্রেণীর লোককে মুহরিম জানবে।

وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم وفيه فانه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة

৩৪৩৮। যুহরী থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বললেন ঃ তোমার ডান হাত মাটিতে পূর্ণ হোক। সে তো তোমার চাচা। যে মহিলা আয়েশাকে স্তন্যদান করেছিলেন তার স্বামী ছিলেন আবু কুআইস।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك

৩৪৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমার দুধচাচা এসে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি জানার আগে তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি বললাম, আমার দুধচাচা আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে আমি তাকে অনুমতি দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমার চাচা তো তোমার সাথে দেখা করতে পারবে।

আমি (আয়েশা) বললাম, আমাকে তো স্ত্রীলোকটি দুধপান করিয়েছে, পুরুষ লোকটি তো দুধপান করায়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমার চাচা। সে তোমার সাথে দেখা করতে পারবে।

وحدثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৩৪৪০। একই সনদে আবুর রাবী' যাহরানী হাম্মাদ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে হিশাম থেকে এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবু কুআইসের ভাই (আফলাহ) আয়েশার সাথে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাইলেন। এরপর পূর্ব বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ

৩৪৪১। এ সনদেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে– সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন।

وحدثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ ‏.‏ قَالَ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ ‏.‏ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ قَالَ ‏"‏ فَهَلاَّ أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ

৩৪৪২। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার দুধচাচা আবুল জা'দ আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। হিশাম বলেছেন ঃ আবুল কুআইসের নামই আবুল জা'দ। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে বিষয়টি জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ডান হাত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমার হাত মাটি দ্বারা পূর্ণ হোক। তুমি তাকে অনুমতি দিলে না কেন? (অর্থাৎ সে তোমার দুধচাচা হওয়ার কারণে তাকে তোমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়ায় কোন দোষ ছিল না)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

৩৪৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, আফলাহ নামক তার দুধচাচা তার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলে তিনি তার সামনে পর্দা করলেন। অর্থাৎ তাকে সাক্ষাত দিলেন না। এ বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি তার সামনে পর্দা করবে না। কারণ, বংশের যারা মুহরিম, দুধ-সম্পর্কের কারণেও সেই ধরনের লোক মুহরিম।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

৩৪৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আফলাহ ইবনে কুআইস এসে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। তখন তিনি আমাকে বলে পাঠালেন, আমি তোমার চাচা। আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধপান করিয়েছে। এবারও আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ সে তোমার কাছে আসতে পারে। কারণ, সে তোমার চাচা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَىْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

৩৪৪৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার, আপনি তো দেখছি কুরাইশদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকেন (বিয়ের ব্যাপারে) এবং আমাদের পরিত্যাগ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কাছে কি এমন কেউ আছে? আমি (আলী) বললাম, হাঁ, হামযার কন্যা আছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তো আমার জন্য হালাল নয়। কারণ, সে আমার দুধভাই হামযার কন্যা।

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم عن جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الاسناد مثله

৩৪৪৬। 'আমাশ থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم

৩৪৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হামযার কন্যার কথা (অর্থাৎ হামযার কন্যাকে বিয়ে করানোর নিয়তে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি বললেন ঃ সে (হামযার কন্যা) আমার জন্য হালাল নয়। কারণ, সে আমার দুধ-ভাতিজী। নিকট আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্কের কারণে যেসব লোক হারাম, দুধপানের কারণেও সে ধরনের লোক হারাম হয়ে যায়।

وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

৩৪৪৮। এ সূত্রেও কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَفِى رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَنْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَوْقِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ

৩৪৪৯। হামিদ ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, হামযার কন্যা সম্পর্কে কি আপনার কোন চিন্তা নেই? (অর্থাৎ আপনি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারেন)। অথবা (হাদীস বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলা হলো, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য আপনি প্রস্তাব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ হামযা আমার দুধ-ভাই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِى أُخْتِى بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذٰلِكِ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِى فِى الْخَيْرِ أُخْتِى قَالَ فَإِنَّهَا لَاتَحِلُّ لِى قُلْتُ فَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَاحَلَّتْ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ .

৩৪৫০। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলে আমি তাঁকে বললাম ঃ আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যা কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে? (অর্থাৎ আপনি কি তাকে বিয়ে করতে সম্মত আছেন?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কী করতে পারি বলো! আমি (উম্মু হাবীবা) বললাম ঃ তাকে বিয়ে করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তা চাইবে? আমি বললাম শুধু আমি একাই তো আপনার স্ত্রী নই (আমাকে ছাড়াও আপনার আরো স্ত্রী আছে)। আর ভাল কাজে যে আমার অংশীদার হবে সে আমার বোন হোক তা আমি সবচেয়ে ভাল মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি দুররা বিনতে আবু সালামাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। তিনি বললেন ঃ উম্মু সালামার কন্যা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার ঘরে (আমার স্ত্রীর কন্যা হিসেবে) লালিত পালিত না হলেও আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সে আমার দুধ-ভাইয়ের মেয়ে। সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে স্তন্যদান করেছে। সুতরাং তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও বোনদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসো না।

টীকা ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন তখন পর্যন্ত তিনি দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা যে হারাম– শরীয়তের এই হুকুম জানতেন না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই প্রস্তাব করেছিলেন।

নিজ স্ত্রীর গর্ভজাত অন্য স্বামীর কন্যাকে বিয়ে করা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে সব উলামায়ে কেরাম একমত। সুয়াইবিয়া ছিলেন আবু লাহাবের ক্রীতদাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এবং হালিমার ঘরে প্রতিপালিত হতে যাওয়ার আগে তিনি এই ক্রীতদাসীর দুধ পান করেছিলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামার পূর্ব স্বামী আবু সালামাও সুয়াইবিয়ার দুধ পান করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আবু সালামার কন্যা দুররা তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা নাও হতো তবু তাকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে হালাল হতো না। কেননা, ঐ দিক দিয়ে দুররা হতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাইয়ের কন্যা। আর দুধ ভাতিজীকে বিয়ে করা ইসলামী শরীয়াতে হারাম।

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً

৩৪৫১। হিশাম ইবনে উরওয়ার থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ

حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبِّينَ ذٰلِكِ فَقَالَتْ نَعَمْ يَارَسُولَ اللّٰهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذٰلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

৩৪৫২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার বোন আযযাকে বিয়ে করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কি তা পছন্দ করো? তিনি (উম্মু হাবীবা) বললেন, হাঁ। আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। কেউ ভালো কাজে আমার সাথে শরীক হলে সে আমার বোন হোক– তা আমি সর্বাধিক পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করা (আমার জন্য) হালাল নয়। উম্মু হাবীবা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম ঃ আমাদের কাছে বলা হয় যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুররাকে বিয়ে করতে চান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু সালামার কন্যা! উম্মু হাবীবা বললেন ঃ হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে (স্ত্রী উম্মু সালামার পূর্ব স্বামীর কন্যা) যদি আমার ঘরে আমার প্রতিপালিত নাও হতো তথাপি তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। তার পিতা আবু সালামা ও আমাকে সুয়াইবিয়া দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও বোনদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসো না।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

৩৪৫৩। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

এক চুমুক বা দুই চুমুক দুধ পানে মুহরিম সাব্যস্ত হয় না।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

৩৪৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার বা দুইবার মাত্র স্তন্য-চোষণে (বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

টীকা ঃ অধিকাংশ উলামা এবং ইমামগণের মতে, একবার স্তন্য-চোষণের দ্বারাই হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আতা', তাউস, ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী, মাকহুল, যুহরী, কাতাদা, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালিক, আওযায়ী, সাওরী এবং ইমাম আবু হানিফা (র)। কেননা, কুরআন মজীদে শুধু "ওয়া উম্মাহাতি কুমুল্লাতি আরদানাকুম– আর তোমাদের স্তন্যদাত্রী মা তোমাদের জন্য হারাম" উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ

৩৪৫৫। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। এই সময় এক আরব বেদুইন তাঁর কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার এক স্ত্রী বর্তমান আছে। এরপর আমি আরো একজনকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমার প্রথম স্ত্রী বলছে, সে আমার নতুন স্ত্রীকে একবার বা দুইবার দুধ পান করিয়েছে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ একবার বা দুইবার স্তন্য-চোষণে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

وحدثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا.

৩৪৫৬। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। বনী আমের ইবনে সা'সা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর নবী, একবার মাত্র দুধ পান করানোর ফলে কি (বিবাহ) হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'না'।

حدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ

৩৪৫৭। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার বা দুইবার দুধ পান করালে তাতে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ

৩৪৫৮। এ সূত্রেও কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

৩৪৫৯। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একবার বা দুইবার মাত্র স্তন্য-চোষণ দ্বারা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

حدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا

৩৪৬০। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, একবার মাত্র স্তন্য-চোষণের দ্বারা কি হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়? নবী (সা) বললেন, 'না।'

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
পাঁচবার দুধ চুষলে মুহরিম সাব্যস্ত হয়।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

৩৪৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দশবার দুধ চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়– একথা কুরআনে নাযিল হয়েছিলো। পরে এ হুকুম মানসুখ হয়ে পাঁচবার চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছিল। আর যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় তখন তা কুরআনের অংশ হিসেবে তিলাওয়াত করা হতো।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

৩৪৬২। আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে দুধ পানের কারণে হারাম হওয়ার বিষয় আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন ঃ এ বিষয়ে প্রথমে কুরআনে দশবার স্তন্য-চোষার কথা নাযিল হয়েছিলো এবং পরে পাঁচবার চোষার কথা নাযিল হয়েছিলো।

وحدثناه مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ

৩৪৬৩। আমরাহ (রা) আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বয়স্ক লোকদের দুধপান করানো।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ «وَهُوَ حَلِيفُهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৪৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহলা বিনতে সুহাইল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সামনে সালেমের আসা যাওয়ার কারণে আমি (আমার স্বামী) আবু হুযাইফার চেহারায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। (অর্থাৎ আমার সামনে সালেমের আগমন তিনি পছন্দ করেন না,

এটা তার চেহারা দেখে বুঝতে পারি)। অথচ সে তার প্রিয়পাত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে তোমার বুকের দুধ পান করিয়ে দাও। সাহ্লা বিনতে সুহাইল বললেন ঃ সে তো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আমি তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন ঃ সে একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষ তা আমি জানি। আমর তার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সালেম (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। ইবনে আবু উমারের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, ঐ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন।

টীকা ঃ হযরত আয়েশার (রা) মতে, এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুধপান করার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার জন্য বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোন বয়সে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলেই তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু সাহাবা, তাবেয়ীন ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের মত হলো, দুই বছরের কম বয়সের শিশু দুধ পান করলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফার (র) মতে অবশ্য এই সীমা আড়াই বছর এবং ইমাম যুফারের মতে তিন বছর। অধিকাংশ আলেম যে মত পোষণ করেছেন তার সমর্থনে তারা কুরআন মজীদের এই আয়াত পেশ করে থাকেন।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

"যেসব মায়েরা পূর্ণকাল সন্তানদের দুধপান করাতে চায় তারা দুই বছর পর্যন্ত তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবে।" এই হাদীসে সালেমকে দুধপান করানোর বিষয়টা উলামায়ে কেরাম বিশেষ ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা তার জন্য নির্দিষ্ট। অবশ্য তাকে সাহলা বিনতে সুহাইলের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করানো হয়নি। বরং পাত্রে করে তা পান করানো হয়েছে।

পূর্বোক্ত হাদীসে পাঁচ বার দুধ চোষার কথা বলা হয়েছে। এ হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সামান্য কিছুকাল পূর্বে মানসূখ হয়ে যায়। তাই সবাই তা অবহিত ছিল না। যারা জানতো না তাদের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময় পর্যন্ত উক্ত হুকুম কুরআন মজীদে তিলাওয়াত করা হতো।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت «تعني ابنة سهيل» النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة

৩৪৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম আবু হুযাইফা ও তার পরিবার পরিজনের সাথে তাদের বাড়ীতেই থাকতো। একদিন (আবু হুযাইফার স্ত্রী) সুহাইলের কন্যা (সাহ্‌লা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, সালেম তো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে এবং জ্ঞানবুদ্ধি যতদূর হওয়ার তা হয়েছে। সে আমার সামনে চলাফেরা করে। আমার মনে হয় এ কারণে (আমার স্বামী) আবু হুযাইফা (রা) মনে অস্বস্তি বোধ করেন। এসব কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সালেমকে তোমার বুকের দুধ পান করিয়ে দাও, তাহলে তুমি তার জন্য মুহরিম হয়ে যাবে এবং আবু হুযাইফার মনের অবস্থাও দূরীভূত হবে। পরবর্তী সময়ে সাহ্‌লা তাঁর কাছে এসে বললো, আমি সালেমকে দুধপান করিয়েছি এবং (আমার স্বামী) আবু হুযাইফার মনের অস্বস্তি দূর হয়েছে।

و حدثنا إسحق

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ» قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ سَالِمًا «لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ» مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ

৩৪৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সুহাইল ইবনে আমরের কন্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার স্বামী আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সম্পর্কে বললো– হে আল্লাহর রাসূল, সালেম আমাদের সাথে আমাদের বাড়ীতেই বসবাস করে। সে এখন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে এবং পুরুষদের মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধি তার হয়েছে। (অর্থাৎ তার মধ্যে যৌবনের উপলব্ধি এসেছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। তুমি তার জন্য (দুধ-মা হিসেবে) হারাম হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, লোকদের প্রতিবাদের ভয়ে আমি এক বছর বা প্রায় এক বছর সময় পর্যন্ত হাদীসটি কারো কাছে বর্ণনা করিনি। এরপর আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু

বাক্‌রের কাছে গিয়ে বললাম ঃ আপনি আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তা কারো কাছে (ভয় করে) বর্ণনা করিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন হাদীসটি? আমি তখন তাকে হাদীসটি বললাম। তিনি বললেন ঃ আয়েশা (রা) আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– এ কথা উল্লেখ করে তুমি আমার বরাত দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা কর।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على قال فقالت عائشة أمالك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبى حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل وفى نفس أبى حذيفة منه شىء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك

৩৪৬৭। যয়নাব বিনতে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মু সালামা (রা) আয়েশাকে (রা) বললেন ঃ আপনার কাছে প্রায় যৌবনপ্রাপ্ত গোলাম আসে। তবে আমার কাছে এ রকম গোলামের আসা আমি পছন্দ করি না। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শ নেই? আবু হুযাইফার স্ত্রী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালেম আমার সামনে আসা যাওয়া করে। অথচ সে এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে। আমার সামনে তার এই আসা যাওয়া (আমার স্বামী) আবু হুযাইফা (রা) পছন্দ করেন না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (আবু হুযাইফার স্ত্রীকে) বললেন ঃ তুমি সালেমকে তোমার বুকের দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে সে তোমার কাছে আসা যাওয়া করতে পারবে।

وحدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى «واللفظ لهرون» قالا حدثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبى سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسى أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إنى لأرى فى وجه أبى حذيفة من

دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ

৩৪৬৮। যয়নাব বিনতে উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাকে (রা) আয়েশাকে (রা) লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ, যেসব ছেলেদের মায়ের বুকের দুধ প্রয়োজন নেই (বেশ বড় হয়েছে) এমন ছেলেরা আমার দেখা পাক তা আমার মোটেই পছন্দ নয়। আয়েশা (রা) বললেন ঃ কেন? সাহলা বিনতে সুহাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, (আমাদের ক্রীতদাস) সালেম আমার কাছে আসা যাওয়ার কারণে আমি (আমার স্বামী) আবু হুযাইফার চেহারায় কিছু (অসন্তুষ্টির ভাব) লক্ষ্য করি। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সালেমকে তোমার বুকের দুধ পান করিয়ে দাও। হুযাইফার স্ত্রী বললেন, সে তো শ্মশ্রুধারী যুবক। (একথা শোনার পরও) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার বুকের দুধ পান করাও। তাহলে আবু হুযাইফার চেহারা থেকে অস্বস্তির ভাব দূর হয়ে যাবে। (এরূপ করার) পরে হুযাইফার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, (আমার স্বামী) আবু হুযাইফার চেহারায় আগের মত সেই অস্বস্তির ভাব আর দেখিনা।

حدثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا نَرَى هٰذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا

৩৪৬৯। যয়নাব বিনতে আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তার মা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা বলতেন ঃ এভাবে প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে বুকের দুধ পান করিয়ে নিজেদের কাছে আসা যাওয়া করতে দিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সহধর্মিনী অস্বীকার করে আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ,

আমরা মনে করি এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালেমকে বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ধরনের দুধ পান করানোর মাধ্যমে আমাদের কাছে কেউ আসতে বা আমাদেরকে দেখতে পারবে না।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

৩৪৭০। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। তখন আমার কাছে একজন লোক বসা ছিল। তাঁর কাছে তা খুবই আপত্তিকর মনে হলো। আমি তার চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেলাম। আয়েশা বলেছেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে আমার দুধভাই। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের দুধভাইদের ব্যাপারে খেয়াল রেখো। কেননা, এক্ষেত্রে ক্ষুধিত অবস্থায় দুধপান করাটাই গ্রহণযোগ্য। (অর্থাৎ যে বয়সে শিশুর প্রধান খাদ্য হলো দুধ, আর একমাত্র দুধ দ্বারাই তার শরীর গঠন হচ্ছে। এ রকম বয়সের দুধপানই হারাম হওয়ার জন্য কেবল গ্রহণযোগ্য হবে। আর এই সময়সীমা হলো দুই বছর)।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ

৩৪৭১। এ সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ইসতিবরা পালন করার পর যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করা জায়েয। যদি তার স্বামী থেকে থাকে তাহলে বন্দীত্বের কারণে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

৩৪৭২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং শত্রুর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হলো। কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো। বন্দিনীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবা তাদের (বন্দী স্ত্রীলোক) সাথে মিলিত হতে দ্বিধা-সংকোচ করছিলো। তাই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "বিবাহিত স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছো (ক্রীতদাসী) 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল।"

টীকা ঃ অর্থাৎ কমপক্ষে একটি হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার সময় দিতে হবে যাতে গর্ভবতী হওয়া না হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কারণ, হায়েজ হলেই বুঝা যাবে গর্ভে কোন সন্তান নেই। অন্যথায় সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ণয়ে সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং তা অনেক সামাজিক সমস্যার কারণ হবে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

৩৪৭৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইন যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আওতাসের দিকে) একদল সৈন্য পাঠালেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আছে, "তাদের মধ্য থেকে তোমরা যাদের অধিকারী হবে তারা তোমাদের জন্য হালাল।" কিন্তু এ বর্ণনায় "তাদের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর" কথাটি উল্লেখ নাই।

টীকা ঃ আওতাস তায়েফ অঞ্চলের একটি স্থানের নাম। হুনাইনে কাফির হাওয়াযিন গোত্রের পরাস্ত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, দুরাইদ ইবনুস্ সাম্মা নামক এক গোত্রপতি কয়েক হাজার যোদ্ধাসহ আওতাসে এসে উপনীত হয়েছে। তাদের মোকাবেলার জন্য তিনি কিছু সংখ্যক মুজাহিদসহ আবু আমের আশআরীকে (রা) পাঠালেন। হযরত আমের আশআরী (রা) দুরাইদের পুত্রের হাতে শহীদ হলে হযরত আবু মূসা আশআরীর (রা) নেতৃত্বে যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেন এবং রাবীআ ইবনে রুফাইয়ের (রা) হাতে দুরাইদ নিহত হয়। এই যুদ্ধে কাফিরদের বহু নারী-পুরুষ বন্দী হয়। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ-বোন (হালিমার কন্যা) শায়মাও ছিলেন। লোকেরা যে সময় তাকে বন্দী করলো তখন তিনি বলছিলেন, আমি তোমাদের নবীর বোন। সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য লোকজন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনলে তিনি পিঠের কাপড় খুলে একটি দাগ দেখালেন। শায়মা শিশু নবীকে যখন কোলে পিঠে করে রাখতেন তখন একদিন তিনি শায়মার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন। ভালবাসার আধিক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি চাদর বিছিয়ে বসতে দিলেন এবং একান্ত আপনজনের মত অনেকক্ষণ মহব্বতপূর্ণ আলাপ আলোচনা করলেন। পরে কিছু সংখ্যক বকরী ও উট দিয়ে বললেন ঃ যদি আমার কাছে যেয়ে থাকা পছন্দ করেন তাহলে আমার সাথে চলুন। আর যদি বাড়ী ফিরে যেতে চান, তাও করতে পারেন। শায়মা বাড়ী ফিরে যেতে চাইলে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তাকে বাড়ী পৌছিয়ে দেয়া হলো- (তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬৯)।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

৩৪৭৪। কাতাদা থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

৩৪৭৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আওতাস যুদ্ধের দিন মুসলমান যোদ্ধারা কিছু সংখ্যক বিবাহিত স্ত্রীলোক বন্দী করলো। তাদের মুশরিক স্বামী বর্তমান থাকায় মুসলমানগণ তাদের সাথে সহবাস করতে আশংকা বোধ করছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ "আর বিবাহিত স্ত্রীলোকগণও তোমাদের জন্য হারাম। তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিকানা লাভ করেছে (ক্রীতদাসী) তারা

তোমাদের জন্য হারাম নয়।"

টীকা ঃ দীনে ইসলাম এমনই একটি আদর্শ যেখানে সব রকমের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে তা লাভ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্রে না বুঝে শুনে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং ইসলামকে ঘায়েল করার মোক্ষম হাতিয়ার মনে করে সেগুলো কাজে লাগানো হয়। এর মধ্যে একটি হলো দাসপ্রথা। প্রকৃত কথা হলো, ইসলাম দাসপ্রথাকে ঘৃণা করে এবং এ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের দাসদের যে উল্লেখ দেখা যায় তা বুঝতে হলে ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা এবং সমকালীন বিশ্বে তার অবস্থা কি ছিল তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ ব্যবস্থা ইসলামের সৃষ্ট ছিল না। বরং এটি বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসলামের আগমন ঘটেছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ঘোষণার মধ্য দিয়ে। দাসপ্রথা ছিলো তৎকালীন আরবের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু আরব নয়, এ দাসপ্রথা এবং এর ব্যবসা গোটা দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইসলাম এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে চাইলেও তাৎক্ষণিকভাবে তা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই ইসলাম এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থাও কার্যকর করতে গেলে প্রয়োজন ছিল আরব ভূখণ্ডে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ করা। ইসলাম দাসদেরকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করে ঃ আর্থিকভাবে সচ্ছল যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো দাসদের কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ইসলাম তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো। কোন দাস বা দাসী তার মালিককে কিছু অর্থ দিয়ে মুক্ত হতে চাইলে লিখিতভাবে চুক্তি করে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ইসলামের নির্দেশ ছিলো। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা লিখিতভাবে চুক্তি করে দাসত্বের শৃংখলমুক্ত হতে চায়, তোমরা তাদেরকে তা লিখে দাও।" এসব দাসদাসী যাতে আবার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে মালিককে দিতে পারে সেজন্যও তাদেরকে সাহায্য করতে আদেশ করা হয়েছে। "আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান করো।" (সূরা-নূর)

একটি ক্রীতদাসের যদি দুইজন মালিক থাকে আর তার একজন নিজের অংশকে মুক্ত করে দেয় তবে অবশিষ্ট জনের অংশ এমনিই মুক্ত হয়ে যাবে।

কোন লোকের কোন দাসী থাকলে তার ঔরসে যদি উক্ত দাসীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে উক্ত দাসী আর কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবেনা এবং মালিকের মৃত্যুর পর সে মুক্ত হয়ে যাবে।

এভাবে ইসলাম বিভিন্ন উপায়ে দাসদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছে। পর্যায়ক্রমিক এবং স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে দাসদের মুক্ত না করে কোন শক্তি বা ঘোষণার মাধ্যমে একবারে দাসদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করলে তা হতো কৃত্রিম ব্যবস্থা। তা যেমন স্থায়ী হতে পারে না। তেমনি কোন বড় রকম দুর্ঘনার জন্ম দিতে পারে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং সেই প্রেক্ষিতে ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নিহত হওয়ার ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্য ইসলাম এক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হয়েছে। অন্যথায় তার মূল লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো।

অন্যদিকে কেউ একবার দাসত্বের শৃংখল মুক্ত হলে বা সমাজ এ অভিশাপ থেকে রক্ষা পেলে তা যাতে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্য ইসলামের ঘোষণা রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ স্বয়ং বলেন, আমি তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন বুঝাপড়া করবো। এ তিন শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণী সেইসব লোকের, যারা কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে। আবার পূর্ণরূপে এ প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দাসদের সাথে ভাল আচরণ করতে, ভাল খাদ্য ও সরঞ্জাম দান করতে এবং তাদের সাথে মানুষের মত ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলাম দাস হিসেবে গ্রহণ করেছে কেন? ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, তখন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ পন্থাটি ইসলামের জানা থাকলেও অন্য পক্ষের জানা ছিল

না বলে তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। একতরফাভাবে তাদের মুক্ত করলে শত্রু লাভবান হতো। কারণ, কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার ছাড়াই শত্রুরা তাদের বন্দীদের ফেরত পেয়ে যেতো এবং তাদের মাধ্যমে আবার ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতো। এতে ইসলামই ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

তৎকালীন যুগে আধুনিক বিশালাকার জেলখানা বা বন্দীশালারও কোন ব্যবস্থা ছিল না যেখানে তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতে বিনিময়ের আশায় বন্দী করে রাখা যেতো। একটা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাদেরকে হত্যা করা যেতো। কিন্তু শত্রুরা এরূপ অমানবিক কাজ করলেও মানবিক কারণেই ইসলাম তা করতে পারেনি। আবার তাদের খাওয়া-পরা ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটা বিকল্প পন্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। যদি তাদেরকে চলাফেরা আচার-আচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হতো তাহলে তারা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো। তাই তাদেরকে মুসলমানদের হাতে অধীনস্থ করে সোপর্দ করা হয়েছে। যাতে তাদের ভরণপোষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু কাজও তাদের থেকে আদায় করা যায়। এরা যাতে মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ও যৌন অনাচার সৃষ্টি করতে না পারে এবং তাদের জৈবিক দাবী পূর্ণ হয় সেজন্য মালিকের সম্মতিক্রমে দাস ও দাসীর মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থাও ইসলাম করেছিলো। মালিক ইচ্ছা করলে নিজেও দাসীর সাথে মিলিত হতে পারতো। মনিব ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে মিলিত হতে পারতো না। এভাবে সন্তান জন্মলাভ করলে মনিবকে সে সন্তানের পিতা হিসেবে তার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো। আর সন্তানও তার পরিচয়ে পরিচিত হতো।

যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা কত হবে এবং কতদিন তারা এ অবস্থায় থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই দাসদাসীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ইসলাম যে ব্যবস্থা করেছিলো তা ছিল যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। (বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মুহাম্মদ কুতুবের "ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম" পুস্তকের 'ইসলাম ও দাসপ্রথা' প্রবন্ধ পাঠ করুন)।

وحدثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৪৭৬। কাতাদা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যার বিছানায় সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সন্তান তারই হবে। সংশয় সন্দেহ পরিহার করতে হবে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَا عَبْدُ

৩৪৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি শিশুকে কেন্দ্র করে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও আবদ ইবনে যামআ' (রা) বিবাদে লিপ্ত হলেন। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ বাচ্চা আমার ভাই উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। আমার ভাই আমাকে জানিয়েছিল যে, এ বাচ্চা তার পুত্র। আমার ভাইয়ের চেহারার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইবনে যামআ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ বাচ্চা আমার ভাই। সে আমার পিতার বিছানায় তারই দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাচ্চাটির মুখাবয়বের প্রতি লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের চেহারার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য আছে। এরপর তিনি আবদ ইবনে যামআকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "হে আব্দ ইবনে যামআ, এ বাচ্চা তোমারই প্রাপ্য। সন্তান তারই যার বিছানায় সে জন্মলাভ করে। তবে ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি)।" অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআকে ডেকে বললেন ঃ তুমি এর সামনে পর্দা করবে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ ঐ বাচ্চা (তার জীবনকালে) কোন দিন আর সাওদাকে দেখতে পায়নি। হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে রুম্হর বর্ণনায় 'ইয়া আব্দ' শব্দের উল্লেখ নেই।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআকে ঐ বালকের সামনে পর্দা করতে বললেন, কারণ তিনি উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের চেহারার সাথে বাচ্চার চেহারার স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন। "যার বিছানায় বাচ্চা জন্মলাভ করবে বাচ্চা তারই হবে" এই নীতি অনুসারে যদিও তিনি আবদ ইবনে যামআকে বাচ্চাটির অধিকার অর্পণ করলেন, তবুও তাঁর মনে সন্দেহ থেকে যাওয়ার কারণে তিনি তার স্ত্রীকে ঐ বালকের সামনে পর্দা করতে বললেন। কারণ, প্রকৃত পক্ষে সে তার পিতা যামআর ঔরসজাত সন্তান নাও হতে পারে। আর সে অবস্থায় তার সাথে তার সাক্ষাত দেয়া জায়েয হবে না।

ফিরাশ বা বিছানার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা ক্রীতদাসী ঐ ব্যক্তির জন্য 'ফিরাশ' বা বিছানা। কেননা, উক্ত স্ত্রী বা দাসীর সাথে মিলিত হওয়া ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয। সুতরাং উক্ত স্ত্রী বা দাসীর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা তারই সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। যে স্ত্রীলোকের সাথে যৌনমিলন বৈধ, সেই স্ত্রীলোকই কোন ব্যক্তির 'ফিরাশ' বা বিছানা।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

৩৪৭৮। যুহরী থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার ও ইবনে উয়াইনার বর্ণিত হাদীসে "আলওয়ালাদু লিল ফিরাশ" কথাটি উল্লেখ আছে কিন্তু "ওয়া লিল্ আহারিল হাজার" কথাটি উল্লেখ নেই।

وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

৩৪৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার বিছানায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে তার সন্তান বলে গণ্য হবে। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

وحدثنا سعيد ابن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبى هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبى سلمة أو عن سعيد عن أبى هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبى سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبى هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة ومرة عن سعيد أو أبى سلمة ومرة عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر

৩৪৮০। এ সূত্রেও রাবীগণ নিজ নিজ সনদ পরম্পরায় আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

দৈহিক গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পৈতৃক সম্পর্ক নির্ণয় করা।

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ

৩৪৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আনন্দিত মনে আমার কাছে আসলেন। খুশীতে তখন তার কপালের দাগগুলো ঝলমল করছিলো। তিনি বললেন, জানো, এই মাত্রা এক বংশ-বিশারদ (মুজাযযিয) যায়েদ ইবনে হারিসা এবং তার পুত্র উসামা ইবনে যায়েদকে দেখে বললো ঃ এই দুইজনের পা একটি আরেকটির অংশ।

وحدثني عمرو الناقد

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَىَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

৩৪৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী মনে আমার কাছে এসে বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি জানো, বনু মাদলাজ গোত্রের এক বংশ-বিশারদ আমার কাছে আসলো। সে যায়েদের পুত্র উসামা ও যায়েদকে দেখে বললো, এ দুটি পায়ের একটি আরেকটির অংশ। সেই সময় তারা দুইজন (যায়েদ ও তার পুত্র উসামা) একটি চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ঘুমিয়েছিল এবং তাদের উভয়ের পা অনাবৃত ছিল।

وحدثناه

مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ

فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ

৩৪৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক বংশ-বিশারদ আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উসামা ইবনে যায়েদ ও যায়েদ ইবনে হারিসা ঘুমন্ত ছিলো। বংশ বিশারদ তাদের দেখে বললো ঃ এই পা-গুলোর একটি আরেকটির অংশ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হলেন। কথাটা তাঁর খুব ভাল লাগলো। পরে তিনি আয়েশাকেও এ বিষয়টি জানালেন।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا

৩৪৮৪। যুহরী থেকে একই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ অর্থ সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে ইউনুসের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে ঃ মুজাযযিয বলা হয় বংশ-বিশারদদের।

টীকা ঃ হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) ফর্সা ও সুদর্শন পুরুষ। কিন্তু তাঁর পুত্র উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ছিলেন অত্যন্ত কালো। তাই লোকজন তাঁকে যায়েদের পুত্র নয় বলে সন্দেহ করতো। জাহেলী যুগের লোকেরা দৈহিক গঠনের বিচার-বিশ্লেষণ করে বংশ নির্ণয়ে বিশ্বাসী ছিল। তাই বংশ-বিশারদ যখন যায়েদ এবং উসামার পা দেখে তাদেরকে পরস্পরের অংশ অর্থাৎ পিতা-পুত্র বলে আখ্যায়িত করলো তখন কাফিরদের আর আপত্তি বা সন্দেহ করার কিছুই থাকলো না। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশ-বিশারদের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন।

ইমাম আবু হানিফা, সাওরী ও ইসহাক বংশ-বিশারদের তথ্যে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও অধিকাংশ উলামা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করায় দোষ নেই বলে মনে করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
বাসর রাত্রি যাপনের পর স্বামী কুমারী স্ত্রীর কাছে কতদিন এবং অকুমারী স্ত্রীর কাছে কতদিন অবস্থান করবে?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

৩৪৮৫। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করে তার কাছে একাধারে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার স্বামীর কাছে নগণ্যা নও। তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে এক নাগাড়ে সাতদিন অবস্থান করতে পারি। তবে সে অবস্থায় আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে অবস্থান করতে হবে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাকে যা বললেন, তার অর্থ হলো ঃ তুমি নিজেকে নগণ্য মনে করো না বা তোমার কোন অধিকারও নস্যাত করা হচ্ছে এটাও নয়। স্বামীর কাছে একজন স্ত্রীর যে মর্যাদা থাকা উচিত আমার কাছে তোমার সে মর্যাদা আছে। তবে তোমার স্বাভাবিক হক হলো আমাকে তিন দিনের জন্য পাওয়া। আমাকে যদি তুমি সাত দিনের জন্য চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাত দিনই অবস্থান করবো। কিন্তু আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে অবস্থান করতে হবে। আর এখন যদি আমি তোমার কাছে তিন দিন অবস্থান করে অন্য স্ত্রীদের কাছে যাই তাহলে তাদের এক দিনের সাধারণ অধিকার পূরণ করে তোমার কাছে অতিসত্বর ফিরে আসতে পারবো।

এ হাদীস থেকে এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী তাও অবহিত হওয়া যায়। অর্থাৎ কুমারী স্ত্রীর সাথে বাসর রাত্রি যাপনের পর তার কাছে আরও সাত দিন অবস্থান করা এবং অকুমারী (অর্থাৎ এ বিয়েই যার প্রথম নয়) স্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত তিন দিন অবস্থান করা শরীয়তের বিধান। অন্যান্য সময় প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে সমানভাবে অবস্থান করতে হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ

৩৪৮৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামাকে বিয়ে করলেন এবং উম্মু সালামা তাঁর কছে অবস্থান করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার স্বামীর কাছে (আমার কাছে) নগণ্যা নও। তুমি যদি চাও আমি তোমার কাছে সাত দিন পর্যন্ত অবস্থান করি তাহলে আমি সাত দিনই অবস্থান করবো। আর তুমি যদি চাও আমি

তোমার কাছে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করি তাহলে আমি তোমার কাছে তিন দিনই অবস্থান করবো এবং পরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্য স্ত্রীদের কাছে ঘুরে তোমার কাছে আসবো। তখন উম্মু সালামা (রা) বললেন ঃ আপনি আমার কাছে তিন দিনই অবস্থান করুন।

وحدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

৩৪৮৭। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামাকে বিয়ে করার পর তাঁর কাছে গিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে চলে আসতে মনস্থ করলে তিনি (উম্মু সালামা) তাঁর (রাসূলুল্লাহ) কাপড় টেনে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি করতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে কুমারী স্ত্রীর জন্য সাত দিন এবং অকুমারী স্ত্রীর জন্য তিন দিন এই হিসাব মতই অবস্থান করবো।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৪৮৮। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আবু দামরাহ্‌, আবদুর রাহমান ইবনে হুমায়েদের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

৩৪৮৯। উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করলেন। এ কথা বলার পর তিনি আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে এ কথাও ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি সাত দিন পর্যন্ত তোমার কাছে কাটাবো। তবে তোমার কাছে সাত দিন কাটালে আমার অন্য স্ত্রীদের কাছেও সাত দিন করে কাটাতে হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ

৩৪৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (অকুমারী) স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে তার কাছে সাত দিন থাকবে। আর কুমারী (পূর্বে আর কোন স্বামী ছিল না এরূপ) স্ত্রী থাকতে কোন অকুমারী স্ত্রীলোককে বিয়ে করলে তার কাছে তিন দিন থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী খালিদ বলেন ঃ আমি যদি বলতাম, এটি 'মরফু' হাদীস অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন তাহলে সত্য কথাই বলা হতো। কিন্তু আনাস (রা) তা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, (নতুন স্ত্রীর কাছে) এভাবে অবস্থান করা 'সুন্নাত'।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৪৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বাসর রাত্রি যাপনের পর কুমারী স্ত্রীর কাছে সাত দিন পর্যন্ত অবস্থান কর, এটাই 'সুন্নাত'। হাদীস বর্ণনাকারী খালিদ বলেন ঃ আমি চাইলে বলতে পারতাম, আনাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের কাছে অবস্থানের পালা বণ্টন। প্রত্যেকের কাছে দিনসহ রাত্রি কাটানো 'সুন্নাত'।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هٰذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذٰلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِلَى الصَّلاَةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هٰذَا

৩৪৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয় জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে এমনভাবে পালা বণ্টন করতেন যে, প্রথম স্ত্রীর ঘরে নবম দিনে এসে পৌঁছতেন। (অর্থাৎ প্রথমে যে স্ত্রীর ঘরে রাত্রি যাপন করতেন তাকে ছাড়া অন্য আটজন স্ত্রী ঘরে একদিন করে আট দিন কাটিয়ে নবম দিনে আবার তার ঘরে রাত্রি যাপনের জন্য আসতেন)। যে ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতেন রাতের বেলা সব স্ত্রী সেই ঘরে একত্রিত হতেন। (এটা হতো দেখা সাক্ষাত এবং কুশল বিনিময়ের জন্য। আর তা হতো রাতের প্রথম ভাগে)। একদিন রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার ঘরে ছিলেন। ইতিমধ্যে উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব (রা) তাঁর কাছে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে আয়েশা (রা) বললেন ঃ এতো যয়নাব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত গুটিয়ে নিলেন। এ নিয়ে তাঁরা উভয়ে (হযরত আয়েশা ও যয়নাব) বাক্য বিনিময় করলেন। এমনকি তা কথা কাটাকাটিতে পরিণত হলো। ইতিমধ্যে নামাযের ইকামত বলা হলে আবু বাক্‌র (রা) সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নামাযের জন্য আসুন, আর তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলে আয়েশা (রা) বললেন ঃ এখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলে আবু বাক্‌র (রা) আসবেন এবং আমার সাথে যা আচরণ করার তাই করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলে আবু বাক্‌র (রা) আসলেন এবং আয়েশাকে (রা) কঠোর ভাষায় সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি তাঁর সাথে এরূপ আচরণই করে থাকো!

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ একই সময়ে নয়জন বর্তমান ছিলেন। এই নয়জন স্ত্রী হলেন, হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা), হযরত যয়নাব (রা), হযরত উম্মু সালামা (রা), হযরত উম্মু হাবীবা (রা), হযরত মায়মুনা (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) এবং হযরত সাফিয়া (রা)।

এই হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি যাতে সত্যিকার ইনসাফ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেন। এজন্য তিনি পালা বণ্টনের সময় কারো প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না। বরং প্রত্যেকের ঘরে নিয়মিতভাবে এক রাত্রি করে যাপন করতেন। এটাকেই তিনি অত্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা মনে করতেন। কারণ একদিনের বেশী কারো ঘরে কাটালে পরে তার কাছে পুনরায় ফিরে আসতেও স্বাভাবিক কারণেই দেরী হওয়ার কথা। কেননা, প্রত্যেকের কাছে অনুরূপ পরিমাণ সময় অবস্থান করে তার পরে অন্যের কাছে যাওয়া সম্ভব। এভাবে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে দেরী হতো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে একদিন করে অবস্থান করাই উত্তম মনে করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থানকালে যয়নাবের দিকে তাঁর হাত বাড়ানো ছিল ভুলক্রমে। কারণ, রাতের বেলা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বাতি থাকতো না। এ দিন ঘরে আলো ছিলোনা। তাই তিনি অন্ধকারে বুঝতে না পেরে যয়নাবকেই আয়েশা মনে করে তার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে মনে করা ঠিক হবে না যে, তিনি আয়েশার অধিকারের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি।

এই হাদীসটি পাঠ করে আধুনিক মন-মানসে আরো একটি বিষয়ে প্রশ্নের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। আর তা হলো, তাঁর বহু সংখ্যক স্ত্রী থাকা সম্পর্কে। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাঁর এতগুলো বিয়ে করার কি এমন প্রয়োজন ছিল? প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে, রাসূল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব কি ছিলো?

মহান আল্লাহ গোটা বিশ্বের মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার মানুষের মধ্য থেকেই একদল লোককে নিজ হাতে গড়ে তুলতে হলো। পুরুষেরা অবাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাতায়াত করতো, তাঁর সাথে মেলামেশা করতো, কথাবার্তা বলতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইত। কিন্তু ইসলামী বিধানে নারী পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে কিছু স্বতন্ত্র বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন মেয়েদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারতেন না, তেমনি মেয়েরাও তার সাথে উঠা-বসা করতে পারতো না। অথচ ইসলামী আদর্শের আলোকে নারী সমাজকেও গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মেয়েরা পুরুষদের মত সহজেই তাঁর সাহচর্য লাভ করতে পারতোনা। আদর্শিক প্রশিক্ষণ থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত রাখার অর্থ ছিল ইসলামী ধারায় সমাজ বিপ্লব সফল হতে না দেয়া। তাই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে এতগুলো বিয়ে করতে হয়েছে। যাতে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মেজাজের, বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন কম বয়সী, বেশী বয়সী, কুমারী, বিধবা এবং প্রৌঢ়া নারী তাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে ইসলামের নমুনা হিসেবে কাজ করে তাদেরকেও ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

নিজের অংশের দিন সতীনকে দান করা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

مَارَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنَ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

৩৪৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে সাওদা বিনতে যামআর চেয়ে অধিক প্রিয় স্ত্রীলোক আর কেউ ছিল না। এজন্য আমি আকাঙ্ক্ষা করতাম, সাওদার দেহের মধ্যে যদি আমি থাকতাম (অর্থাৎ আমি যদি সাওদা হতাম) তাহলে কতইনা ভালো হতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মহিলা। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তাঁর (সাওদার) বয়স বেশী হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার প্রাপ্য পালার দিনটি তিনি আয়েশাকে দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কাছে আমার প্রাপ্য পালার দিনটি আমি আয়েশাকে দান করেছি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার জন্য দুই দিন নির্দিষ্ট করতেন। একদিন আয়েশার নিজের এবং একদিন সাওদার।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي

৩৪৯৪। হিশাম থেকে এই সনদে উপরের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 'সাওদা (রা) বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়লে'... অতঃপর জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর শারীক বর্ণিত হাদীসে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে বিয়ে করেছিলেন সাওদা (রা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ

عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

৩৪৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব স্ত্রী নিজেদেরকে তাঁর জন্য হেবা করেছিলেন আমি তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতাম। আমি বলতাম, মেয়েরা কি নিজেকে দান করতে পারে? (অর্থাৎ কি করে একজন মহিলা নিজেকে পুরুষের কাছে দান করতে পারে?) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে নবী, যেসব মেয়েরা আপনার জন্য নিজেদের দান করে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনি নিজের কাছে স্থান দিন যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে দিন"– আয়েশা বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, আমি দেখছি, আল্লাহ তাআলা আপনার আকাঙ্ক্ষা মাফিক দ্রুত হুকুম নাযিল করেন।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

৩৪৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ কোন নারী কি নিজেকে কোন পুরুষের জন্য দান করতে লজ্জাবোধ করে না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যেসব মেয়েরা আপনার জন্য নিজেদের দান করে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনি নিজের কাছে স্থান দিন।" আয়েশা (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমি বললাম, (হে আল্লাহর নবী,) আমি দেখছি আল্লাহ তা'আলা আপনার আকাঙ্ক্ষা মাফিক দ্রুত হুকুম নাযিল করেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدٌ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا وَلَا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَاِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ اَلَّتِى لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ

৩৪৯৭। 'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রা) সাথে 'সারিফ' নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মায়মুনার (রা) জানাযায় শরীক হলাম। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) তখন বললেন ঃ ইনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। তাই তোমরা যখন তাঁর লাশ কাঁধে উঠাবে তখন যেন ঝাঁকুনি বা দোলা না লাগে। তার লাশের সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করো। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি পালাক্রমে আটজনের কাছে গিয়ে অবস্থান করতেন। শুধু একজনের জন্য পালাভাগ করতেন না। 'আতা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে স্ত্রীর জন্য পালা বণ্টন করতেন না তিনি ছিলেন হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া (রা)।

টীকা ঃ এখানে উপরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আতার মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করেছিলেন না। 'আতা যে এ কথা বলেছেন– এটা ইবনে জুরাইজের ধারণা মাত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার জন্য কোন দিন বরাদ্দ করতেন না তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা)। তিনি পালাক্রমে প্রাপ্য তাঁর দিনটি হযরত আয়েশাকে (রা) দান করেছিলেন। সুতরাং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) সম্পর্কে এ কথা বলা ঠিক নয়। আর যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেকে হেবা বা দান করেছিলেন তিনি ছিলেন সাওদা বিনতে যামআ (রা)। যদিও এ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ ভিন্নমত পোষণ করে। কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা), কেউ বলেছেন হযরত যয়নাব (রা), আবার কেউ বলেছেন হযরত উম্মে শারীক (রা)। কিন্তু বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, তিনি ছিলেন হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ

৩৪৯৮। ইবনে জুরাইজ থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় এতটুকু অধিক বলা হয়েছে যে, 'আতা বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যিনি সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

দীনদার স্ত্রীলোককে বিয়ে করা উত্তম।

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

৩৪৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেয়েদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তার অর্থ-সম্পদ, তাঁর বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তুমি দীনদারী বিচার করে বিয়ে করো। তাহলে শান্তি লাভ করতে পারবে।

টীকা ঃ হাদীসটির অর্থ হলো, লোকে সাধারণতঃ এই চারটি বৈশিষ্ট্য দেখে কোন মেয়েকে বিয়ে করে থাকে এবং দীনদারীকে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দীনদারীই সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله ان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك اذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك

৩৫০০। আতা থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী বিয়ে করেছো না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা বিয়ে করেছি। একথা

শুনে তিনি বললেন ঃ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? কুমারী বিয়ে করলে তার সাথে হাসি তামাসা করতে পারতে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কিছু সংখ্যক নাবালিকা বোন আছে। আমি আশংকা করলাম (কুমারী বিয়ে করলে) সে আমার ও আমার বোনদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে ঠিকই করেছো। মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয় তার দীনদারী, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-লাবণ্য দেখে। যার মধ্যে দীনদারী আছে তোমার কর্তব্য তাকে বিয়ে করা। তাহলে শান্তি লাভ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

কুমারী স্ত্রীলোককে বিয়ে করা উত্তম।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

৩৫০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা বিয়ে করেছি। তিনি (বিস্মিত হয়ে) বললেন ঃ কুমারী মেয়ে ও তার হাসি-তামাসা থেকে তুমি কতদূরে? শুবা বলেন, আমি আমর ইবনে দীনারের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) নিকট হাদীসটি শুনেছি। তবে এ বর্ণনায় এরূপ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিয়ে করলে না? কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাসা করতো। আর তুমিও তার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

৩৫০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (আমার পিতা) আবদুল্লাহ নয়টি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সাতটি কন্যা সন্তান রেখে শহীদ হলেন। আমি বিধবা স্ত্রীলোককে বিয়ে করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি বিয়ে করেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী বিয়ে করেছো না বিধবা স্ত্রীলোক বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বিধবা স্ত্রীলোক বিয়ে করেছি। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কুমারী বিয়ে করলে না কেন? কুমারী বিয়ে করলে তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতে আর সেও তোমার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতো। আমি বললাম ঃ (আমার পিতা) আবদুল্লাহ (রা) নয়টি অথবা (বর্ণনাকারী সন্দেহ) সাতটি কন্যা সন্তান রেখে শাহাদাত বরণ করেছেন। সুতরাং আমি তাদের (বোনদের) মতই কোন (অনভিজ্ঞ) মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করলাম না। আমি এমন একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করা পছন্দ করলাম, যে তাদের (বোনদের) দেখাশুনা করতে পারবে এবং তাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন অথবা তিনি উত্তম কথা বলে দু'আ করলেন।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَاجَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ

৩৫০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছো?... অতঃপর এ সূত্রে উপরের হাদীসের মত "আমি এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করা পছন্দ

করলাম যে তাদের (বোনদের) দেখাশুনা করতে পারবে এবং তাদের চুল চিরুনী করে দিতে পারবে" এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তুমি ঠিকই করেছো"... এই কথার পরের অংশ উল্লেখ করা হয়নি।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا «أي عشاء» كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس

৩৫০৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ফিরে আসার সময় আমি আমার উটটিকে দ্রুত হাঁকালাম। কিন্তু সেটি ছিল ধীরগতি সম্পন্ন। তাই পিছন থেকে এক আরোহী আমার কাছে পৌঁছে গেলো এবং তাঁর ছড়ি দিয়ে আমার উটটিকে খোঁচা দিলে তা এমন দ্রুত চলতে লাগলো যা কেউ কোনদিন দেখেনি। তাই আমি পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার পিছনে পিছনে আসছেন)। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জাবির তোমার এত দ্রুত চলার কারণ কি? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি নব বিবাহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করেছো না বিধবা মহিলা? আমি বললাম ঃ আমি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কুমারী স্ত্রীলোক বিয়ে করলে না কেন? তাকে বিয়ে করলে তুমি তার সাথে খেলতে পারতে আর সেও তোমার সাথে খেলতো। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা মদীনার কাছে পৌঁছে মদীনায় প্রবেশ করতে উদ্যত হলে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা সবাই থেমে যাও। রাত্রি হলে আমরা সন্ধ্যা রাতে মদীনায় প্রবেশ করবো যাতে মেয়েরা তাদের

এলোমেলো চুল চিরুনী করে নিতে পারে এবং যাদের স্বামী কাছে ছিল না তারা ক্ষুর ব্যবহার করে (গুপ্তস্থান) পরিষ্কার করতে পারে।" জাবির (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ যখন তুমি গিয়ে উপস্থিত হবে তখন তার সাথে মিলিত হবে।

حدثنا محمد بن المثنى.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِىَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى فَأَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِى أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِى أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِى بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِى الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِى جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ

৩৫০৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। আমার উট ধীর গতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে তা খুব দেরী করে ফেললো। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন থেকে এসে আমার কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'হে জাবির'। আমি জওয়াব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম ঃ আমার উট ধীর গতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে আমাকে দেরী করিয়েছে এবং উটও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমি পিছনে পড়ে গেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁর বাঁকা ছড়ি দিয়ে আমার উটকে খোঁচা দিয়ে আমাকে বললেন ঃ এবার আরোহণ করো। আমি আরোহণ করলাম। এবার আমি দেখলাম, (আমার উট এত দ্রুতগামী হয়েছে যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিক্রম করে চলে না যায় এজন্য এটিকে আমার নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কুমারী মেয়ে না বিধবা স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছো? আমি বললাম ঃ বিবাহিতা স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন কুমারী মহিলাকে বিয়ে করলে না? তা করলে তুমি তার সাথে হাসিতামাসা করতে পারতে আর সেও তোমার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতো। আমি বললাম, আমার অনেকগুলো ছোট বোন আছে। আমি এমন একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করা পছন্দ করলাম, যে তাদেরকে একত্রিত রাখতে পারবে, তাদের চুল চিরুনী করে দেবে এবং দেখাশুনা করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তো শিগগীরই মদীনায় পৌঁছে যাচ্ছ। মদীনায় পৌঁছলেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি তোমার উট বিক্রি করবে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উটটি এক উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে কিনে নিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আমিও পরদিন সকালে মদীনায় পৌঁছে মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম এবং তাঁকে মসজিদের দরজায় উপস্থিত দেখতে পেলাম। আমি পৌঁছা মাত্র তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এখন এসে পৌঁছলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার উট রেখে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়। জাবির (রা) বলেন ঃ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়ে বের হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক উকিয়া রৌপ্য মেপে দেওয়ার জন্য বেলালকে আদেশ করলেন। বেলাল (রা) আমাকে ওজনে বেশী করে মেপে দিলেন। এরপর আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। পিছন ফিরে অগ্রসর হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জাবিরকে আমার কাছে ডাকো। আমাকে ডাকা হলো। আমি মনে মনে বললাম ঃ এখন উটটি আমাকে ফেরত দেয়া হবে। অথচ তখন আমার কাছে এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। (আমি ফিরে গেলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মূল্যসহ তুমি তোমার উট ফেরত নিয়ে যাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا

أَبُونَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنَّا فِى مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَخَسَهُ ، أُرَاهُ قَالَ ، بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِى حَتَّى إِنِّى لَأَكُفُّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَانَبِىَّ اللهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَانَبِىَّ اللهِ قَالَ وَقَالَ لِى أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيِّبًا أَمْ بِكْرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُونَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ

৩৫০৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। আমি (ফসলের ক্ষেতে) পানি বহনকারী একটি উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম এবং সব লোকের পিছনে ছিলাম। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে আঘাত করলেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) খোঁচা দিলেন। আমার মনে হয় জাবির বলেছেন, তাঁর হাতে কোন জিনিস দিয়ে মারলেন বা খোঁচা দিলেন। জাবির বর্ণনা করেছেন, এরপর উটটি আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব লোকের আগে চলে যেতে থাকলো। এমন কি আমি তাকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখছিলাম। জাবির বর্ণনা করেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি এত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী, এটি আপনাকে দিয়ে দিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ তুমি কি এত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? আল্লাহ তাআলা তোমাকে মাফ করে দেবেন। আমি বললাম ঃ এটি এখন থেকে আপনার। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার পিতার শাহাদাতবরণের পর বিয়ে করেছো। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিধবা স্ত্রীলোক না কুমারী স্ত্রীলোক বিয়ে করেছো? আমি বললাম ঃ বিধবা স্ত্রীলোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কুমারী স্ত্রীলোক বিয়ে করলে না কেন? তাকে বিয়ে করলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতো আর তুমিও তার সাথে হাসি-তামাসা করতে পারতে। অধস্তন রাবী আবু

নাদরা বলেন , 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন' এটি এমন একটি বাক্য যা মুসলমানরা এভাবে বলেন, 'তুমি এরূপ করো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন'।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

নারীদের সাথে সদাচরণের হুকুম।

حدثنی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

৩৫০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়ায় সব কিছুই সম্পদ। তবে দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হলো নেক্কার স্ত্রী।

و حدثنی حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .

৩৫০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়েরা পাঁজরের হাড়ের মত (অর্থাৎ তাদের স্বভাবে বক্রতা আছে)। তুমি যদি তাদেরকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও, তাহলে বক্রতা সত্ত্বেও তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারবে।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً

৩৫০৯। এসূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ ،

قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ
بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا

৩৫১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রীলোককে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনো তোমার সাথে সহজ ব্যবহার করবে না বা সোজা হয়ে চলবে না। তুমি যদি তার বক্রতা মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে ফায়দা পেতে চাও তাহলে ফায়দা পাবে। আর যদি তার বক্রতা সোজা করতে যাও তাহলে তাকে ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ হলো তালাক।

টীকা ঃ মেয়েদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে– এর অর্থ এ নয় যে তাদেরকে স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে। তাই যদি হতো তাহলে যেসব মেয়েরা শিশুকালে বা বিয়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে কার পাঁজরের হাড় দিয়ে তৈরী করা হয়? এ কথার প্রকৃত অর্থ হলো, মেয়েদের স্বভাবে কিছু বক্রতা আছে যা দূর হবার নয়। তাই হাদীসে পুরুষদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, যদি স্বামী হিসেবে কঠোরতার মাধ্যমে স্ত্রীদের এই বক্র স্বভাব দূর করতে বা সংশোধন করতে চেষ্টা করো তাহলে পরিণতি তালাকের দিকে যেতে পারে। আর যদি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের আচরণ গ্রহণ করো এবং নিজেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করো, তাহলে তাদের স্বভাবে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা উপকৃত ও আনন্দিত হতে পারবে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ
أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ
إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

৩৫১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার কর্তব্য হলো, কোন অপছন্দীয় অবস্থা বা ঘটনার সম্মুখীন হলে উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর তোমরা মেয়েদের সাথে সৎ ও উত্তম আচরণ করো। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় (বক্র স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের দিককার হাড় সবচেয়ে বেশী বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমন রাখ তাহলে তা বাঁকাই হতে থাকবে। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।

وحدثني ابراهيم

ابن موسى الرازي حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران
ابن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره

৩৫১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীর প্রতি (স্বামী স্ত্রীর প্রতি) ঘৃণা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব পছন্দনীয় না হলেও অন্য একটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا
عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

৩৫১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا هرون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن
أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر

৩৫১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাওয়া যদি (স্বামী আদমের আ. সাথে) খেয়ানত না করতেন তাহলে কোন স্ত্রীলোক কোনদিন তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করতো না।

টীকা ঃ এই হাদীসটিতে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। তা হলো, কথিত আছে বেহেশতে শয়তানের প্ররোচনায় সর্বপ্রথম মা হাওয়াই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন এবং হযরত আদমকেও (আ) তা খেতে প্ররোচিত করেছিলেন। তাঁর প্ররোচনায়ই আদম (আ) এই গাছের ফল খেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত উভয়েই বেহেশত থেকে আল্লাহর নির্দেশে এই দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হন। হযরত হাওয়া (আ) কর্তৃক এই কাজটি ছিলো তার স্বামী হযরত আদমের (আ) প্রতি খেয়ানত স্বরূপ। আর হাওয়া (আ) যেহেতু দুনিয়ার সব মানুষের আদি মাতা তাই তাঁর স্বভাব তাঁর অধস্তন নারী সন্তানদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

কিন্তু কুরআন মজীদে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে এরূপ কোন ইংগিত নাই যাতে বুঝা যায় যে,

হযরত হাওয়াই (আ) প্রথমে এই কাজটি করেছিলেন। বরং কুরআনে কোন কোন স্থানে শয়তান কর্তৃক প্রথমে হযরত আদমকে (আ) ধোকা দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন সূরা 'ত্বাহা'র ১২০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلى فَاَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى ادَمُ رَبَّه فَغَوى-

"কিন্তু শয়তান আদমকে ধোকায় ফেলল। সে বলল, হে আদম, তোমাকে সেই গাছটি দেখাবো কি যা দ্বারা স্থায়ী জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়? শেষ পর্যন্ত তারা উভয়েই (আদম ও হাওয়া) সেই গাছের ফল খেলো। এর পরিণাম হলো এই যে, সহসা তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। আর উভয়ই নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগলো। আদম তার প্রভুর নাফরমানী করলো এবং সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।" সূরা 'ত্বাহা'র এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, শয়তান প্রথমে আদমকেই ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত উভয়কেই ধোঁকা দিয়েছিলো। কুরআন মজীদের কোন স্থানে আবার হযরত আদম ও হাওয়া উভয়কে একই সাথে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। যেমন সূরা আ'রাফের ২০, ২১ ও ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ. فَدَلّهُمَا بِغُرُوْرٍ. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ .....

"অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করলো, যাতে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিলো তা তাদের সামনে খুলে দেয়। সে (শয়তান) তাদেরকে বললো ঃ তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তাহলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে। আর সে শপথ করে তাদেরকে বললো, আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী। এইভাবে সে ধোঁকা দিয়ে তাদের উভয়কে ধোঁকার জালে বন্দী করে ফেললো। অবশেষে যখন তারা উভয়ে এই গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেলো এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের শরীর ঢাকতে শুরু করলো।"

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

৩৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে এ হাদীসটিও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলরা না হলে খাবারে পচন ধরতো না এবং গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না। আর হাওয়া না হলে কোন স্ত্রীলোক কখনো তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করতো না।

উনিশতম অধ্যায়

كتاب الطلاق

কিতাবুত্ তালাক

অনুচ্ছেদ ঃ ১

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তাকে তালাক দেয়া হারাম। এতদ্সত্ত্বেও কেউ যদি হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীকে 'রুজু' করার (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার) জন্য স্বামীকে আদেশ দেয়া হবে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

৩৫১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (জীবদ্দশায়) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলেন। তার পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি 'আবদুল্লাহকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে রুজু করে নেয়। এরপর পবিত্রতা লাভ করবে এবং পুনরায় ঋতুবতী হয়ে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। তারপর সে ইচ্ছা করলে তাকে রাখবে কিংবা স্পর্শ করার আগে তালাক দেবে। এই ইদ্দত গণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দিতে স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ «وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى» قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهٰذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللّٰهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .

৩৫১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার কোন এক স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করে নিজের কাছে রাখতে আদেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ এরপর সে তোমার কাছে থেকে পবিত্র হবে। এরপর আরও একটি হায়েজ এসে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। এরপর সে তাকে তালাক দিতে চাইলে পবিত্র থাকা অবস্থায় সহবাস করার পূর্বেই তালাক দিবে। এভাবে ইদ্দত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদের তালাক দান করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে 'রুমহ্' তার বর্ণনায় এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখনই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতেন তখনই তিনি তাদের যে কোন লোককে বলতেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে একবার বা দুইবার তালাক দিয়ে থাকলে (রুজু করার সুযোগ রয়েছে)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যদি তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে থাকো, তাহলে অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। আর এমতাবস্থায় তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করেছো। ইমাম মুসলিম বলেছেন যে, লাইস 'এক তালাক' কথাটি উল্লেখ করে অতি উত্তম কাজ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ

حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرٰى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا

৩৫১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম। আমার পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন। তিনি বললেন ঃ তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে (ফিরিয়ে নিতে) বলো। অতঃপর পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় নিজের কাছে (বাড়ীতে) রাখবে। পরে পুনরায় ঋতুবতী হওয়ার পর পবিত্র হলে সহবাস করার পূর্বেই হয় তাকে তালাক দেবে কিংবা স্ত্রী হিসাবে রেখে দেবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে এইভাবে 'ইদ্দত' হিসাব করার জন্য তালাক দিতে হুকুম করেছেন। অধস্তন রাবী 'উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) হায়েজ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে যে তালাক দিয়েছিলেন তার কি হয়েছিলো? তিনি বললেন ঃ তা এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিলো।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللّٰهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيُرَاجِعْهَا

৩৫১৮। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা ও ইবনে মুসান্না কর্তৃক 'উবায়দুল্লাহ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় 'উবায়দুল্লাহ নাফে'কে যে কথাটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তার উল্লেখ নেই। আর ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে "ফাল্‌ইয়ারজি'হা" সে যেন প্রত্যাহার করে। কিন্তু আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা তার বর্ণনায় "ফাল্‌ইউরাজি'হা" "সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

৩৫১৯। নাফে' থেকে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বিষয়টি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের কাছে (বাড়ীতে) রেখে আরো এক হায়েজ এসে তা থেকে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেয়। এর পরে যেন সে তার সাথে সংগম করার আগেই তালাক দেয়। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এভাবে 'ইদ্দত' পালনের জন্য স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন। নাফে' বলেন, এরপর আবদুল্লাহ ইবনে 'উমাকে (রা) কেউ যখন এমন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যে তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তখন তিনি বলতেন, যদি তুমি তাকে এক বা দুই তালাক দিয়ে থাক, তাহলে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। তারপর তাকে নিজের কাছে (বাড়ীতে) রেখে পুনরায় এক হায়েজ অতিবাহিত হয়ে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দিতে আদেশ করেছেন। এর পর সহবাস করার পূর্বেই তালাক দিতে বলেছেন। আর যদি তুমি তাকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে থাক তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি তা অমান্য করেছো। আর তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

حَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللّٰهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫২০। আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলাম। আমার পিতা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাকে তার স্ত্রীকে ‘রুজু’ করতে বলো। এমনকি যে হায়েজ অবস্থায় তাকে তালাক দেয়া হয়েছে সে হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর আরেকবার হায়েজ আসবে, অতঃপর প্রয়োজন মনে করলে হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর এবং সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করবে। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এভাবে ‘ইদ্দত’ পালনের সুযোগ দিয়ে তালাক দিতে হুকুম করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে এক তালাক দিয়েছিলেন এবং তা এক তালাক বলেই গণ্য করা হয়েছিলো। পরে আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রীকে ‘রুজু’ করেছিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِى طَلَّقْتُهَا

৩৫২১। যুহরী থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো আছে– নাফে’ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) বলেছেন ঃ আমি

আমার স্ত্রীকে 'রুজু' করেছিলাম। আর যে এক তালাক আমি তাকে দিয়েছিলাম তা ঐভাবেই অর্থাৎ এক তালাক হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিলো।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ «وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ» قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ «مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ» عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً

৩৫২২। আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে বলো। পরে যেন সে তাকে পবিত্র অবস্থায় কিংবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ «وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ» حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ

৩৫২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে আদেশ করো। এরপর সে পবিত্র হবে এবং আরেকবার হায়েজ এসে পুনরায় পবিত্র হবে। তখন সে তাকে তালাক দেবে অথবা স্ত্রী হিসেবে রেখে দেবে।

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ

أَنَّهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِىَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لاَ أَتَّهِمُهُمْ وَلاَ أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِىَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

৩৫২৪। ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (রাবী হিসাবে) অপবাদমুক্ত এক ব্যক্তি বিশ বছর ধরে আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করে যে, ইবনে ‘উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছিলেন এবং তাকে ‘রুজু’ করতে (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে) আদেশ করা হয়েছিলো। আমি তাদেরকে (রাবীদের) অপবাদও দিলাম না এবং হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেও স্বীকার করে নিতে পারলাম না। এ অবস্থায় আমি আবু গাল্লাব ইউনুস ইবনে জুবাইর বাহেলীর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমারকে (রা) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রা) তাকে বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীকে ‘রুজু’ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি (আবু গাল্লাব) বলেন, আমি তাকে (আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই তালাকটি কি হিসাবে ধরা হয়েছিল? তিনি বললেন, কেন নয়, আমি কি সাহায্যহীন অথবা নির্বোধ ছিলাম?

টীকা ঃ অর্থাৎ আমার এ তালাক ইসলামের সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল না। তাই আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য ছিলাম। এবং আমার দেয়া তালাকটি এক তালাকে রজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) হিসেবে গণ্য হয়।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ

৩৫২৫। আইউব থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আছে ঃ “উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বিষয়টি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ‘রুজু’ করতে আদেশ করলেন।”

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِى قُبُلِ عِدَّتِهَا

৩৫২৬। আইউব থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে বলা হয়েছে– 'উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রুজু করে পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করে তালাক দেয়ার আদেশ করলেন। তিনি আরও বললেন ঃ 'ইদ্দত' শুরু করার সুযোগ দিয়ে তালাক দিবে।

وَحَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّوْرَقِىُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

৩৫২৭। ইউনুস ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি হায়েজ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিলে এর হুকুম কি? তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে চেন? সে তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তাই তার পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে 'রজু' করতে আদেশ করলেন যাতে সে (স্ত্রী) প্রথম থেকেই 'ইদ্দত' শুরু করতে পারে। ইউনুস বলেন, আমি তাকে বললাম, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে কি ঐ তালাক হিসাবে ধরা হবে? 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বললেন ঃ চুপ করো! কেন হবে না, সে কি অক্ষম হয়ে পড়েছে না, নির্বোধ হয়ে গিয়েছে? [এ কথা বলে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) নিজের প্রতিই ইংগিত করলেন।]

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

৩৫২৮। ইউনুস ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলাম। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যেন এ অবস্থায় তার স্ত্রীকে 'রুজু' করে। অতঃপর যখন সে পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। ইউনুস বলেন অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কি হিসাব করা হবে? তিনি বললেন ঃ কেন, বাধা কোথায়? তুমি কি মনে করো সে অক্ষম বা নির্বোধ হয়ে গিয়েছে?

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

৩৫২৯। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা)-কে তার সেই স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাকে তিনি হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি তাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম। পরে বিষয়টি (আমার পিতা) 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বললাম। তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন। তিনি বললেন ঃ তাকে (আবদুল্লাহকে) 'রুজু' করতে আদেশ করো। অতঃপর সে (স্ত্রী) হায়েজ থেকে পবিত্র হলে যেন তাকে তালাক দেয়। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন ঃ আমি তাকে 'রুজু' করেছিলাম এবং পরে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম। আমি (আনাস) বললাম, হায়েজ অবস্থায় আপনি যে

তালাক দিয়েছিলেন তা কি তালাক হিসাবে গণনা করেছিলেন ঃ তিনি বললেন ঃ আমার কি হয়েছে যে, আমি তা গণনা করবো না? আমি অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম, না নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলাম।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه .

৩৫৩০। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ আমি আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলাম। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন ঃ তাকে (আবদুল্লাহ) তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে বলো। অতঃপর পবিত্র হলে তাকে তালাক দিবে। আনাস ইবনে সিরীন বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে বললাম ঃ আপনি আপনার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় যে তালাক দিয়েছিলেন তা কি হিসাবে ধরা হয়েছিলে? তিনি বললেন ঃ চুপ করো, তা হবেনা কেন?

وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد ابن الحارث ح وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فمه

৩৫৩১। শো'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে– আনাস ইবনে সিরীন বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে (রা) বললাম ঃ আপনি হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাকও গণনা করে থাকেন? তিনি বললেন, কেন নয়?

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر

قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ «لِأَبِيهِ»

৩৫৩২। ইবনে তাউস থেকে তার পিতা তাউসের সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। তিনি তার সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের (রা) কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে চিন? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমারই তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবনে তাউস বলেন, আমি আমার পিতার কাছ থেকে এর অতিরিক্ত কিছু শুনিনি।

وحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ «مَوْلَى عَزَّةَ» يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

৩৫৩৩। আবুয্ যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয্যার আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবনে আয়মানকে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো? 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমারকে আবদুর রহমান ইবনে আয়মানের এ প্রশ্ন করার সময় আবুয্ যুবাইর সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তা শুনছিলেন। জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমার) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েজ

অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চাইলেন। তিনি (উমার) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ "সে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করবে।" অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) তার স্ত্রীকে 'রুজু' করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ "যখন তার স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হবে তখন সে তাকে তালাক দিতে পারে কিংবা ইচ্ছা করলে স্ত্রী হিসেবেও রাখতে পারে"। আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেন, এই কথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে নবী, (তুমি বলো) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদের 'ইদ্দত' পালনের জন্য তালাক দাও।"

وحدثني هرون بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة .

৩৫৩৪। হারুন ইবনে 'আবদুল্লাহ, আবু 'আসেম, ইবনে জুরাইজ, আবুয্ যুবায়ের আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن «مولى عروة» يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة «قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة»

৩৫৩৫। এ সূত্রেও হাজ্জাজ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বর্ণনার কিছুটা বাড়তি তথ্য আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

তিন তালাক দেওয়া।

حدثنا إسحق بن ابراهيم ومحمد بن رافع «واللفظ لابن رافع» قال إسحق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس

قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

৩৫৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, আবু বাক্‌রের পুরো খেলাফতকালে এবং ‘উমারের খেলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসাবে গণ্য করা হত। (অর্থাৎ একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে এক তালাক হতো)। কিন্তু পরে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ যে বিষয়ে লোকদের চিন্তাভাবনা করে কাজ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়ে তারা তাড়াহুড়ো করছে। সুতরাং আমরা যদি তা তাদের ওপর চাপিয়ে দেই তাহলে সে তাদের ওপর চাপাবে। এরপর তিনি এই হুকুম জারী করলেন। (অর্থাৎ পূর্বে যেখানে একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হতো এখন তা তিন তালাক বলেই গণ্য হবে)।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

৩৫৩৭। আবুস্‌ সাহ্‌বা থেকে বর্ণিত। তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাসকে (রা) বললেন ঃ আপনি কি জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে, আবু বাক্‌রের পুরো খেলাফতকালে এবং ‘উমারের খেলাফত যুগের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত এক সাথে তিন তালাক প্রদানকে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো? ‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ

لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم

৩৫৩৮। তাউস থেকে বর্ণিত। আবু সাহ্বা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, আপনার জানা তথ্য সম্পর্কে আমাদেরকে আলোকপাত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে এবং আবু বাক্রের খেলাফতকালে কি একই সময় দেয়া তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো না? ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই ছিলো। কিন্তু 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খেলাফতকালে লোকেরা অনবরত একসাথে তিন তালাক দিতে থাকলে তিনি এর অনুমতি প্রদান করলেন। (অর্থাৎ তখন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, কেউ একসাথে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে তা তিন তালাক বলেই গণ্য করা হবে।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং জমহুরের মতে, একই সময় তিন তালাক দিলে তা তিন তালাক বলেই গণ্য হবে। শিয়া সম্প্রদায়, যাহেরী মাযহাব এবং তাউস ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে একত্রে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক বলে গণ্য হবে। উভয় মতের সমর্থনেই হাদীস বর্তমান রয়েছে। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা তালাকের ব্যাখ্যা দেখুন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

তালাকের নিয়ত ছাড়া কেউ যদি তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম বলে উক্তি করে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام «يعني الدستوائي» قال كتب الي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

৩৫৩৯। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে কেউ তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম বললে সে ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বলতেন, এটা কসম বা শপথ করা হয়েছে। এ জন্য শপথকারীকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলতেন, "লাকাদ্ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা– তোমাদের জন্য আল্লাহর

রাসূলের জীবনে অবশ্যই অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

টীকা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজের স্ত্রীকে হারাম করে নেয় অর্থাৎ স্ত্রীকে যদি বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, তাহলে এর ফলাফল সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ীর (রহ) মত হলো, এ কথা বলা দ্বারা সে যদি তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে তালাক হয়ে যাবে, যদি যিহারের নিয়ত করে থাকে তাহলে যিহার হবে, আর যদি এরূপ নিয়ত করে থাকে যে, তালাক ছাড়াই সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে তাহলে আপত্তিকর কথা বলার কারণে তাকে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। কিন্তু তা কসম বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি কোন নিয়ত না করে থাকে তাহলে তা বেহুদা ও অনর্থক কথা বলে বিবেচিত হবে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ «يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ» عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

৩৫৪০। সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে তার ওপর হারাম করে নেয় (অর্থাৎ বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম) তখন তা শপথ বা কসম বলে গণ্য হয়। এ জন্য তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। একথা বলে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "লাকাদ্‌ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উস্‌ওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ تَتُوبَا «لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ» وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا «لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا»

৩৫৪১। 'উবায়েদ ইবনে 'উমায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে অবস্থান করতেন এবং তাঁর ঘরে মধু পান করতেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এবং হাফসা (রা) উভয়ে এই মর্মে একমত হলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন সে তাঁকে বলবে, আপনার নিকট থেকে আমি মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি– আপনি মাগাফির খেয়েছেন? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কোন একজনের কাছে গেলে তিনি তাঁকে ঐ কথা বললেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, আমি মাগাফির খাইনি। বরং আমি যয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে মধু পান করেছি। যাই হোক, আর কোন দিন আমি মধু পান করবো না। (এ কথা বলে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করলে) এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

"(হে নবী,) আল্লাহ তা'আলা যা আপনার জন্য হালাল করেছেন আপনার স্ত্রীদের সন্তোষ লাভ করতে তা নিজের জন্য আপনি কেন হারাম করে নিয়েছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আল্লাহ তোমাদের নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হতে বাঁচার পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহই তোমাদের মাওলা, অভিভাবক, আর তিনি সর্ব পরিজ্ঞাত ও কৌশলময় জ্ঞানী। নবী যখন একটি কথা তাঁর এক স্ত্রীর কাছে অতি সংগোপনে বললেন, পরে সে ঐ গোপন কথা প্রকাশ করেছিলো। আর আল্লাহ তাআলা এই (গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার) বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী এই বিষয়ে তার স্ত্রীকে কতকটা সর্তক করে দিয়েছিলেন আর কতকটা কথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে তিনি (নবী) যখন তাকে (স্ত্রীকে) এই (গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার) বিষয়টি বললেন, তখন নবীর সেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, কে আপনাকে এ বিষয়টি বলে দিলো? তিনি বললেন ঃ আমাকে এমন এক সত্তা বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন যিনি সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত এবং সব কিছু অবহিত। তোমরা দুইজন যদি আল্লাহর নিকট তওবা করো (তাহলে তোমাদের জন্য তা উত্তম)। কারণ, তোমাদের দিল সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গেছে।"– এই কথাগুলো 'আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আর "ওয়া আসররান নাবিয়ু ইলা বা'দি আযওয়াযিহি হাদীসা অর্থাৎ নবী যখন তাঁর স্ত্রীর কাছে গোপনে একটি কথা বললেন"– কথাটি তাঁর কথা 'বাল্ শারিবতু আসালান' 'বরং আমি তো মধু পান করেছি'– কথাটি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيحُ «وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ» فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذٰلِكَ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَاصَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي . قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا سَوَاءً

৩৫৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি এবং মধু পছন্দ করতেন। আসরের নামাযের পর তিনি সব স্ত্রীর কাছে যেতেন এবং তাদের নিকটবর্তী হতেন। একদিন তিনি হাফসার কাছে গেলেন এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে যতক্ষণ অবস্থান করেন তার চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে আমাকে বলা হলো, হাফসার গোত্রের কোন এক মহিলা তার জন্য এক পাত্র মধু উপহার পাঠিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত

নিলাম এ ব্যাপারে আমি একটি ফন্দি খাটাবো। বিষয়টি আমি সাওদার (রা) কাছে বললাম। তাকে শিখিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে গেলে নিশ্চয় তোমার নিকটবর্তী হবেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? জবাবে হয়ত তিনি বলবেন ঃ না, আমি মাগাফির খাইনি। তখন তাঁকে বলবে, তাহলে এই গন্ধ পাচ্ছি কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কেউ দুর্গন্ধ অনুভব করুক তা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। জবাবে তিনি তোমাকে বলবেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি বলবে ঃ হয়তো মৌমাছি 'উরফুত অর্থাৎ মাগাফিরের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। আমার কাছে আসলে আমিও তাঁকে এই কথাই বলবো। আর সাফিয়া তুমিও তাঁকে এ কথাই বলবে।

অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদার কাছে গেলেন, 'আয়েশা বর্ণনা করেছেন, সাওদা বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই! হে আয়েশা, তুমি আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিলে আমি প্রায় বাইরে গিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দরজার কাছে ছিলেন। আর তোমার ভয়েই এভাবে তাড়াহুড়া করে কথাটি বলার চেষ্টা করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল, আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ না। সাওদা (রা) বললেন ঃ তাহলে এই দুর্গন্ধটা কিসের? নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছেন। একথা শুনে সাওদা (রা) বললেন, মৌমাছি 'উরফুত বা মাগাফিরের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার (আয়েশা) কাছে আসলেন আমিও তাকে ঐ কথাই বললাম। পরে তিনি সাফিয়ার কাছে গেলে সাফিয়াও তাঁকে ঐ কথা বললো।

পরবর্তী সময়ে আবার তিনি হাফসার কাছে গেলে হাফসা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আপনাকে ঐ জিনিস (মধুর শরবত) পান করাবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, আমার আর তাতে প্রয়োজন নেই। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ সাওদা (রা) বলতে থাকলো, সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর জন্য তা হারাম করে দিলাম। (অর্থাৎ আমাদের ফন্দির কারণে তিনি মধুর শরবত পান করা ছেড়ে দিলেন।) আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন সাওদাকে বললাম ঃ চুপ করো। 'আবু ইসহাক ইবরাহীম হাসান ইবনে বিশরের মাধ্যমে আবু উসামার মাধ্যমে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৫৪৩। সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আলী ইবনে মিসহার ও হিশাম ইবনে উরওয়ার মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বাস্তবিকই তালাক দেয়ার নিয়াত না করে স্ত্রীর কাছে তালাক দেয়ার অভিমত ব্যক্ত করলেই তাতে তালাক কার্যকর হয় না।

وحدثنى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ

৩৫৪৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদের এখতিয়ার দেয়ার (আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া কিংবা দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী গ্রহণ করে রাসূলের নিকট থেকে বিদায় নেয়ার) নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে যাচ্ছি। তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়া করো না। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন, আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আদেশ বা পরামর্শ কখনো দেবেন না। এ কথা বলার পর তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো ঃ যদি দুনিয়ার জীবন এবং তার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে তা দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের জীবন পেতে চাও তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা 'মুহসিনা' বা সৎকর্মশীলা, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"। (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ঃ ২৮-২৯)

'আয়েশা (রা) বলেন ঃ আয়াত শুনে আমি বললাম ঃ এর মধ্যে আবার কোন্ বিষয় সম্পর্কে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের জীবনকেই চাই। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি যে রূপ করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সব স্ত্রীও তাই করলেন।

حدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي

৩৫৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে নবী, তোমাকে এই এখতিয়ার দেয়া হচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখো আর যাকে চাও নিজের কাছে রাখো"– এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর পালার দিন আমাদের কাছে অনুমতি চাইতেন। মু'আয আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে অনুমতি চাইলে আপনি কি বলতেন? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বলতাম ঃ এটা যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপারে হতো তাহলে আমার নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম না।

وحدثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৫৪৬। হাসান ইবনে 'ঈসা, ইবনুল মুবারক, 'আসেমের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحي بن يحي التميمي أخبرنا عبثر عن اسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا

৩৫৪৭। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (তাঁর সাথে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমরা এই এখতিয়ার প্রদানকে তালাক হিসেবে গণ্য করিনি।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا

৩৫৪৮। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে একবার, একশ'বার কিংবা এক হাজার বার এখতিয়ার দিতেও পরোয়া করি না– যদি সে আমাকেই পছন্দ করে। আমি আয়েশাকে (রা) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের এখতিয়ার দিয়েছিলো। তাই বলে কি তা তালাক হয়ে গিয়েছিলো?"

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا

৩৫৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের এখতিয়ার প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু তা তালাক বলে গণ্য হয়নি।

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا

৩৫৫০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (তার স্ত্রীদের) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আমরা সেটি গ্রহণও করেছিলাম। কিন্তু তা তালাক বলে গণ্য করা হয়নি।

حدثنا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب

قال يحي أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق

عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا

৩৫৫১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু (এই এখতিয়ার গ্রহণকে) তিনি কিছুই গণ্য করেননি।

وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا الأعمش عن إبراهيم

عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله

৩৫৫২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحق حدثنا أبو الزبير

عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد

الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن

فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن

شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني

النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي

كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها

كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده فقلن والله لانسأل

رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين

ثم نزلت عليه هذه الآية ياأيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا

عَظِيمًا قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَتَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَتُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِى قُلْتُ قَالَ لاَتَسْأَلُنِى امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

৩৫৫৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আবু বাক্‌র (রা) দেখলেন, লোকজন তাঁর বাড়ীর দরজায় বসে আছে। তাদের কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। রাবী বলেন, আবু বাক্‌রকে (রা) অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। এরপর 'উমার (রা) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকেও অনুমতি দেয়া হলো। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। আর তাঁর চারদিকে তাঁর স্ত্রীগণ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে আছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা জাবির ইবনে রাবী বলেন, 'উমার (রা) মনে মনে বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা বলব যা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাতে পারি। তাই তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনি দেখতেন, খাদিজার কন্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে ভরণ-পোষণ চাচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে তার গলা টিপে ধরতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন ঃ তারা কিভাবে আমাকে চারদিকে ঘিরে ধরে খরচপত্র দাবী করছে তাতো দেখতেই পাচ্ছো। অতএব আবু বাক্‌র (রা) আয়েশার গলা টিপে ধরার জন্য তার দিকে অগ্রসর হলেন। আর 'উমার (রা) হাফসার গলা টিপে ধরার জন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তারা উভয়ে বলছিলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন জিনিস দাবী করছো যা তাঁর কাছে নেই। তখন তারা (আয়েশা ও হাফসা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা কখনো রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন জিনিস চাইবো না, যা তাঁর সাধ্যের বাইরে। এই ঘটনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকলেন। এরপর তাঁর প্রতি আয়াত নাযিল হলো ঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, তোমরা যদি দুনিয়া এবং এর চাকচিক্য ও ভোগ-সামগ্রী চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের তা দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দিই।

আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের জীবন পেতে চাও তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা মুহসিনা বা সৎকর্মশীলা তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছেন" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ২৮, ২৯)।

আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে 'আয়েশার (রা) নিকট থেকে এর হুকুম তামিল করা শুরু করলেন। তিনি 'আয়েশাকে বললেন, হে 'আয়েশা, আমি তোমার কাছে একটি বিষয় ভেবে দেখার জন্য পেশ করছি। আমি চাই তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল বিষয়টি কী? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত আয়াত পাঠ করে শুনালেন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি কি আপনার (সাথে থাকা বা না থাকার) ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করবো? বরং আমি আল্লাহকে, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আর আমি আপনাকে একটি বিষয়ে অনুরোধ করবো যে, আমি যা বললাম, তা আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে জানাবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে তাহলে তাকে আমি অবশ্যই বলবো। কেননা ঃ মহান আল্লাহ আমাকে কঠোর ও কঠিন হৃদয় করে পাঠাননি বরং সহজভাবে শিক্ষাদানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।"

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِى خِزَانَتِه فِى الْمَشْرُبَة فَدَخَلْتُ فَاِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُول
اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّة الْمَشْرُبَة مُدَلٍّ رِجْلَيْه عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ
جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْه رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَارَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِى عِنْدَكَ
عَلَى رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَة ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ
قُلْتُ يَارَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِى عِنْدَكَ عَلَى رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَة ثُمَّ
نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِى فَقُلْتُ يَارَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِى عِنْدَكَ عَلَى رَسُول اللّٰه
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاِنِّى أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّى جِئْتُ مِنْ أَجْلِ
حَفْصَةَ وَاللّٰه لَئِنْ أَمَرَنِى رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا
وَرَفَعْتُ صَوْتِى فَأَوْمَأَ إِلَىَّ أَنْ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْه إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْه غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ
فِى جَنْبِه فَنَظَرْتُ بِبَصَرِى فِى خِزَانَة رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ
نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِى نَاحِيَة الْغُرْفَة وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ قَالَ
مَا يُبْكِيكَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰه وَمَالِى لاَأَبْكِى وَهٰذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِى جَنْبِكَ
وَهٰذِه خِزَانَتُكَ لاَأَرَى فِيهَا إِلاَّ مَاأَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِى الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ
رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهٰذِه خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ أَلاَ تَرْضَى أَنْ
تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْه حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِى وَجْهِه
الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰه مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَاِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ
وَمَلاَئِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ

وَأَحْمَدُ اللّٰهَ بِكَلَامِ الَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلٰى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصٰى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتّٰى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتّٰى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلٰى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذٰلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ

৩৫৫৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় তাঁর স্ত্রীদের নিকট থেকে দূরে সরে ছিলেন সেই সময় আমি একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম লোকজন সবাই ভারাক্রান্ত মনে নুড়ি পাথর নাড়াচাড়া করছে। তারা বলাবলি করছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এটি ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। ‘উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, সেদিনের অবস্থা আমি অবশ্যই জানাবো। তাই আমি ‘আয়েশার কাছে গিয়ে বললাম, হে আবু বাক্‌রের কন্যা, তোমাদের আচরণ কি এতদূর সীমা অতিক্রম করেছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছ?

এ কথা শুনে 'আয়েশা আমাকে বললো ঃ হে খাত্তাবের পুত্র, আমার কাছে আপনার বা আপনার কাছে আমার কি প্রয়োজন? নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে তা সংশোধন করা আপনার কর্তব্য (অর্থাৎ নিজের কন্যা হাফসার খবর নিন। সেও তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই আচরণ করছে।) উমার (রা) বলেন, এরপর আমি নিজ কন্যা হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বললাম ঃ হে হাফসা, তোমার আচরণ এতদূর সীমালংঘন করেছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছ? আল্লাহর শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। আমি না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন। এ কথা শুনে হাফসা খুব করে কাঁদলো। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন! সে বললো, তিনি এখন চিলেকোঠায় আছেন।

আমি সেখানে যাওয়ার জন্য বের হলাম। কিন্তু দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম রাবাহ একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর দুই পা ঝুলিয়ে দরজার চৌকাঠে বসে আছে। এটি ছিল খেজুরের একটি মরা শাখা যার উপর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে উঠতেন এবং নীচে নামতেন। আমি রাবাহকে ডাকলাম, হে রাবাহ, আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবো। রাবাহ কক্ষের দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে তাকালো কিন্তু কিছুই বললো না। আমি পুনরায় ডেকে বললাম ঃ হে রাবাহ, আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে চাই। (এ কথা শুনে) রাবাহ একবার কক্ষটির দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে তাকালো, কিন্তু কিছুই বললো না। তখন আমি উচ্চস্বরে ডেকে বললাম, হে রাবাহ, আমার জন্য অনুমতি চাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে চাই। কেননা, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করে নিয়েছেন যে, আমি হাফসার কারণে তাঁর কাছে এসেছি। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে হাফসার ঘাড় কাটতে হুকুম দেন তাহলে আমি অবশ্যই তার ঘাড় কেটে ফেলব (হত্যা করব)। আমি উচ্চস্বরে কথা বললাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে (সিঁড়ি বেয়ে) উপরে উঠার জন্য ইশারা করলো। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি একখানা চাটাইয়ের উপর শায়িত ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন তাঁর বস্ত্রখানা টেনে উপরে তুললেন। সেই সময় তাঁর আর কোন কাপড় ছিল না। দেখলাম তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। আমি দৃষ্টি তুলে তাঁর খাদ্যদ্রব্যের পাত্র দেখলাম। তাতে প্রায় এক ছা' মাত্র যব ছিলো। আর কক্ষের এক কোনায় বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দ্বারা

চামড়া পাকা করা হতো) পড়ে ছিলো। আর একটি আধা পাকা চামড়া এক জায়গায় লটকানো ছিলো। 'উমার (রা) বলেন, এই অবস্থা দেখে আমার চোখদুটি অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো। তা দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাত্তাবের পুত্র তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি কাঁদবো না কেন? দেখতি পাচ্ছি আপনার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে। আর আপনার খাদ্যদ্রব্যের পাত্রে যা দেখলাম তা তো দেখলামই (এই হলো আপনার অবস্থা)। ওদিকে কায়সার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ফলমূল ও নদী-নালার মধ্যে থেকে আরামে জীবন যাপন করছে। আর আপনি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর মনোনীত পয়গাম্বর হওয়ার পরও আপনার খাদ্য ভাণ্ডার যা দেখলাম– তা এই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি কি এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্দিষ্ট থাকুক আর তাদের জন্য দুনিয়া? আমি বললাম, হ্যাঁ।

'উমার (রা) বলেন, আমি যখন প্রবেশ করেছিলাম তখন তাঁর চেহারায় রাগের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীদের পক্ষ থেকে আপনি অসুবিধায় পড়েছেন? আপনি তাদের তালাক দিয়ে থাকলে মহান আল্লাহ আপনার সাথে আছেন এবং তাঁর ফেরেশতাকুল, জিবরাঈল, মিকাইল, আমি ('উমার), আবু বাক্‌র এবং সমস্ত ঈমানদারগণও আপনার সাথে আছে। (তিনি বলেন) আমি আল্লাহর তা'আলার প্রশংসা করি। আমি যখনই কোন কথা বলেছি আর আল্লাহ তা'আলা তা সমর্থন করবেন বলে আশা করেছি তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা তা সমর্থন করেছেন। তাই এর (আমার এই কথা বলার) পরে "এখতিয়ার প্রদান" সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো ঃ

অসম্ভব নয় যে, তিনি যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দেবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। তারা বিধবা হোক বা কুমারী– তারা হবে সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যশীল, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী এবং রোযাদার। আর যদি নবীর মোকাবিলায় তোমরা সংবদ্ধ হও, তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ তার প্রভু। তারপর জিবরাঈল ও সমস্ত ঈমানদার লোক, সব ফেরেশতা তার সংগী ও সাহায্যকারী।

'আয়েশা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) ও হাফসা বিনতে 'উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরাপর স্ত্রীদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন (খোরপোষের দাবীতে তাদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন)। 'উমার (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি তাদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি মসজিদে প্রবেশ করছিলাম। তখন দেখলাম মুসলমানরা ভারাক্রান্ত মনে নুড়ি

পাথর নাড়াচাড়া করছে আর বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আমি কি নীচে গিয়ে তাদের বলব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তালাক দেন নি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। আমি এভাবে তাঁর সাথে কথা বলতে থাকলাম। অবশেষে তাঁর চেহারা থেকে রাগের ছাপ দূরীভূত হলো। তিনি তখন সামনের দাঁত বের করে হেসে ফেললেন। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম দাঁত বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করলেন। আমি শুকনো খেজুরের শাখা ধরে নীচে নামলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে হাত স্পর্শ না করেই এমনভাবে নামলেন যেন মাটির উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি বললাম! হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কুঠরির মধ্যে উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। তিনি বললেন ঃ উনত্রিশ দিনেও তো মাস হয়। এরপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

যখনই নিরাপত্তামূলক বা ভীতিকর কোন খবর তাদের কাছে আসে তারা তখনই তা প্রচার করে দেয়। অথচ যদি তারা এই খবরটি আল্লাহর রাসূল এবং তাদের দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দিত তাহলে বিষয়টি তারাই জানতে পারতো, যাদের এ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা আছে।

‘উমার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এই বিষয়টি থেকে আমিই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আর আল্লাহ তা'আলা এক্ষেত্রেও যে আয়াত নাযিল করেছিলেন তা আমার রায় বা সিদ্ধান্তের অনুকূলে ছিল।

حدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ

أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنَّ عِنْدِى مِنْ عِلْمٍ
فَسَلْنِى عَنْهُ فَاِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ
أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَاقَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِى أَمْرٍ أَئْتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِى
امْرَأَتِى لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هٰهُنَا وَمَا تَكَلُّفُكِ فِى أَمْرٍ
أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِى عَجَبًا لَكَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَاِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ فَآخُذُ رِدَائِى ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِى حَتَّى
أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَابُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللّٰهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّى أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ
اللّٰهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَابُنَيَّةُ لَاتَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِى قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِى مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِى
أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِى كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَبْتَغِى أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَذَتْنِى أَخْذًا كَسَرَتْنِى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ
فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِى صَاحِبٌ مِنَ الْاَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِى بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ
أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ
اِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِى الْأَنْصَارِىُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحِ افْتَحْ
فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِىُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ
فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِى فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى اِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ

عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ فَأْذَنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَانَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُوراً وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُباً مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ انَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الآخِرَةُ

৩৫৫৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করবো বলে এক বছর যাবত অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তাঁর গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে আমি তা করতে সক্ষম হলাম না। অবশেষে একবছর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলে আমিও তার সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ শেষে ফেরার সময় আমরা কোন একটি রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে যখন একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন, আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসলে আমি পুনরায় তার সাথে চলতে থাকলাম। আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দুই স্ত্রী কে কে যারা তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। 'উমার (রা) বললেন ঃ তারা ছিলো হাফসা এবং 'আয়েশা। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে এ বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো বলে এক বছর পূর্ব থেকে ইচ্ছা পোষণ করে আসছি কিন্তু আপনার গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ভয়ে তা পারিনি। এ কথা শুনে উমার বললেন ঃ এরূপ করবে না। কোন বিষয় সম্পর্কে যদি তুমি মনে করো যে, আমি তা জানি তাহলে সে সম্পর্কে অকপটে জিজ্ঞেস করবে। তা যদি আমার জানা থাকে তাহ্‌লে তোমাকে তা অবহিত করবো। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, তারপর 'উমার বললেন, পূর্বে তো আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে ছিলাম। আমরা মেয়েদের কোন গুরুত্বই দিতাম না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা (স্পষ্ট) বিধানাবলী নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য পালা বণ্টন করে দিলেন। 'উমার (রা) বলেন, একদিন আমি একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। তখন আমার স্ত্রী বললেন ঃ এভাবে এভাবে করলেই তো হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম এতে তোমার কি প্রয়োজন? আমার কাজে তোমার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? সে তখন আমাকে বললো ঃ হে খাত্তাবের পুত্র, আপনার কথা

শুনে বিস্ময় লাগে। আপনার কথার জবাব দেয়া হোক তা আপনি চান না। অথচ আপনার কন্যা (হাফসা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার তাৎক্ষণিক জবাব দিয়ে থাকে। এমনকি এ কারণে তাঁর সারাটা দিন মনোকষ্টে কেটে যায়।

'উমার বলেন, আমি আমার চাদরখানা নিলাম এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে হাফসার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। হাফসাকে বললাম ঃ প্রিয় বেটি, তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সাথে কথা কাটাকাটি করো যে জন্য তিনি সারা দিনভর অসন্তুষ্ট থাকেন? হাফসা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। তখন আমি বললাম ঃ জেনে রাখো, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর গযব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। হে প্রিয় বেটি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা এবং নিজের রূপ ও সৌন্দর্য যাকে (আয়েশার প্রতি ইংগিত) অভিভূত করে রেখেছে তার আচরণ দেখে তুমি যেন প্রতারিত না হও।

এরপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে উম্মুল মু'মিনীন 'উম্মু সালামার (রা) কাছে গেলাম। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আমি এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বললাম। জবাবে উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, কি আশ্চর্য? আপনি সব কাজেই হস্তক্ষেপ করে থাকেন। এমনকি এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছেন? 'উমার (রা) বলেন ঃ উম্মু সালামা (রা) আমাকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, তাঁকে পরামর্শ হিসেবে বলার জন্য যে কথাগুলো আমার মনে উদয় হয়েছিলো তা থেকে তিনি আমাকে নিবৃত্ত করে ফেললেন। আমি তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম।

আমার এক আনসারী বন্ধু ছিলো। আমি যখন নবীর (সা) মাহফিলে অনুপস্থিত থাকতাম তখন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং ফিরে এসে আমাকে সব খবর বলতেন। ঠিক ঐ সময় আমরা গাসসানের বাদশাহ সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আমরা এই ভয়ে শংকিত ছিলাম। আমাদের মনে এ চিন্তাটিই সব সময় ছিল। একদিন আমার আনসারী বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, খোলো খোলো। আমি বললাম ঃ কি ব্যাপার! গাস্সানীরা এসে পড়েছে? তিনি বললেন ঃ না, বরং তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের ছেড়ে নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করেছেন। তখন আমি বললাম ঃ হাফসা ও আয়েশার জন্য দুর্ভাগ্য।

এরপর আমি আমার কাপড়-চোপড় নিয়ে বের হলাম এবং পৌঁছে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চিলেকোঠা ঘরে অবস্থান করছেন। একটি খেজুরের গুঁড়ির ওপর দিয়ে তিনি এই কোঠায় উঠতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়োজিত এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক সিঁড়ির গোড়ায় পাহারারত ছিল। আমি

বললাম ঃ আমি 'উমার (প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছি)। আমাকে অনুমতি দেওয়া হল। 'উমার বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবকথা খুলে বললাম। আমি যখন উম্মু সালামার কথা বললাম, তখন তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। তখন তিনি একখানা চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন কাপড় ছিলো না। কিংবা চাটাইয়ের উপরও কোন বিছানা ছিল না। তাঁর মাথার নীচে ছিল খেজুর ছালে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। তাঁর পায়ের কাছে বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়া পাকা করা হয়) গাদা করা ছিল। আর মাথার কাছে কাঁচা চামড়া লটকানো ছিলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) এবং কায়সার (রোমান সম্রাটের উপাধি) যে রূপ প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসে ডুবে আছে তা তো দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে এই অবস্থা? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (হে 'উমার) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, দুনিয়া তাদের জন্য হোক আর আখিরাত তোমার জন্য হোক?

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن

৩৫৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমারের (রা) সাথে পথ চলছিলাম। যখন আমরা মাররুয্ যাহ্রানে পৌঁছলাম... এ হাদীসটি বিস্তারিত আকারে সুলাইমান ইবনে বিলাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই হাদীসে আছে, "আমি 'উমারকে (রা) বললাম ঃ তাঁর সেই দুইজন স্ত্রী সম্পর্কে অবহিত করুন। 'উমার (রা) বললেন ঃ তারা দুইজন হলো, হাফসা ও উম্মু সালামা (রা)। এই সনদে বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হয়েছে– 'উমার (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার কাছে গেলাম এবং প্রত্যেক ঘরেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। এতে আরো আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন। তবে ঊনত্রিশ দিন পূর্ণ হলেই তিনি কুঠরী থেকে নেমে স্ত্রীদের কাছে গেলেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب والللفظ لأبي بكر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني باداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة

৩৫৫৭। 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আযাদকৃত দাস উবাইদ ইবনে হুনায়েন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দুইজন স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধে সলাপরামর্শ করে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গী হলাম। মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন এবং আমাকে বললেন ঃ এক পাত্র পানি আন। আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে ফিরে আসলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তখন আমি বিষয়টি স্মরণ করলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! সেই দু'জন স্ত্রীলোক কে ছিলেন যারা... আমি আমার কথা শেষ না করতেই তিনি বললেন ঃ তারা ছিলো 'আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن

أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا قَالَ عُمَرُ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لاَ تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ «يُرِيدُ عَائِشَةَ» قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي

ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ
مِنْ ذٰلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ
قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى
حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي هَاهُوَ ذَا
مُعْتَزِلٌ فِي هٰذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ
قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَاِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ
يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ
ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَاِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ
فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ
حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ
اللّٰهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا
فَاِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَاتُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ
ذٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَدْ دَخَلْتُ
عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَايَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ
فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللهِ مَارَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أُهُبًا ثَلاَثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ
يَارَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لاَيَعْبُدُونَ اللهَ فَاسْتَوَى
جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لاَيَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ
حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ
أَقْسَمْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَتَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي
أَبَوَيْكِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الآيَةَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ عَائِشَةُ
قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي
أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَتُخْبِرْ نِسَاءَكَ
أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا
قَالَ قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتْ قُلُوبُكُمَا

৩৫৫৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দুইজন সম্পর্কে মহান আল্লাহ এ আয়াত– "তোমরা উভয়েই যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর তাহলে সেটাই উত্তম কারণ, তোমাদের মন তো (বাঁকা পথের দিকেই) আকৃষ্ট হয়েছে"– (সূরা তাহরীম, আয়াত ৪) নাযিল করেছিলেন সে বিষয়ে 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করার জন্য আমি দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য রওয়ানা হলেন। আমিও হজ্জের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন কোন রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম

সেই সময় 'উমার (একস্থানে গাছের) আড়ালে চলে গেলেন । আমিও পানির পাত্র নিয়ে তাঁর থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁর দুই হাতের ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযু করলেন। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দুইজন সম্পর্কে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ "ইন্ তাতূবা ইলাল্লাহি ফাকাদ সাগাত্ কুলুবুকুমা" আয়াত নাযিল করেছেন? 'উমার (রা) বললেন, হে ইবনে 'আব্বাস (রা) কি বিস্ময়ের ব্যাপার!

যুহরী বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের (রা) এই কথা 'উমার (রা) পছন্দ করেননি। কারণ এতদিন পর্যন্তও তিনি (আবদুল্লাহ্) কেন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেননি। তিনি যদি এ কথাটি গোপন না করতেন তাহলে সেটাই হতো উত্তম কাজ। জবাবে 'উমার (রা) বললেন ঃ এরা হলো হাফসা ও 'আয়েশা। অতঃপর তিনি হাদীসটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন এবং বললেন ঃ আমরা কুরাইশ গোষ্ঠিভুক্ত লোকের এমন একটি কওম, যারা স্ত্রীদের ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতাম। কিন্তু (হিজরত করে) মদীনায় আসার পর এখানে এমন লোকের সাহচর্য লাভ করলাম যাদের ওপর স্ত্রীলোকেরা প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমাদের মেয়েরা তাদের মেয়েদের নিকট থেকে তা শিখে ফেললে। আর মদীনার উপকণ্ঠে বনী উমাইয়া ইবনে যায়েদের এলাকায় ছিল আমার বাড়ী। একদিন কোন কারণে আমি আমার স্ত্রীর ওপর কিছুটা রাগান্বিত হলে সেও আমার কথার জবাব দিতে থাকলো। সে বললো ঃ আমি তোমার কথার জবাব দিই তা তুমি পছন্দ করো না। কিন্তু আল্লাহর কসম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কোন কোন স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে সারাদিন তাঁকে ছেড়ে থাকেন। উমার (রা) বলেন, আমি তখনই রওয়ানা হয়ে হাফসার কাছে গেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাব দিয়ে থাকো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের কেউ কি সারাদিন তাঁকে ছেড়ে থাকো? তিনি বললেন, হাঁ। আমি তখন বললাম ঃ তাহলে তোমাদের মধ্যে যে এরূপ আচরণ করেছে সে তো নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারো প্রতি আল্লাহর রাসূলের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং পরিণামে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তোমরা সবাই নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করো? (আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি) তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা কাটাকাটি করবে না এবং তাঁর কাছে কিছু চাইবে না। তোমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে চাইবে। (আয়েশার প্রতি ইংগিত করে তিনি বললেন) তোমার এই সতীনের কারণে (অর্থাৎ নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে) যেন প্রতারিত না হও। কারণ তিনি তোমার চেয়ে অধিক রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্রী।

'উমার (রা) বলেন, আমার এক আনসার প্রতিবেশী ছিল। আমরা পালা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লামের দরবারে যেতাম। সে একদিন যেতো এবং আমি একদিন যেতাম। যেদিন সে যেতো সেদিনের অহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবর নিয়ে আমার কাছে আসতো। আর যেদিন আমি যেতাম সেদিন অনুরূপ খবর নিয়ে তার কাছে আসতাম। গাস্‌সানীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এ বিষয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম। একদিন আমার আনসার বন্ধু তাঁর দরবারে হাজির হলো এবং রাতের বেলা এসে আমার দরজায় করাঘাত করে আমাকে ডাকলো, আমি বের হলে সে বললো ঃ বিরাট দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমি বললাম ঃ কি ব্যাপার! গাস্‌সানীরা কি এসে পড়েছে? সে বললো ঃ না, বরং তার চেয়েও গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি ('উমার) তখন বললাম ঃ হাফসা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে। এরূপ কিছু ঘটবে বলে আমার ধারণা ছিল।

সকালে ফজরের নামায পড়ে আমি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে রওয়ানা হলাম এবং হাফসার কাছে গেলাম। সে তখন কাঁদছিলো। আমি তাকে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বললো ঃ আমি তা বলতে পারি না। তবে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এই চিলেকোঠার মধ্যে অবস্থান করছেন। তখন আমি তাঁর কৃষ্ণাংগ খাদেমের কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'উমারের (প্রবেশের) জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। সে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে আমাকে বললো ঃ আমি তাঁকে আপনার কথা বলেছি। কিন্তু তিনি (কোন জবাব না দিয়ে) চুপ করে থাকলেন। তখন আমি সেখান থেকে মসজিদে নববীর মিম্বার পর্যন্ত গেলাম এবং সেখানেই বসে পড়লাম। সেখানেও একদল লোক বসে ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিলো। আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য সেখানে বসলাম। কিন্তু আমার মনের ভাবটিই আমাকে প্রভাবান্বিত করলো। তাই আমি আবার খাদেম যুবকটির কাছে এসে বললাম ঃ 'উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করো। সে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং (পরক্ষণেই) বেরিয়ে এসে আমাকে বললো ঃ আমি তাঁকে আপনার কথা বলেছি। কিন্তু তিনি কিছু না বলে চুপ করে আছেন।

তখন আমি ফিরে আসতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ যুবকটি আমাকে ডেকে বললো, আপনি ভিতরে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছেন। আমি প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম। তিনি তখন একটি চাটাইয়ের ওপর হেলান দিয়ে ছিলেন। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ লেগে গিয়েছিলো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, না। আমি বলে উঠলাম, আল্লাহু আকবার। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি আমাদের বিষয়টি

ভেবে দেখতেন তাহলে কতই না ভাল হতো! আমরা কুরাইশ গোষ্ঠিভুক্ত লোকেরা এমন একটি কওম যারা স্ত্রীলোকদের উপর প্রভাব খাটাতাম। কিন্তু (হিজরত করে) মদীনায় আসার পর এখানে এমন লোকদের সাহচর্য লাভ করলাম যাদের উপর স্ত্রীলোকেরা প্রভাব খাটিয়ে থাকে। আমাদের স্ত্রীরা তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে এটি শিখতে শুরু করলো। কোন কারণে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি একদিন কিছুটা রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রতিউত্তর করতে থাকলো। সে আমার কথার জবাব দিক তা আমি পছন্দ করলাম না। সে বললো ঃ আমার জবাব দান তুমি খারাপ মনে করছো কেন? আল্লাহর কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার অসন্তুষ্ট হয়ে সারাদিন তাঁকে ছেড়ে থাকেন। এ কথা শুনে আমি বললাম ঃ তাদের মধ্যে যারা এরূপ করছে তারা ধ্বংস হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তাঁদেরকে গযবে ফেলবেন এবং এভাবে তারা সহসাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কি তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছি ঃ তোমার এই সতীনের (আয়েশা) কারণে (নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে) যেন প্রতারিত না হও। কারণ তিনি তোমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয়পাত্রী এবং রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তিনি আবারও মুচকি হাসলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আনন্দদায়ক কিছু বলবো? তিনি বললেন, হাঁ বল। আমি বসলাম এবং চোখ তুলে ঘরের ভিতর এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। কিন্তু, খোদার শপথ! তিনটি চামড়া ছাড়া আর কিছুই আমার নজরে পড়লো না। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মাতকে সচ্ছলতা দানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। পারস্যবাসী ও রোমানদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে। অথচ তারা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত করে না। এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করো যে, ঐ সব জাতিকে শুধু দুনিয়ার জীবনেই উত্তম কিছু জিনিস দেয়া হয়েছে? আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তিনি তাঁর স্ত্রীদের উপর অত্যধিক অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে একমাস পর্যন্ত তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করেছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করলেন।

যুহরী বলেন, 'উরওয়া আমাকে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ঊনত্রিশ রাত অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একমাস আমাদের কাছে আসবেন না বলে শপথ করেছিলেন। আমি গণনা করে আসছি, আজকে ঊনত্রিশতম দিনে আপনি আমার কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ ঊনত্রিশ দিনেও তো মাস পূর্ণ হয়।

অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আয়েশা, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার আগে সে বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তারপর তিনি "ইয়া আই ইউহান্ নাবীয়্ কুল্ লি আয্ওয়াযিকা" আয়াতটি "আজরান আযীমা" পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

'আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আমাকে কখনোই বলবেন না। তাই আমি বললাম ঃ আমি কি এই ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করবো? আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের জীবনই কামনা করি। মা'মার আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়েশা (রা) তাঁকে (নবী) বললেন ঃ আপনি আপনার অন্য স্ত্রীদের এ কথা জানাবেন না যে, আমি আপনাকে গ্রহণ করেছি। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুবাল্লিগ (প্রচারকারী) করে পাঠিয়েছেন, কষ্টদাতা বা অনমনীয় করে পাঠাননি।" কাতাদা বলেন– "সাগাও কুলূবুকুমা" শব্দের অর্থ, তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে, বিচ্যুত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী খোরপোষ পাবে না।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

৩৫৫৯। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান থেকে ফাতিমা বিনতে কায়েসের সূত্রে বর্ণিত। তার স্বামী আবু 'আমর ইবনে হাফস্ তার নিকট থেকে দূরে অবস্থান করলে তাকে বায়েন তালাক দিলেন। তিনি এক লোকের মাধ্যমে কিছু যব তার কাছে পাঠালেন, এতে তিনি (ফাতিমা) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। (তার স্বামী আবু 'আমর ইবনে হাফ্সের প্রেরিত) লোকটি তখন বললো ঃ আল্লাহর শপথ! আপনার প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। ফাতিমা বিনতে কায়েস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তার কাছে খোরপোষ পাবে না।

তিনি প্রথমে তাকে উম্মু শারীকের ঘরে 'ইদ্দত' পালন করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পরে আবার বললেন ঃ সে এমন এক মহিলা যার কাছে আমার সাহাবারা ব্যাপকভাবে যাতায়াত করে থাকে। তুমি বরং 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো। কেননা, 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুম একজন অন্ধ লোক। সেখানে তুমি নিজের ইচ্ছামত কাপড়-চোপড় বদলাতে পারবে (অর্থাৎ তোমাকে প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকতে হবে না)। 'ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত হলে আমাকে তা অবহিত করবে। ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন, 'ইদ্দত শেষ হলে আমি তাঁকে জানালাম মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহ্ম আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আবু জাহ্ম তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। আর মু'আবিয়া অত্যন্ত দরিদ্র তার কোন অর্থ-কড়ি নেই। তুমি বরং উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করো।" কিন্তু আমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করা পছন্দ করলাম না। তিনি পুনরায় বললেন, "তুমি উসামাকে বিয়ে করো।" তাই আমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করলাম। আল্লাহ তা'আলা তার ঘরে আমাকে এত কল্যাণ দান করলেন যে, আমি অন্যদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালাম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى

৩৫৬০। ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তার স্বামী তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তালাক দেয়। অতঃপর তার তালাকদাতা স্বামী তার জন্য সামান্য পরিমাণ খোরপোষ পাঠায়। যখন তিনি তা দেখতে পেলেন, তখন বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবো। আমার জন্য যদি খোরপোষের কোন বিধান থাকে তাহলে আমার প্রয়োজন অনুপাতে আমি তার (স্বামী আবু 'আমর) নিকট থেকে আদায় করবো। আর যদি খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী না হই তাহলে তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না। তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ তুমি খোরপোষ বা বাসস্থান (ইদ্দত পালনের জন্য) কোনটাই পাবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ

৩৫৬১। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসকে (তার তালাকের বিষয়টি) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁর মাখযুম গোত্রীয় স্বামী (আবু 'আমর) তাকে তালাক দিল কিন্তু খোরপোষ দিতে অস্বীকার করলো। তাই তিনি (ফাতিমা বিনতে কায়েস) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কোন খরচ-পত্র পাবে না। তুমি এখান থেকে চলে যাও এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের ঘরে (ইদ্দত পালনের জন্য) অবস্থান করো। সে একজন অন্ধ লোক। তাই তুমি সেখানে নিরাপদে কাপড়-চোপড় পাল্টাতে পারবে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

৩৫৬২। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। দাহ্হাক ইবনে কায়েসের বোন ফাতিমা বিনতে কায়েস তাকে অবহিত করেছেন যে, (তার স্বামী) আবু হাফস ইবনে মুগীরা মাখযুমী তাকে তিন তালাক দেয়ার পরে ইয়ামান চলে যায়। তার পরিবারের লোকজন তাকে (ফাতিমা) বললো ঃ তোমার খোরপোষের দায়-দায়িত্ব আমাদের নয়। এই সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একদল লোকের সাথে মায়মুনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তারা সবাই বললেন ঃ আবু হাফ্স তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। এখন কি তাকে খোরপোষ দিতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এ অবস্থায়) সে কোন প্রকার খোরপোষ পাবে না। তবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তিনি তাকে (ফাতিমা) বলে পাঠালেন, "আমার কাছে না শুনে তুমি নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।" তিনি তাকে সেখান থেকে (স্বামীর বাড়ী) উম্মু শারীকের বাড়ী গিয়ে 'ইদ্দত' পালন করতে আদেশ করলেন। কিন্তু পরে আবার বলে পাঠালেন, উম্মু শারীকের কাছে প্রথম যুগের মুহাজিররা বেশী যাতায়াত করে থাকে। তাই তুমি অন্ধ 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ীতে গিয়ে থাকো। তুমি তোমার ওড়না খুলে রাখলেও সে তোমাকে দেখতে পাবে না। সুতরাং তিনি (ফাতিমা) সেখানে চলে গেলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ

হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل، يعنون ابن جعفر، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك

৩৫৬৩। আবু সালামা (ইবনে 'আবদুর রাহমান) ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু সালামা) বলেছেন ঃ আমি এ হাদীসটি ফাতিমা বিনতে কায়েসের মুখ থেকে শুনে সযত্নে লিখে রেখেছি। ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেছেন ঃ আমি বনী মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে বায়েন তালাক দিলে আমি তার পরিবারের লোকদের কাছে খোরপোষ দাবী করে লোক পাঠালাম।... হাদীসের পরবর্তী অংশ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। তবে মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর বর্ণিত হাদীসে "তোমার বিয়ের ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করতে ভুল করো না" কথাটিও বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.

৩৫৬৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি আবু 'আমর ইবনে হাফ্স ইবনে মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সে তাঁকে তিন তালাক প্রদান করল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁকে সেখান থেকে অন্ধ (সাহাবা) 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ীতে চলে যেতে আদেশ করলেন।

মারওয়ান তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রাহমানের বর্ণনা ঠিক বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। আর উরওয়া বলেছেন যে, 'আয়েশা (রা) ঘর থেকে বের হওয়া সম্পর্কিত ফাতিমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত এ কথাটি অস্বীকার করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

৩৫৬৫। ইবনে শিহাব থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে উরওয়ার এ কথাও উল্লিখিত আছে যে, 'আয়েশা (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঐ কথা অস্বীকার করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

« وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ » قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالاَ لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ

مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا

৩৫৬৬। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উত্‌বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু 'আমর ইবনে হাফস্ ইবনে মুগীরা 'আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) সাথে ইয়ামান রওয়ানা হয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়েসকে তিন তালাকের মধ্যে অবশিষ্ট তালাকটিও দেওয়ার কথা জানিয়ে গেলেন। আর হারিস ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আকে তাকে খরচ-পত্র দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু তারা (হারিস ও 'আইয়াশ) ফাতিমা বিনতে কায়েসকে বললো ঃ আল্লাহর কসম, তুমি যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকো তাহলে কোন খোরপোষ পাবে না। তখন ফাতিমা বিনতে কায়েস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাদের উভয়ের মন্তব্য তাঁকে শুনালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি খোরপোষ পাবে না। তখন ফাতিমা বিনতে কায়েস ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, এখন আমি কোথায় যাবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ী যাও। 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুম অন্ধ ছিলেন। ফাতিমা সেখানে ওড়নাবিহীন চল্‌তেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুম তা দেখতে পেতেন না। 'ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিঁয়ে দিলেন।

পরবর্তীকালে মারওয়ান তার (ফাতিমা) নিকট থেকে হাদীসটি শুনার জন্য কাবীসা ইবনে যুয়াইবকে পাঠালো। তিনি তার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (হাদীসটি শুনে) মারওয়ান বললো ঃ এ ধরনের হাদীস একজন মহিলা ছাড়া আর কারো কাছে শুনিনি। এ ব্যাপারে আমরা নির্ভরযোগ্য পন্থা অবলম্বন করবো, যা সাধারণত লোকদের করতে দেখি। মারওয়ানের এই কথা যখন ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে পৌছলো যে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে কুরআন (হবে ফয়সালাকারী)। আর কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দিও না।" তখন তিনি (ফাতিমা) বললেন ঃ এ হুকুম এমন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাকে রুজু' করার অবকাশ আছে। কিন্তু তিন তালাক দেয়ার পর আর কি অবকাশ থাকতে পারে? কোন

যুক্তিতে তোমরা বলো যে, গর্ভবতী না হলে সে খোরপোষ পাবে না? এরূপ স্ত্রীকে কিভাবে ঘরে রাখবে?

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

৩৫৬৭। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছিলেন– আমি তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার স্বামী আমাকে তিনি তালাক দিলে আমি বাসস্থান ও খোরপোষ দানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। কিন্তু তিনি আমার বাসস্থান ও খোরপোষের দাবী গ্রহণ করলেন না। বরং তিনি আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ীতে ইদ্দত পালন করতে আদেশ করলেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ

৩৫৬৮। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম... হাদীসের বাকি অংশ যুহাইর কর্তৃক হাশিম থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي

৩৫৬৯। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে তাজা খেজুর দিয়ে আপ্যায়িত করলেন এবং যবের ছাতু খাওয়ালেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক কোথায় অবস্থান করে 'ইদ্দত' পালন করবে? তিনি বললেন ঃ আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিবারে (পিতা-মাতার কাছে) গিয়ে ইদ্দত পালন করার অনুমতি দিলেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ

৩৫৭০। ফাতিমা বিনতে কায়েস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট থেকে বাসস্থান বা খোরপোষ কিছুই পাবে না।

وحدثني إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ

৩৫৭১। ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলে আমি সেখান থেকে অন্য স্থানে যেতে মনস্থ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার চাচাতো ভাই 'আমর ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ীতে চলে যাও এবং সেখানেই ইদ্দত পালন করো।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

৩৫৭২। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আসওয়াদ ইবনে ইয়াসীরের সাথে বড় মসজিদে বসেছিলাম। শা'বীও আমাদের সাথে ছিলেন। শা'বী আমাদের কাছে ফাতিমা বিনতে কায়েস সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাসস্থান বা খোরপোষের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেননি। এ কথা শুনে আসওয়াদ একমুষ্টি নুড়ি পাথর তুলে তার দিকে ছুড়ে মেরে বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি এরূপ কথাও বর্ণনা করে থাকো? এ সম্পর্কে 'উমার (ইবনে খাত্তাব) বলেছেন ঃ 'আমরা এমন একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে হয়ত হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে। কেননা সে বাসস্থান ও খোরপোষের দু'টিই পাবে।

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না। আর তারাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (যেনা করে) তাহলে স্বতন্ত্র কথা।"

وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ

৩৫৭৩। আহমাদ ইবনে ইসহাক থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى

وَلاَ نَفَقَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ

৩৫৭৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবুল জাহ্‌ম ইবনে সুখাইর আদবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসকে বলতে শুনেছি ঃ তার স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য তার স্বামীর নিকট থেকে কোন বাসস্থান এবং খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি। তিনি (ফাতিমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "তোমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমাকে জানাবে।" 'ইদ্দত পূর্ণ হলে আমি তাঁকে জানালাম। ইতোমধ্যে মু'আবিয়া, আবু জাহম ও উসামা ইবনে যায়েদ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ "মু'আবিয়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সে গরীব লোক। তার অর্থ-কড়ি নাই। আর আবু জাহম বউ পেটানো লোক। তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করো।" তিনি (ফাতিমা) তখন হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, যায়েদকে বিয়ে করবো! যায়েদ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর।"

ফাতিমা বলেন, অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করলাম এবং (অন্য মেয়েদের চোখে) ঈর্ষান্বিত হলাম। (অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে অর্থ-সম্পদ অন্যান্য বিষয়ে এত কল্যাণ দিলেন যে, অন্য মেয়েরা আমাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগল)।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاَقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلاَّ هَذَا وَلاَ أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لاَ قَالَتْ

فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ «أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا» وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

৩৫৭৫। আবু বাক্‌র ইবনে আবুল জাহ্‌ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসকে বলতে শুনেছি ঃ আমার স্বামী আবু 'আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা– 'আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আ-কে আমার তালাক দেয়ার খবর এবং সেইসাথে পাঁচ ছা' খেজুর এবং পাঁচ ছা' যব দিয়ে আমার কাছে পাঠালেন। এ দেখে আমি তাকে বললাম, আমার জন্য এ ছাড়া কি আর কোন প্রকার খরচপত্র নাই? আর আমি কি তোমাদের বাড়ীতে 'ইদ্দত' পালন করবো না? জবাবে 'আইয়াশ বললো ঃ না। ফাতিমা বলেন, তখন আমি কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম (এবং সবকিছু বর্ণনা করলাম)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাহলে 'আইয়াশ সত্য কথা বলেছে। তুমি কোন প্রকার খোরপোষ পাবে না। তুমি তোমার চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতুমের বাড়ী গিয়ে ইদ্দত পালন করো। কারণ সে অন্ধ। তাই তুমি সেখানে কাপড় (ওড়না) খুলে রাখতে পারবে। তোমার ইদ্দত শেষ হলে আমাকে জানাবে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ পরে বেশ কিছু সংখ্যক লোক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। তাদের মধ্যে মু'আবিয়া এবং আবু জাহ্‌মও ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মু'আবিয়া দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। আবু জাহ্‌ম তো নারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) স্ত্রীদের মারধোর করে থাকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অনুরূপ কোন কথা বললেন। এরপরে বললেন ঃ তুমি বরং উসামা ইবনে যায়েদকে বিয়ে করো।

وحدثني إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا

فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ

৩৫৭৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবু জাহ্‌ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রাহমান ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। আমরা তাকে তাঁর তালাক ও খোরপোষের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি আবু 'আমর ইবনে হাফ্‌স ইবনে মুগীরার স্ত্রী ছিলাম। এক সময় সে নাজরান যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গেলো।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে মাহদী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় এ কথাটুকুও বলা হয়েছে যে, ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ পরে আমি তাকে (উসামা ইবনে যায়েদ) বিয়ে করলাম। আর ইবনে যায়েদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করলেন।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ

৩৫৭৭। আবু বাক্‌র (ইবনে আবু জাহ্‌ম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাসনামলে আমি এবং আবু সালামা একদিন ফাতিমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন, তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়েছিলো।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

৩৫৭৮। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার স্বামী আমাকে তিনি তালাক দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে আমার জন্য বাসস্থান বা খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি।

وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحي بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن ابن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت مالفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا الحديث

৩৫৭৯। হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস 'আবদুর রাহমান ইবনে হাকামের কন্যাকে বিয়ে করলেন। অতঃপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। এ ব্যাপারে 'উরওয়া তাকে দোষারোপ ও তিরস্কার করলেন। লোকেরা বললো, ফাতিমা বিনতে কায়েসও তো তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর স্বামীর বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন। 'উরওয়া বলেন, এ কথা শুনে আমি 'আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে তাকে এ বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন ঃ এই হাদীস বর্ণনা করায় ফাতিমা বিনতে কায়েসের জন্য কোন কল্যাণ নেই।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يارسول الله زوجى طلقنى ثلاثا وأخاف أن يقتحم على قال فأمرها فتحولت

৩৫৮০। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছে। এখন আমার আশংকা হয় (তাদের বাড়ীতে 'ইদ্দত' পালন করতে চইলে) তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। অধঃস্তন রাবী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'ইদ্দত' পালনের জন্য অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت مالفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعنى قولها لاسكنى ولا نفقة

৩৫৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ কথা বর্ণনা করার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত নেই। অধস্তন রাবী বলেন, অর্থাৎ তার বক্তব্য– (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক) বাসস্থানও পাবে না এবং খোরপোষও পাবে না।

وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَمَا صَنَعَتْ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ

৩৫৮২। ‘আবদুর রাহমান ইবনে কাসেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) ‘আয়েশাকে (রা) বললেন ঃ আপনি কি জানেন না হাকামের কন্যা অমুককে তার স্বামী বায়েন তালাক প্রদান করেছে এবং সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে গেছে? ‘আয়েশা (রা) বললেন ঃ তাহলে তো সে (মেয়েটি) খুব খারাপ কাজ করেছে। তিনি (‘উরওয়া) পুনরায় বললেন ঃ আপনি কি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা শুনেননি? তিনি (আয়েশা) বললেন ঃ এ ঘটনা উল্লেখ করে তার কোন লাভ নেই।

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সনদে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত হওয়া যায়। যেমন, দূরে অবস্থান করে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা, স্ত্রীর অধিকার আদায়ের জন্য নিজের পক্ষ থেকে লোক নিয়োগ করে তার উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা, অন্যের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাকের সংবাদ দান করা, কোন অসুবিধা দেখা দিলে স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে ‘ইদ্দত’ পালন করা, প্রয়োজনবশতঃ কোন নেককার স্ত্রীলোকের সাথে (পর্দার সীমা রক্ষা করে) পুরুষদের দেখা করা, বায়েন তালাকপ্রাপ্তাকে ‘ইদ্দত’ পালনকালে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়া, কারো বিয়ের প্রস্তাবে স্ত্রীলোক সাড়া না দিলে অপর পুরুষের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া, নসীহত বা সদুপদেশ দানের জন্য কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা ইত্যাদি জায়েয।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক এবং মৃত স্বামীর ‘ইদ্দত’ পালনকারী স্ত্রীলোক ‘ইদ্দত’ পালন অবস্থায় প্রয়োজনবোধে দিনের বেলা বাইরে বের হতে পারে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

«وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

৩৫৮৩। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তাঁর খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর পাড়তে মনস্থ করে বের হলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে তিরস্কার করলো। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাঁ, তুমি গিয়ে নিজের বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করবে। তুমি হয়ত তা দিয়ে দানখয়রাত করবে অথবা ভাল কাজ করবে।

টীকা : এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম সাওরী, ইমাম লাইস এবং ইমাম আহমাদ বলেছেন, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক 'ইদ্দত' পালনকালে প্রয়োজন দেখা দিলে দিনের বেলা ঘর থেকে বের হতে পারে। একইভাবে যে স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর কারণে 'ইদ্দত' পালন করছে সেও বের হতে পারবে। কারণে 'ইদ্দত' পালন কালে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফাও একই মত পোষণ করেছেন। তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

গর্ভবতী স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর কারণে অথবা অন্যান্য কারণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى «وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ» قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا

تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ

৩৫৮৪। ‘উবায়দুল্লাহ ইবনে ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উতবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তার পিতা ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উতবা (রা) ‘উমার ইবনে ‘আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীকে এই মর্মে আদেশ করে পত্র পাঠালেন ঃ “সে যেন সুবাই‘আ বিনতে হারিস আসলামিয়ার কাছে গিয়ে তার বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে এবং সে নিজের ইদ্দতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে তিনি তাকে কি বলেছিলেন সে বিষয়েও জিজ্ঞেস করে জেনে তাকে লিখে জানায়।” সুতরাং ‘উমার ইবনে ‘আবদুল্লাহ– ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উতবাকে লিখে জানালেন, সুবাই‘আ তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনী ‘আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সা‘দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সা‘দ ইবনে খাওলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি তাঁকে গর্ভবতী রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর (সা‘দ ইবনে খাওলা) ইনতিকালের পর পরই তিনি (সুবাই’আ) সন্তান প্রসব করেন এবং নিফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করার পরেই বিয়ের প্রস্তাব দানকারীদের জন্য নিজেকে সজ্জিতা করেন। এই সময় বা‘কাক নামে বনী ‘আবদুদ্ দার গোত্রের এক লোক তাঁর (সুবাই‘আ) কাছে গিয়ে বললো ঃ কি ব্যাপার, তুমি যে সাজসজ্জা করেছো, দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় তুমি বিয়ে করতে আগ্রহী। খোদার কসম, চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না।

সুবাই’আ বর্ণনা করেছেন, সে আমাকে এরূপ কথা বললে আমি তখনই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সন্ধ্যার সময় রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে এই মর্মে রায় দিলেন যে, আমি যখন সন্তান প্রসব করেছি তখনই আমার ‘ইদ্দত’ শেষ হয়ে হালাল হয়ে গেছে। তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে এখন কারো সাথে বিয়ে বসতে পারি।

ইবনে শিহাব বলেন, সন্তান প্রসবের পর নিফাস অবস্থায় থাকলেও কোন স্ত্রী লোকের বিয়ে করতে বাধা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে নিফাস চলাকালীন সময়ে সহবাস করবে না, পবিত্র হওয়ার পর সহবাস করবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي «يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ» فَبَعَثُوا كُرَيْبًا «مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ» إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

৩৫৮৫। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা ইবনে ‘আবদুর রাহমান (রা) এবং ইবনে ‘আব্বাস (রা) আবু হুরায়রার (রা) কাছে গিয়ে একত্রিত হলেন। তারা উভয়ে আলাপ করছিলেন, “গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর একদিন পরই সন্তান প্রসব করে নিফাস শুরু হলে তার ‘ইদ্দতের সময়সীমা কতদিন হবে?” ইবনে ‘আব্বাস (রা) বললেন, তাঁর ‘ইদ্দত’ কাল হবে দু’টি সময়ের মধ্যে দীর্ঘতর সময়টি (চার মাস দশ দিন অথবা সন্তান প্রসবের সময়-এর মধ্যে যেটা দীর্ঘতর)। আর আবু সালামা (রা) বললেন ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ‘ইদ্দত’ কাল শেষ হয়ে যাবে এবং অন্য স্বামী গ্রহণ তার জন্য হালাল হয়ে যাবে– এ নিয়ে তারা উভয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেন।

আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সালামার সাথে আছি (আমি তার মত সমর্থন করি)। তখন তারা সবাই এ বিষয়টি জানার জন্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইবকে উম্মু সালামার (রা) কাছে পাঠালেন, সে ফিরে এসে জানালো, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন ঃ সুবাই‘আ আসলামিয়া স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরই সন্তান প্রসব করলেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিলেন।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ

قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا

৩৫৮৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে লাইস তার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা বলেছেন যে, তারা বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্যে উম্মু সালামার (রা) কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু এতে কুরাইবের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

টীকা ঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতের সময়সীমার ব্যাপারে অধিকাংশ উলামা একমত যে, সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত সে 'ইদ্দত' পালন করবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "ওয়া উলাতুল আহ্মালি আজালুহুন্না আই ইয়াদানা হামলাহুন্না"। অর্থাৎ "গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট।" সুতরাং কুরআনের এই আয়াত অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পরপর যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তাহলে তার 'ইদ্দত' কাল শেষ হয়ে যাবে এবং অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এই মত পোষণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর শোক পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হারাম।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا « مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا » ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره

৩৫৮৭। হুমায়েদ ইবনে নাফে' যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

যয়নাব বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার (রা) কাছে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের ইনতিকালের পর গেলাম। তিনি হলুদ বর্ণের সংমিশ্রিত খোশবু বা ঐ জাতীয় কিছু আনালেন এবং একটি মেয়ের গায়ে তা মাখলেন। পরে ঐ হাত নিজের দুই গণ্ডে ঘষে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! খোশবু ব্যবহারের প্রয়োজন এখন আমার ছিল না। তবে এটা আমি এজন্য করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে উঠে বলতে শুনেছি ঃ "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

যয়নাব বলেন, এরপর উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতে জাহাশের ভাই ইনতিকাল করলে আমি তার কাছে গেলাম। তিনিও সেই সময় খোশবু আনিয়ে তা মেখে বললেন ঃ

আল্লাহর শপথ, এখন আমার খোশবু ব্যবহারের মোটেই প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখেরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে। যয়নাব বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি আমার মা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। এমতাবস্থায় মেয়েটির চক্ষু পীড়া দেখা দিয়েছে। আমি কি তাকে সুরমা লাগিয়ে দিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। স্ত্রীলোকটি তার কথা দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিবারই তিনি (রাসূলুল্লাহ) 'না' বলেছেন। এই কথার পর রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন 'ইদ্দত' পালন করতে হয়। জাহেলী যুগে তো পুরো এক বছর কাটিয়ে বছর শেষে গোবর নিক্ষেপ করে ইদ্দত পূর্ণ করতে হতো।

অধঃস্তন রাবী হুমায়েদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এক বছর পূর্ণ করে গোবর নিক্ষেপ করাটা আবার কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ জাহেলী যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সে একটি সংকীর্ণ কুঁড়েঘরে প্রবেশ করতো, নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতো এবং সুগন্ধি বা এ ধরনের কোন কিছু স্পর্শ করতো না। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার কাছে একটি গাধা, বকরী অথবা পাখী বা এরূপ কোন জীব আনা হতো। সে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতো। তবে যে জন্তু দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করা হতো তা মারা যেতো। এরপর কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসলে পশুর গোবর দেয়া হতো। সে তা ছুড়ে ফেলতো। এরপর সে ইচ্ছা করলে সুগন্ধি বা এরূপ অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারতো।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هٰذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৫৮৮। হুমায়েদ ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যয়নাব বিনতে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ইনতিকাল করলে তিনি (তিনদিন পর) হলুদ বর্ণের এক প্রকার সুগন্ধি আনিয়ে তা নিজের দুই হাতে লাগালেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এরূপ করছি এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে নিজের কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। একমাত্র স্বামীর জন্যই চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। এ হাদীসটি হুমায়েদের কাছে যয়নাব তার মা উম্মু সালামার নিকট থেকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশের নিকট থেকে কিংবা তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها ، أو في شر أحلاسها في بيتها ، حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا

৩৫৮৯। হুমায়েদ ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি যয়নাব বিনতে উম্মু সালামাকে তার মা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ এক মহিলার স্বামী মারা গেলো। এই সময় (তার আত্মীয়-স্বজন) সবাই তার চক্ষুপীড়ার কারণে চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার চোখে সুরমা লাগানোর অনুমতি প্রার্থনা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (জাহেলী যুগে স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালনের জন্য) তোমরা নিকৃষ্ট ঘরে নিকৃষ্ট পোশাকে নিজের বাড়ীতে এক বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে। এমতাবস্থায় যখন তার কাছ দিয়ে কুকুর অতিক্রম করত তখন এর প্রতি গোবর বা পশুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে 'ইদ্দত' শেষ করতে হত, অতঃপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। এখন কি মাত্র চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে পারবে না?

وحدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبُ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

৩৫৯০। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে মু'আয তার পিতা মু'আযও শু'বার মাধ্যমে হুমায়েদ ইবনে নাফে' কর্তৃক উম্মু সালামার সূত্রে বর্ণিত সুরমা ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীস, উম্মু সালামার হাদীস এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক স্ত্রীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

৩৫৯১। হুমায়েদ ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি যয়নাব বিনতে আবু সালামাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তার মা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) একজন স্ত্রী লোকের বিষয়ে আলোচনা করছেন। স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, তার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। এখন তার মেয়ের চক্ষু পীড়া দেখা দিয়েছে। তাই সে তার চোখে সুরমা লাগাতে চায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (জাহেলী যুগে) তোমরা এক বছর পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করার পর পশুর গোবর নিক্ষেপ করে ইদ্দত পালনের সমাপ্তি ঘটাতে। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয়।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ « وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو » حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ

ابْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

৩৫৯২। যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবার কাছে (তাঁর পিতা) আবু সুফিয়ানের ইনতিকালের খবর পৌছার পর তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা নিজের দুই হাত ও গণ্ডদেশে লাগালেন। তিনি বললেন ঃ আমার এই মুহূর্তে এই সুগন্ধি কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ «أَوْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ» أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

৩৫৯৩। উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) অথবা 'আয়েশা (রা) অথবা উভয় থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়।

وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ «يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ» حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ

৩৫৯৪। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد ابن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيي بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

৩৫৯৫। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে অধিক এতটুকু উল্লেখ হয়েছে যে, "সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।"

وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم

৩৫৯৬। এ সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا يحيي ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، واللفظ ليحيى ، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها

৩৫৯৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়।

وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

৩৫৯৮। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীলোক কোন মৃত ব্যক্তির জন্য যেন তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ না করে। একমাত্র স্বামীর জন্য স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। এই সময় স্বামীর জন্য স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। এই সময় সে রঙিন কাপড় পরিধান করবে না, খোশবু মাখবে না এবং সুরমা লাগাবে না। তবে মাসিক ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য পরিমাণ কুস্‌ত্‌ এবং আয্‌ফারের খোশবু ব্যবহার করতে পারে।

وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هرون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار

৩৫৯৯। হিশাম থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসে তারা বর্ণনা করেছেন যে, হায়েজ থেকে পবিত্রতা অর্জনের সময় সে (যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়েছে) কিছু কুস্‌ত্‌ এবং আয্‌ফার জাতীয় খোশবু ব্যবহার করতে পারে।

وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار

৩৬০০। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ স্বামী ছাড়া আর কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে আমাদের (মেয়েদের) নিষেধ করা হয়েছে।

তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এই সময় (চার মাস দশ দিনের মধ্যে) আমরা যেন সুরমা না লাগাই, খোশবু ব্যবহার না করি এবং রঙিন কাপড় পরিধান না করি। তবে মহিলাদের জন্য এতটুকু অনুমতি আছে যে, আমরা কেউ যখন গোসল করে হায়েজ থেকে পবিত্র হবো, তখন কুস্‌ত্‌ এবং আযফার জাতীয় খোশবু কিছু পরিমাণে ব্যবহার করতে পারব।

টীকা ঃ এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে সব আয়িম্মা ও 'উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে শোক পালন করতে হবে। এ ধরনের শোক পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। তবে শোক পালনের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আয়িম্মা ও আলেমগণ ইখতেলাফ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও অধিকাংশ আলেমের মতে, স্ত্রী ছোট-বড়, কুমারী-অকুমারী, স্বাধীন বা ক্রীতদাসী, মুসলিম বা আহলি কিতাব যাই হোক না কেন তাকে শোক-ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, কুফার অন্য আলেমগণ, আবু সাওর এবং কিছু সংখ্যক মালিকী আলেমের মতে, কিতাবিয়া স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুতে শোক-ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। কেননা, হাদীসে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণকারিণী স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ হুকুম মুসলিম নারীদের বেলায়ই শুধু প্রযোজ্য। ইমাম আবু হানিফা অল্পবয়স্কা এবং ক্রীতদাসী স্ত্রীর জন্যও শোক পালন ইদ্দত ওয়াজিব নয় বলে রায় দিয়েছেন। তবে ক্রীতদাসী স্ত্রী, উম্মু ওলাদ, রিজয়ী 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং দাসীর জন্য শোক পালন ইদ্দত ওয়াজিব নয় বলে সমস্ত আয়িম্মা ও উলামা একমত হয়েছেন। তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বেলায় আবার সবাই দ্বিমত পোষণ করেছেন। 'আতা, রাবী'আ, মালিক, লাইস, শাফেয়ী এবং ইবনে মুনযির বলেছেন ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার তালাকদাতা স্বামীর মৃত্যুতে শোক-ইদ্দত পালন করবে না।

শোক-ইদ্দত পালনের সময়কাল চার মাস দশ দিন। এই সময় স্ত্রী কোন প্রকার সাজসজ্জা করতে পারবে না। সুরমা ব্যবহার করবে না, রঙিন কাপড় পরবে না, সুগন্ধি মাখবে না এবং সাজসজ্জার জন্য আধুনিক যেসব উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে, তার কোনটিই ব্যবহার করবে না।

বিশতম অধ্যায়

كتاب اللعان

কিতাবুল লি'আন

টীকা ঃ স্বামী যদি সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে তাহলে ইসলামী আদালতের বিচারক প্রথমে স্বামীকে এবং পরে স্ত্রীকে চারবার করে কসম করাবে এবং পঞ্চম বার লা'নত করাবে। অর্থাৎ স্বামী প্রথমে বিচারকের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার বলবে যে, সে যা বলেছে তা সত্য। পঞ্চমবারে বলবে, সে যা বলেছে তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তার উপরে যেন আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। স্বামীর শপথ শেষ হওয়ার পর স্ত্রী চারবার শপথ করে বলবে যে, সে (তার স্বামী) যা বলছে তা মিথ্যা। আর পঞ্চমবারে বলবে, সে নিজে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এরূপ করাকেই ইসলামী আইনের পরিভাষায় লি'আন বলা হয়।

লি'আনের আইনগত ফলাফল হলো, লি'আন করার পর এ ধরনের স্বামী-স্ত্রী কাউকেই শাস্তি প্রদান করা যাবে না। স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং স্বামী উক্ত গর্ভ অস্বীকার করলে শিশুর বংশগত পরিচয় হবে মায়ের মাধ্যমে। লি'আনকারী পিতা তার উত্তরাধিকারী হবে না এবং পুত্রও ঐ পিতার উত্তরাধিকারী হবে না। বরং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাও তার উত্তরাধিকারী হবে। এই স্ত্রীলোককে ব্যভিচারিনী এবং তার সন্তানকে ব্যভিচারজাত সন্তান বলা যাবে না। যদি কেউ এরূপ করে তাকে মিথ্যা অপবাদ (কযফ) দানের শাস্তি ভোগ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরানার হক নষ্ট হবে না। ইদ্দত পালনকালে ঐ স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোষের হকদার থাকবে না এবং এই নারীর সাথে তার ঐ স্বামীর বিয়ে চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।

লি'আন করার পর এদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে ইখতেলাফ আছে। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, পুরুষ লোকটির লি'আন করার পর স্ত্রীলোকটি লি'আন করুক বা না করুক তাদের বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (র) লাইস ইবনে সা'দ (র) এবং ইমাম যুফারের (র) মতে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই যখন লি'আন শেষ করবে তখন আপনা-আপনিই তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদের (র) মতে লি'আন করা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপনা-আপনিই বিচ্ছেদ ঘটে না। বরং কোর্ট যদি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করে তবেই বিচ্ছেদ ঘটে। সুতরাং এক্ষেত্রে লি'আনের পর স্বামী যদি নিজেই তালাক প্রদান করে তাহলে উত্তম। অন্যথায় কোর্ট তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري فقال له أرأيت ياعاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم

مَاسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَاعَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

৩৬০১। সাহল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমের আজলানী আসেম ইবনে 'আদী আনসারীর কাছে এসে বললো ঃ হে 'আসেম, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন লোককে দেখে (অর্থাৎ যেনায় লিপ্ত দেখে), তাহলে সে কী করবে? সে কি তাকে হত্যা করবে? যদি সে তা করে তাহলে কিসাসস্বরূপ তোমরা আবার তাকে হত্যা করবে কি? হে 'আসেম তুমি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে। 'আসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি তা জিজ্ঞেস করা অপছন্দনীয় এবং দূষণীয় মনে করলেন। এমনকি তাঁর নিকট থেকে 'আসেম যা শুনলেন তা তার কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। আসেম তার বাড়ীতে ফিরে আসলে 'উয়াইমের আজলানী তার কাছে এসে বললেন, হে 'আসেম, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বলেছেন? জবাবে 'আসেম 'উয়াইমেরকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে ভাল কিছু নিয়ে আসনি। তুমি যে বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছ, তিনি তা ভাল মনে করেননি। এ কথা শুনে 'উয়াইমের আজ্লানী বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমি নিজে এ বিষয়টি রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। অবশেষে 'উয়াইমের ভরা মজলিসে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে (যেনায়

লিপ্ত) দেখে তাহলে সে কী করবে? সে কি তাকে হত্যা করবে? এরূপ কারণে কি কিসাসস্বরূপ আপনি তাকে হত্যা করবেন? এমতাবস্থায় কী করতে হবে বলে দিন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হয়েছে। তুমি গিয়ে তাকে সাথে নিয়ে আস। সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী বর্ণনা করেন, অতঃপর তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে লি'আন করলো। আরো অনেক লোকের সাথে আমি সে সময় রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তাদের উভয়ের লি'আন করা শেষ হলে 'উয়াইমের বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিই তাহলে আমি কি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবো? এই কথা বলে সে তাঁর নির্দেশের পূর্বেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলো। ইবনে শিহাব বলেন ঃ ঐ সময় থেকেই তা লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একটা সুন্নাত বা বিধানে পরিণত হলো।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب

أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه مافرض الله لها

৩৬০২। সাহল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। বনী আজলান গোত্রে 'উয়াইমের আনসারী ইবনে 'আসেম ইবনে আদীর কাছে আসলো। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসের মধ্যে ইবনে শিহাবের এই কথাটিও বর্ণিত আছে যে, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া সুন্নাত অর্থাৎ বিধিতে পরিণত হলো। এতে আরো আছে, সাহল (রা) বললেন; স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী ছিলো। তার সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে তাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী এ রকম ক্ষেত্রে মা ও ছেলে পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথাও এখান থেকেই চালু হলো।

وحدثنا محمد

ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن

السُّنَّة فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ

৩৬০৩। ইবনে শিহাব বনী সায়েদা গোত্রের সাহল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ইসলামী বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোককে (যেনায় লিপ্ত) দেখে... এই কথা বলে তিনি হাদীসটি পূর্বাপর বর্ণনা করলেন। তবে এ বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে মসজিদের মধ্যে লি'আন করলো। আমি (সাহল) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হাদীসটিতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলো এবং তাঁর সামনেই স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রত্যেক লি'আনকারী দম্পতি এভাবেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَاللّٰهِ مَا جَاءَ بِكَ هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلَانُ

ابْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৩৬০৪। সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে মুসআবের স্ত্রী সম্পর্কে এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হলো যে, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর হুকুম কী? তাদের মধ্যে কি বিচ্ছেদ ঘটানো হবে? সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি এ প্রশ্নের কী জওয়াব দেব তা বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই আমি মক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের (রা) বাড়ীতে গেলাম। তার খাদেমকে বললাম, আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে বললো ঃ তিনি দুপুরের আহারের পর আরাম করছেন। তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনে বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের না কি? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ ভিতরে এসো। আল্লাহর শপথ! এই মুহূর্তে তুমি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছাড়া আসনি। আমি প্রবেশ করলাম। তখন তিনি খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে কম্বল বিছিয়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে 'আবদুর রাহমানের পিতা, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে? তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তাদের মধ্যে তো বিচ্ছেদই হয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রথমে অমুকের সেটা অমুক জিজ্ঞেস করেছিলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বলুন, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে যেনায় লিপ্ত দেখে তাহলে সে কী করবে? সে যদি কথাটি প্রকাশ করে

তাহলে একটা মারাত্মক কথা প্রকাশ করলো। আর যদি নিশ্চুপ থাকে তাহলে অনুরূপ একটি কথাই চেপে রাখলো। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেন, এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকলেন, কোন জবাব দিলেন না। পরবর্তী সময়ে একদিন সেই ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমি আপনাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি নিজেই তার শিকার হয়েছি। তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সূরা নূরের এই আয়াতগুলো (৬ থেকে ১০) নাযিল করলেন ঃ "ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূনা আযওয়াজাহুম....।"

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতগুলো তাকে পাঠ করে শুনালেন। তাকে নসীহত করলেন, বুঝালেন এবং বললেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হালকা। এরপরও লোকটি বললো ঃ সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমি তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে ডেকে তাকে নসীহত করলেন, বুঝালেন এবং বললেন ঃ "দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি তুলনায় অনেক হালকা।" সে বললো ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন। সে (পুরুষ লোকটি) অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে পুরুষ লোকটিকে আল্লাহর নামে শপথ করালেন। সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার দাবীতে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ আপতিত হোক। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে ডাকলেন। সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিল যে, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, সে (স্বামী) যদি তার দাবীতে সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রী) প্রতি আল্লাহর গযব আপতিত হোক। এরপর নবী (সা) তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

৩৬০৫। সাঈ'দ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি'আনকারী স্বামী ও স্ত্রীর হুকুম কী হবে এ সম্পর্কে মুস''আব ইবনে 'উমাইরের যুগে আমাকে প্রশ্ন করা হলে এর কী জওয়াব দেবো আমি তা বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে

'উমারের (রা) কাছে গিয়ে বললাম ঃ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তাদের কি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে?... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب «واللفظ ليحيى» قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يارسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩৬০৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি'আনকারী স্বামী ও স্ত্রীকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের উভয়ের এই কাজের প্রকৃত হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। কেননা, তোমাদের মধ্যে একজন তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এখন আর তার (তোমার স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার দেয়া অর্থ-সম্পদের কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কোন প্রকার অর্থ ফেরত পাবে না। কারণ লি'আন করার ব্যাপারে তুমি যদি সত্য বলে থাক তাহলে তোমার অর্থ তাকে হালালভাবে ভোগ করার বিনিময় হয়ে গিয়েছে। আর লি'আন করার ব্যাপারে তুমি যদি মিথ্যা বলে থাক তাহলে তোমার অর্থ ফেরত পাওয়া সুদূর পরাহত হয়ে গিয়েছে।

সনদ ঃ যুহাইর তার বর্ণনায় হাদীসটি সুফিয়ান, 'আমর, সাঈ'দ ইবনে যুবাইর ও 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, লি'আনকারী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যা আরোপকারীকে তওবা করা উচিত। কারণ সে অপবাদ আরোপকারী। এই হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, সহবাস করার পর স্ত্রীর মোহরানাও পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং লি'আন করার পরও তা বহাল থাকে।

وحدثنى أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب

৩৬০৭। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ জানেন নিশ্চয়ই তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। তোমাদের কোন একজন কি তওবা করবে?

وحدثناه ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله

৩৬০৮। সা'ঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা)-কে লি'আনের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد ابن المثنى وابن بشار «واللفظ للمسمعي وابن المثنى» قالوا حدثنا معاذ «وهو ابن هشام» قال حدثنى أبى عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبى الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان

৩৬০৯। সা'ঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতেন না। সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আমি বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের (রা) কাছে বললে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী 'আজলান গোত্রের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে (লি'আন করার পর) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।

وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيي بن يحيي «واللفظ له» قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم

৩৬১০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, নাফে' কি ইবনে 'উমারের (রা) সূত্রে আপনাকে বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যাপারে লি'আন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানকে তার মায়ের সাথে দিয়ে দেন? মালিক বলেন, হাঁ।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما

৩৬১১। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী ব্যক্তি ও স্ত্রীকে লি'আন করিয়েছিলেন এবং তাদের পরস্পরকে বিছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحي «وهو القطان» عن عبيد الله بهذا الاسناد

৩৬১২। 'উবায়দুল্লাহ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم «واللفظ لزهير» قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته

رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ هَذِهِ الْآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

৩৬১৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুম‘আর রাতে আমি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। ইতোমধ্যে আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক এসে বললো, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষ লোক দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? কারণ, সে যদি এ বিষয়টি কারো কাছে বলে তাহলে (অপবাদ আরোপের শাস্তি হিসেবে) তোমরা তার চামড়া তুলে ফেলবে। যদি সে তাকে হত্যা করে তাহলে তোমরাও তাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করবে। আর যদি কিছু না বলে সে চুপ থাকে তাহলে সব ক্ষোভ মনে চেপে রেখেই তাকে চুপ করে থাকতে হবে। আল্লাহর শপথ! বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবো। তাই পরদিন সকালবেলা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল এবং তাঁকে বললো ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষ লোক দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? কেননা, বিষয়টি ব্যক্ত করলে আপনারা হয় তার চামড়া তুলে নেবেন। সে তাকে হত্যা করলে কিসাসস্বরূপ আপনারাও তাকে হত্যা করবেন। আর যদি সে চুপ থাকে তাহলে মনের মধ্যে ভয়ংকর ক্ষোভ চেপে রেখে চুপ করে থাকতে বাধ্য হবে। এ কথা শুনে নবী (সা) দু‘আ করতে থাকলেন ঃ “হে আল্লাহ তুমি এ বিষয়ে ফয়সালা করে দাও।” এরপরই লি‘আন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ “ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূনা আযওয়াজাহুম ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহুম্

শুহাদাউ ইল্লা আনফুসুহুম,...।" অর্থাৎ "যারা নিজের স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করবে, অথচ নিজেকে ছাড়া আর কোন সাক্ষী যোগাড় করতে পারবে না...।" এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে লোকজনের সামনে পরীক্ষা করা হলো। সে এবং তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলো এবং উভয়েই লি'আন করলো। পুরুষ লোকটি এই মর্মে সাক্ষ্য দিলো যে, সে যা বলছে সে বিষয়ে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে এই বলে লা'নত বাক্য করলো যে, সে মিথ্যাবাদী হলে যেন তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়। এরপর স্ত্রীলোকটি লা'নত বাক্য উচ্চারণ করতে উদ্যত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "থামো!" কিন্তু সে বিরত হতে অস্বীকৃতি জানালো এবং লি'আন করলো। উভয়েই চলে যেতে উদ্যত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবতঃ সে কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট কালো সন্তান প্রসব করবে। পরে সে কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট কালো সন্তানই প্রসব করলো।

وحدثناه إسحق بن ابراهيم أخبرنا عيسى ابن يونس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه

৩৬১৪। আ'মাশ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الاسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فان جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين

৩৬১৫। মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) লি'আনের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, এ বিষয়ে তার জানা আছে। তিনি (আনাস) বললেন ঃ হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহ্‌মার সাথে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করলো। তিনি ছিলেন বারা ইবনে

মালিকের বৈপিত্রেয় ভাই। তিনিই ইসলামের প্রথম লি'আনকারী ব্যক্তি। আনাস ইবনে মালিক (রা) বললেন ঃ সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লি'আন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এই স্ত্রীলোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সে যদি ফর্সা, সরল-কেশ এবং লালবর্ণ চোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে তা হেলাল ইবনে উমাইয়ার সন্তান। আর যদি সে কালো-চোখ, কোঁকড়া চুল এবং পাতলা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে তা শরীক ইবনে সাহ্‌মার সন্তান। আনাস ইবনে মালিক (রা) বললেন, পরে আমি জানতে পারলাম, সে কালো চোখ, কোঁকড়া চুল এবং পাতলা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে।

টীকা ঃ হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, লি'আন করার সময় হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী গর্ভবর্তী ছিল এবং গর্ভের ব্যাপারে তিনি তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহ্‌মার সাথে ব্যভিচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লি'আন করতে বলেছিলেন। তারা পরস্পরে লি'আন করলে গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ

ابْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ» قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

৩৬১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লি'আনের কথা আলোচিত হলো। সে বিষয়ে 'আসেম ইবনে 'আদী নিজের কিছু মতামত পেশ করলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন। এই সময় তার গোত্রের এক লোক তার কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, সে তার স্ত্রীর কাছে এক পুরুষ লোককে দেখতে পেয়েছে। শুনে 'আসেম বললেন, আমি আমার কথার কারণেই এ পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হয়েছি। তিনি তাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং তার স্ত্রীর ব্যাপারে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করলেন। ঐ ব্যক্তি ছিল হলুদ বর্ণের হালকা গড়নের এবং সরল চুলের অধিকারী। অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল স্থূলদেহী মাংসল নলা বিশিষ্ট ও গৌরব বর্ণের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে আল্লাহ, বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে দাও।"

পরে স্ত্রীলোকটি একটি সন্তান প্রসব করলো। সন্তাটি স্ত্রীলোকটির স্বামী যে লোকটিকে তার স্ত্রীর কাছে ছিল বলে অভিযোগ করেছিল, তার মত। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে লি'আন করালেন। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করল যে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "বিনা প্রমাণে আমি কাউকে প্রস্তর নিক্ষেপ করলে এই স্ত্রীলোকটিকেই পাথর মারতাম"– এটি সেই স্ত্রী লোক? 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ না, সেই স্ত্রীলোকটি নয়। ঐ স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে সমাজে দুষ্কৃতি করে বেড়াত।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا

৩৬১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীর উল্লেখ করা হলো।... অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে লাইস বর্ণিত হাদীসে "স্থূলদেহী" কথাটির পর এ কথাটুকু উল্লেখ আছে "কোঁকড়ানো ও জট পাকানো চুল বিশিষ্ট।"

وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ، واللفظ لعمرو ، قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة أعلنت قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس

৩৬১৮। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের (রা) সামনে দু'জন লি'আনকারী (স্বামী ও স্ত্রী) সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে 'আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করলেন, এরাই কি তারা যাদের (একজন) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ "কোন প্রমাণ ছাড়াই যদি আমি কাউকে পাথর বর্ষণ করতাম তাহলে এই স্ত্রীলোকটিকেই করতাম?" ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, না। সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করে বেড়াতো।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ، يعني الدراوردي ، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم

৩৬১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে 'উবাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার রায় কি? সে কী তাকে (ঐ পুরুষ লোকটিকে) হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না"। সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা) তখন বলে উঠলেন, হাঁ, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়ে সম্মান দান করেছেন তার শপথ! সে তাকে হত্যা করবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের নেতা যা বলেন তা শুনো।"

وحدثني زهير بن حرب حدثني إسحق بن عيسى حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يارسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم

৩৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষ লোককে দেখতে পাই তাহলে কি চারজন সাক্ষী যোগাড় করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يارسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني

৩৬২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষ লোক দেখতে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী যোগাড় করা ছাড়া কি তাকে কিছু বলবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। এ কথা শুনে সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা) বললেন ঃ কখনো তা হতে পারে না। যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ! (এরূপ হলে) আমি চারজন সাক্ষী যোগাড় করার আগেই দ্রুত তরবারি দ্বারা তার প্রতিকার করবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমাদের নেতা কি বলেন তা শুনো। সে অতীব মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আমি তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর মহান আল্লাহ আমার চেয়েও অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী।"

حدثني عبيد الله

ابن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري «واللفظ لأبي كامل» قالا

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ «كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ» عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللّٰهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ اللّٰهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ

৩৬২২। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা) বলেছেন ঃ আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোক দেখি তাহলে কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ না করে সাথে সাথে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা সা'দ ইবনে 'উবাদার এরূপ মর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছো? আল্লাহর শপথ, আমি তার (সা'দ) চেয়ে বেশী মর্যাদাবোধের অধিকারী। আর মহান আল্লাহ আমার চাইতে অধিক মর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রমের অধিকারী। আর এরূপ সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের কারণেই আল্লাহ তা'আলা গোপন ও প্রকাশ্য সবরকম অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হারাম করেছেন। মহান আল্লাহর চাইতে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী আর কেউ নেই। ওজর ও অক্ষমতা মেনে নেয়া আল্লাহর চাইতে অন্য কারো কাছে বেশী প্রিয় নয়। এ কারণেই তিনি সু-সংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছেই নিজের প্রশংসা বেশী প্রিয় নয়। এ কারণেই যে ব্যক্তি তার প্রশংসা করে তার জন্য তিনি জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرُ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ

৩৬২৩। এ সূত্রেও কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ» قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

৩৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ফাযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে (অথচ আমি কালো নই)। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার কি উট আছে? লোকটি বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ ঐগুলোর রং কি? সে বললো ঃ লাল। তিনি বললেন ঃ ঐ উটগুলোর মাঝে কি কোন মেটে লাল বর্ণের উট আছে? সে বললো হাঁ, মেটে লাল বর্ণের উটও আছে। তিনি বললেন ঃ এরূপ কি করে হলো? সে বললো, হয়তো উর্ধ্বতন বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ক্ষেত্রেও হয়তো উর্ধ্বতন বংশের কোন প্রভাব এর ওপরে পড়ে থাকবে।

টীকা ঃ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সন্তান পিতা-মাতার বর্ণের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে কিংবা চেহারা ও দৈহিক গঠনে বৈষম্য থাকলেও তাকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ অনেক সময় বংশের উর্ধ্বতন কোন ব্যক্তির প্রভাবে বাচ্চা এরূপ হতে পারে।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَمًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ

৩৬২৫। যুহরী থেকে এ সূত্রে ইবনে উআইনা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অতিরিক্ত আছে যে, বনী ফাযারাহ গোত্রের ঐ ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কাল সন্তান প্রসব করেছে। তখন

সে (বনী ফাযারাহ গোত্রের লোকটি) ঐ সন্তানকে অস্বীকার করতে চাচ্ছিলো। আর হাদীসের শেষভাগে এতটুকু কথা অতিরিক্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ বাচ্চা অস্বীকার করতে অনুমতি দেননি।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ» قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ

৩৬২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কাল সন্তান প্রসব করেছে। আমি সেই সন্তানকে অস্বীকার করেছি। (একথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ কি কি রংয়ের? সে বললো, লাল রংয়ের। তিনি বললেন ঃ ঐ উটগুলোর মধ্যে কি মেটে রংয়ের কোন উট আছে? সে বললো, হাঁ আছে। রাসূলুল্লাহু সাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই রংয়ের উট কোথা থেকে এলো ? সে বললো, হয়তো উর্ধতন বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এক্ষেত্রেও হয়তো কোন শিয়া (বংশের পূর্বপুরুষদের কেউ) প্রভাব বিস্তার করেছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৩৬২৭। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অবহিত হয়েছি যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

একুশতম অধ্যায়

كتاب العتق

কিতাবুল ইত্‌ক (দাসমুক্তি)

حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق

৩৬২৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর ঐ ক্রীতদাসের পূর্ণ মূল্য দেয়ার আর্থিক সামর্থ্য তার থেকে থাকে তাহলে ক্রীতদাসটির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এ ব্যক্তির নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং অন্য অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এইভাবে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করে দেয়া হবে। অন্যথায় সে (দাস) প্রথম ব্যক্তির অংশের সমপরিমাণ মুক্ত হবে।

وحدثناه قتيبة ابن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع

৩৬২৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও নাফে' থেকে মালিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار «واللفظ لابن المثنى» قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن

৩৬৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজনের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাস সম্পর্কে বলেন ঃ যদি একজন তার অংশ স্বাধীন করে দেয়, তাহলে সে অন্য অংশীদারের অংশও মুক্ত করার জন্য জিম্মাদার হবে।

وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

৩৬৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের কোন এক অংশীদার যদি তার অংশ মুক্ত করে দেয় তাহলে তার নিজের অর্থে ক্রীতদাসটিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া তার কর্তব্য, যদি তার সে সামর্থ্য থাকে। আর যদি তার সে আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى «يعني ابن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه

৩৬৩২। সাঈদ ইবনে আবু আরুবা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ যদি তার (নিজের অংশ মুক্তকারী অর্থ না থাকে তাহলে ক্রীতদাসটির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এবং তাকে অবকাশ দিতে হবে যাতে সে অর্থ উপার্জন করে (অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধ করে) নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে।

حدثنى هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن أبى عروبة وذكر فى الحديث قوم عليه قيمة عدل

৩৬৩৩। কাতাদা এ সূত্রে ইবনে আবু আরুবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণিত হাদীসে "ক্রীতদাসটির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করা হবে" কথাটিও উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১

দাস মুক্তকারী হবে মুক্তদাসের ওলী বা অভিভাবক।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق

৩৬৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে আয়েশার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি ক্রীতদাসীকে খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু ক্রীতদাসীর মালিক বললো ঃ এর 'ওলায়া' বা উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার আমাদের থাকবে– এই শর্তে আমরা তাকে আপনার কাছে বিক্রি করতে পারি। তিনি (আয়েশা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করে সেই তার অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী হয়।

টীকা ঃ 'ওলায়া' বা অভিভাবকত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা বুঝতে হলে তৎকালীন আরবের অবস্থা উপলব্ধি করা দরকার। এককথায়, তৎকালীন আরবে হানাহানি ও রক্তপাত ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই পরিশেষে কোন ব্যক্তির নিরাপত্তার প্রশ্নটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দাসদাসীরা আসতো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূরবর্তী অঞ্চল তথা আরবের বাইরে থেকে। দাস জীবনে প্রবেশ করার পর তাদের নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকতো না। তাই দাস জীবনের অবসান ঘটার সাথে সাথে তারা অভিভাবক ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তারা অনেকটা অসহায় বোধ করতো। এমতাবস্থায় সামাজিক ও জানমালের নিরাপত্তার জন্য সে শক্তিশালী অভিভাবকের প্রয়োজনীতা তীব্রভাবে অনুভব করতো। তাই যারাই দাসকে মুক্ত করে দিতো তারাই তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতো এবং এটাকে একটা কর্তব্য ও সম্মানজনক ব্যাপার বলে সবাই মনে করতো। এই অভিভাবকত্বের ফলে অভিভাবক বংশ বা ব্যক্তি উক্ত দাসের মৃত্যুর পর তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো (যদি তার সরাসরি কোন ওয়ারিস না থাকতো)।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق

৩৬৩৫। 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, বারীরা (নাম্মী ক্রীতদাসী) তার কিতাবাতের (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য লিখিত চুক্তিপত্র) অর্থ পরিশোধের জন্য তার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসলো। তখনও সে (বারীরা) তার কিতাবাত বা চুক্তির দেয় অর্থ মোটেই পরিশোধ করতে পারেনি। 'আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার মালিকদের বলো, তারা চাইলে আমি তোমার কিতাবাত বা চুক্তির দেয় সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবো। তবে 'ওলায়া' হবে আমার। বারীরা গিয়ে তার মালিক পক্ষের কাছে এ কথা বললো। তারা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো, 'আয়েশা (রা) চাইলে তোমার মুক্তির বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করুন এবং তোমাকে মুক্ত করুন। কিন্তু "ওলায়া" আমাদেরই হতে হবে। 'আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দাও। দাস-দাসীকে মুক্তিদানকারীই 'ওলায়ার' অধিকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন এবং বললেন ঃ লোকদের কি হলো যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত শতবার আরোপ করলেও তা কার্যকর হবে না। সর্বাপেক্ষা ন্যায় ও দৃঢ় শর্ত বা বিধান হলো আল্লাহর দেয়া বিধান।

টীকা ঃ বারীরা (রা) ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। হযরত 'আয়েশা (রা) তাকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। খরিদ করার প্রাক্কালে তার মালিক অবৈধ শর্ত আরোপ করেছিলো।

حدثني أبو الطاهر

أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد

৩৬৩৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার কাছে এসে বললো, হে 'আয়েশা, আমি আমার মালিকের সাথে নয় উকিয়া (রূপা) দেয়ার বিনিময়ে দাসমুক্তির চুক্তি করেছি। প্রতিবছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এহাদীসে আরো বলা হয়েছে– নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ('আয়েশা) বললেন ঃ এই শর্ত তোমাকে যেন তাকে খরিদ করা থেকে বিরত না রাখে। বরং তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। এই হাদীসে আরো বলা হয়েছে– অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মাবাদ'...

وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة

حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللّٰهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

৩৬৩৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (ক্রীতদাসী) আমার কাছে **এসে বললো, আমার মালিক পক্ষ প্রতিবছর এক উকিয়া করে পরিশোধ সাপেক্ষে নয় বছরে মোট নয় উকিয়া পরিশোধের শর্তে** আমার সাথে লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছে। তাই এ ব্যাপারে (আর্থিকভাবে) আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি তাকে বললাম ঃ তোমার মালিক পক্ষ চাইলে আমি এক সাথে তাদের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করে তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। তবে 'ওলায়ার অধিকার থাকবে আমার (এই শর্ত মেনে নিতে হবে।) বিষয়টি বারীরা তার মালিক পক্ষকে বললো। তারা 'ওলায়ার' অধিকার ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালো। তখন বারীরা আবার আমার কাছে এসে একথা আমাকে জানাল। আমি তাকে ধমকালাম। সে বললো ঃ আল্লাহর কসম, তা হবে না। 'আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে সবকিছু জানালাম, তিনি (আয়েশাকে) বললেন ঃ তুমি তাকে খরিদ করে স্বাধীন করে দাও এবং ওলায়ার অধিকার তাদেরই থাকবে বলে স্বীকার করে নাও। কেননা যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করে ওয়ালার অধিকার তারই থাকে। 'আয়েশা বললে, অতঃপর আমি তাই করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় খুতবা দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার প্রতি যথাযোগ্য গুণাবলী আরোপ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ লোকদের কি হয়েছে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা মহান ও সর্বশক্তিমান' আল্লাহর কিতাবে নেই। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত আরোপ করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তা সংখ্যায় একশ'টি হলেও আল্লাহর কিতাবই সর্বাধিক সত্য। আর আল্লাহর শর্তই সর্বাপেক্ষা মজবুত শর্ত। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন কথা কেন বলে যে, অমুক, অমুক দাস বা দাসীকে তুমি মুক্ত করে দাও আর ওলায়া বা উত্তরাধিকার স্বত্ব আমার জন্য সংরক্ষিত থাক। প্রকৃত ব্যাপার হলো যে, ব্যক্তি দাস স্বাধীন করবে ওয়ালার অধিকার তারই স্বীকৃত হবে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ

৩৬৩৮। হিশাম ইবনে 'উরওয়া থেকে এই সনদে আবু উসামা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর বর্ণিত হাদীসে এ কথাও আছে ঃ বারীরার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার বা ছিন্ন করার এখতিয়ার দান করলেন। সে এই এখতিয়ার প্রয়োগ করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করল। তার স্বামী স্বাধীন ব্যক্তি হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই এখতিয়ার দিতেন না, তবে জারীর বর্ণিত এই হাদীসে "আম্মাবা'দ" কথাটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ «وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ
أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي
لَنَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ

৩৬৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাসী বারীরার ক্ষেত্রে তিনটি মাসআলা জানা যায়। ১. তার মালিক পক্ষ তাকে বিক্রি করতে মনস্থ করলো। কিন্তু (ক্রেতা) তাকে স্বাধীন করে দিলে ওলায়া উত্তরাধিকার স্বত্ব তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে– এই শর্ত আরোপ করলো। আমি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে কিনে নিয়ে স্বাধীন করে দাও। কারণ ওলায়ার অধিকারী হবে আযাদকারী ব্যক্তি। অতএব তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বিবাহ্ বন্ধন ছিন্ন করার বা অক্ষুণ্ন রাখার) এখতিয়ার দিলেন। সে এই এখতিয়ার প্রয়োগ করলো (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলো)। 'আয়েশা (রা) বললেন, লোকেরা বারীরাকে দান-খয়রাত করতো। সে তা থেকে আমাদের জন্য উপহার পাঠাতো। বিষয়টি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ "তা তার জন্য সাদকা কিন্তু তোমাদের জন্য উপহার। তাই তোমরা তা খেতে পারো।"

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

৩৬৪০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসারদের কিছু লোকের নিকট থেকে ক্রীতদাসী বারীরাকে খরিদ করলেন। কিন্তু ওলায়ার অধিকার তাদের হাতে বলে তারা শর্ত আরোপ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিয়ামত বা আজাদী দানের যে মালিক সেই ওলায়া বা অভিভাবকত্বের মালিক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে (বিবাহ বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে) এখতিয়ার দান করলেন। তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। (আজাদী লাভের পর) একদিন সে 'আয়েশাকে (রা) উপহার হিসেবে গোশ্‌ত পাঠালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আয়েশাকে বললেন ঃ কিছুটা গোশ্‌ত রান্না করলে হতো। 'আয়েশা (রা) বললেন, এতো বারীরাকে সদকার গোশ্‌ত দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন ঃ "এটা তার জন্য সদকা, কিন্তু আমাদের জন্য তা উপহার।"

টীকা ঃ বারীরা ছিল মদীনার এক আনসার পরিবারের ক্রীতদাসী। তার মালিক পরিবারের লোকজন তার সাথে কিতাবাত বা দাসমুক্তি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিল। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সে তার মালিকদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে। তাই সে হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আসলে তিনি তাকে পূর্ণ অর্থ দিয়ে মুক্ত করার নিয়তে

বললো যে, মুক্তি প্রাপ্তির পর সে তারই অভিভাবক থাকবে। কিন্তু বারীরার মালিক পরিবার এই কথা অস্বীকার করে বললো, ওলায়া বা উত্তরাধিকার স্বত্ব তাদের থাকতে হবে। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি দাস-দাসী মুক্ত করবে 'ওলায়া' তারই থাকবে। এরপর হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হা তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। বারীরার স্বামীর নাম ছিল মুগীস। সে যেহেতু তখনও দাস জীবন যাপন করছিলো, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে তার সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বা না করার ইখতিয়ার প্রদান করলেন। সে এই অধিকার প্রয়োগ করে স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করলো। ক্রীতদাসী থাকাকালে বারীরার কাছে অনেক সময় সাদকার অর্থ, গোশত এবং খাবার আসতো। একদিন তার কাছে গোশত আসলে সে তা উপহার স্বরূপ হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে পাঠালো। ঘরে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশ্‌ত দেখে তা রান্না করার কথা বললেন। 'আয়েশা (রা) জানালেন, ঐগুলো বারীরাকে পাঠানো সাদকার গোশ্‌ত। কিন্তু তা বারীরাকে সাদকা হিসেবে দেয়ার পর তার মালিকানা পরিবর্তন হয়ে বারীরার হস্তগত হয়েছে। সুতরাং তা সাদকার গোশ্‌ত হলেও যখন সে হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তা উপহার পাঠিয়েছে তখন মালিকানা পরিবর্তনের কারণে তার মধ্যে সাদকার মালের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা তাঁর জন্য উপহার।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي

৩৬৪১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য ক্রীতদাসী বারীরাকে খরিদ করতে মনস্থ করলেন। তার মালিক পক্ষ 'ওলায়া' তাদের থাকবে বলে শর্তারোপ করলো। বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা যে ব্যক্তি মুক্তিদানকারী সেই ওলায়ার প্রকৃত অধিকারী। (বারীরার পক্ষ থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত উপহার পাঠানো হতো। সবাই তাঁকে (নবী) বললো ঃ এ গোশ্‌ত বারীরার কাছে সাদকা হিসেবে এসেছে। তিনি বললেন ঃ এ গোশ্‌ত তার জন্য সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপহার। (সে মুক্তি পেলে তাকে বিবাহ-বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখতে বা ছিন্ন করার এখতিয়ার দেয়া হল।)

'আবদুর রাহমান বলেছেন ঃ বারীরার স্বামী স্বাধীন লোক ছিল। শু'বা বলেছেন ঃ আমি আবদুর রহমানকে বারীরার স্বামী সম্পর্কে আবার জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বলেন, আমি তার সম্পর্কে জানি না।

وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه

৩৬৪২। একই সনদে আহমাদ ইবনে 'উসমান নাওফালী আবু দাউদের মাধ্যমে শু'বা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا

৩৬৪৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিলো।

وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يارسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق

৩৬৪৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বারীরার প্রসঙ্গে তিনটি সুন্নাত বা বিধান জানা গিয়েছে। (১) সে মুক্তি লাভ করার পর তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। (২) তাকে (সদকার) গোশ্‌ত দেয়া হয়েছিল। সে গোশ্‌ত ডেক্‌চিতে করে চুলোর উপর পাকানো

হচ্ছিলো। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। তিনি খাবার চাইলে তাঁকে রুটি এবং কিছু তরকারী দেয়া হলো। তিনি বললেন ঃ আমি কি দেখছি না উনুনে ডেকচিতে গোশ্‌ত রান্না হচ্ছে? সবাই বললো ঃ হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, গোশ্‌ত রান্না হচ্ছে তবে তা বারীযাকে দেয়া সাদকার গোশ্‌ত। তাই তা আপনাকে খেতে দেয়া আমরা পছন্দ করছি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এতো তার জন্য সাদকা কিন্তু তার পক্ষ থেকে আমার জন্য হাদিয়া বা উপহার (৩) আর বারীরার ব্যাপারেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি দাস বা দাসী মুক্ত করবে ওলায়া (উত্তরাধিকার স্বত্ব) তারই থাকবে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

৩৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা) একজন ক্রীতদাসীকে কিনে আজাদ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ ওলায়ার অধিকার তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকা ছাড়া তাকে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন। তিনি বললেন, না, তোমাকে ঠেকাতে পারবে না কারণ যে ব্যক্তি দাসকে মুক্তি দান করে ওলায়ার অধিকার তারই জন্য নির্ধারিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

'ওলায়া' বা নিজের মুক্তি দেয়া দাস-দাসীর থেকে প্রাপ্য উত্তরাধিকার স্বত্ব বিক্রি করা বা দান করা নিষেধ।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ. وَعَنْ هِبَتِهِ «قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ»

৩৬৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওলায়া' বা মুক্তি প্রদত্ত ক্রীতদাসের উত্তরাধিকারী বিক্রি বা দান করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীসের ব্যাপারে সব রাবীগণ 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের উপর নির্ভর করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك «يعني ابن عثمان» كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة

৩৬৪৭। এ সূত্রে রাবীগণ 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে 'উবায়দুল্লাহ থেকে সাকাফী বর্ণিত হাদীসে 'বাই' বা বিক্রির কথা উল্লেখ আছে। তিনি হেবা বা দানের কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের তার মুক্তিদাতা ছাড়া আর কাউকে মালিক বা প্রভু বলে স্বীকার করা হারাম।

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك

৩৬৪৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিনামায় লিখে দিয়েছিলেন, কোন গোত্রের আজাদকৃত দাসের রক্তপণ ঐ গোত্র পরিশোধ করবে। তিনি আরও লিখেছিলেন, আজাদকারী মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানের আজাদকৃত দাসের অন্য কাউকে মনিব বলে স্বীকার করা হালাল নয়। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, পরে আমি জানতে পেরেছি যে, এরূপ কাজ যে ক্রীতদাস করবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চুক্তিনামায় তাকে অভিসম্পাত করেছিলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ « يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ » عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

৩৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করলে তার প্রতি আল্লাহ ও সব ফেরেশতার লা'নত বর্ষিত হয়। তার কোন নফল বা ফরয 'ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

৩৬৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে গোলাম তার মনিবদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে মনিব বানাবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন তার ফরয এবং নফল কোন 'ইবাদত কবুল করা হবে না।

وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

৩৬৫১। আ'মাশ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসে "যে গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করবে" কথাটুকু উল্লেখ আছে।

و حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة «قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه» فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا

৩৬৫২। ইবরাহীম তাইমী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ‘আলী ইবনে আবু তালিব (রা) একদিন আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফা ছাড়া আর কোন কিতাব আমাদের কাছে আছে এবং আমরা তা পাঠ করে থাকি বলে যারা মনে করে তারা মিথ্যাবাদী। তার (আলী) তরবারির খাপে একখানি সহীফা বা পুস্তিকা সংযুক্ত ছিল যাতে উটের বয়স নির্দেশক বর্ণনা ছিল এবং জখমের কিসাস সম্পর্কিত হুকুম বর্ণিত ছিল। এতে আরো সংরক্ষিত ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী যাতে বলা হয়েছিল ঃ মদীনা ‘আইর’ থেকে সাওর পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদ‘আত সৃষ্টি করবে কিংবা কোন বিদ‘আতীকে আশ্রয় দেবে তার প্রতি আল্লাহ, সব ফেরেশতা এবং গোটা মানব জাতির অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার নফল যা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। আর মুসলমানদের সবার নিরাপত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মুসলমানও নিরাপত্তার জামিন হতে পারে। যে ব্যক্তি তার পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করবে কিংবা তার আজাদকারী মনিব ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলে স্বীকার করবে তার ওপরে আল্লাহ সব ফেরেশতা এবং গোটা মানব জাতির লা‘নত বা অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার নফল কিংবা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দাস-দাসীকে মুক্ত করার মর্যাদা।

حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحي بن سعيد عن عبد الله بن سعيد ، وهو ابن أبي هند ، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار

৩৬৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কোন মু'মিন ক্রীতদাসকে (দাসত্ব-শৃংখল থেকে) মুক্ত করে দিলে আল্লাহ তার এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদানকারীর এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه

৩৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাসকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদানকারীর এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমনকি তার গুপ্ত অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার গুপ্ত অঙ্গকে মুক্ত করে দেবেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه

৩৬৫৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাসকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদানকারীর এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদানকারীর গুপ্তাঙ্গকে মুক্ত করে দেবেন।

وحَدَّثني حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عاصِمٌ ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ ، يَعْنِي أَخَاهُ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ ، صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

৩৬৫৬। সা'ঈদ ইবনে মারজানা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করলে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ মুক্তিদানকারীর প্রতিটি অঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করবেন।" হাদীস বর্ণনাকারী সা'ঈদ ইবনে মারজানা বলেন, আমি আবু হুরায়রার (রা) নিকট থেকে হাদীসটি শুনার পরই 'আলী ইবনে হুসাইনের (যায়নুল আবেদীন) কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি দাসকে মুক্ত করে দিলেন। তাকে ক্রয় করার জন্য তিনি মূল্য হিসেবে ইবনে জাফরকে দশ হাজার দিরহাম বা এক হাজার দীনার দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

বাপকে দাস-জীবন থেকে উদ্ধার করার মহত্ত্ব।

حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده

৩৬৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি উপায় ছাড়া সন্তান তার পিতার হক আর কোন উপায়ে আদায় করতে সক্ষম নয়। পিতা যদি ক্রীতদাস হয়ে থাকে, আর সন্তান যদি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তাহলেই কেবল পিতার হক আদায় হতে পারে। ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় "ওয়ালাদুন ওয়ালিদান" শব্দ দু'টির স্থানে "ওয়ালাদুন ওয়ালিদাহু" বর্ণিত হয়েছে।

وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَهُ

৩৬৫৮। সুহাইল থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার বর্ণনায় "ওয়ালাদুন ওয়ালিদাহু" শব্দ রয়েছে।

বাইশতম অধ্যায়

كتاب البيوع

কিতাবুল বুয়ূ (ব্যবসা-বাণিজ্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

মোলামাসা ও মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

৩৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোলামাসা ও মোনাবাযা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

৩৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৬৬১। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ «يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

৩৬৬২। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন.... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبى هريرة أنه قال نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه

৩৬৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'প্রকারের কেনা-বেচা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে 'মোলামাসা' এবং অপরটি 'মোনাবাযা'। মোলামাসা হচ্ছে এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা নির্দ্বিধায় পরস্পরের কাপড় স্পর্শ করবে (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকবে না)। আর মোনাবাযা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাপড় অন্যের দিকে ছুড়ে মারবে, কিন্তু কেউ কারো কাপড়ের দিকে তাকাতে পারবে না।

وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، واللفظ لحرملة ، قالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص أن أبا سعيد الخدرى قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

৩৬৬৪। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মোলামাসা ও মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। মোলামাসা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি (ক্রেতা) অপর ব্যক্তির (বিক্রেতার) কাপড় রাত্রে অথবা দিনের

বেলায় নিজ হাতে স্পর্শ করা এবং তা ভালোভাবে উল্টে-পাল্টে না দেখা। আর মোনাবাযা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে এবং অপর ব্যক্তি এই ব্যক্তির দিকে নিজ নিজ কাপড় নিক্ষেপ করবে। এভাবে না দেখেই এবং পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকেই ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩৬৬৫। ইবনে শিহাব থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা এবং অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

৩৬৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করতে এবং অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ 'বাইয়ে গরর' অর্থাৎ অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের বহুবিধ পন্থা আমাদের সমাজে চালু আছে। যেমন, পুকুরের পানির ভেতরের মাছ, গাভীর পালানের দুধ (দোহনের পূর্বে), ধান, চাউল, গম ইত্যাদির স্তূপ থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ, অনেক কাপড়ের মধ্য থেকে যে কোন একখানা কাপড় হাতে আসার পূর্বে আকাশের উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি বেচা-কেনা করা হারাম। এটা এমন ধরনের লেনদেন যেখানে বিক্রেতা পণ্যের মূল্য গ্রহণ করার পরও ক্রেতাকে তা সরবরাহ করতে বাধ্য নয়। জাহেলী যুগে এ ধরনের বেচা-কেনা চালু ছিলো। (অ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

হাবালুল হাবালা ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

৩৬৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাবালুল-হাবালা' ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

৩৬৬৮। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা উটের গোশ্‌ত 'হাবালুল-হাবালা' পর্যন্ত বিক্রি করত। হাবালুল-হাবালা হচ্ছে কোন উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করল, অতঃপর এই বাচ্চা বড় হওয়ার পর এর পেটে আবার বাচ্চা আসল। (গর্ভস্থ এই বাচ্চাই হচ্ছে হাবালুল-হাবালা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে অপরজনের কথাবার্তা বলা এবং একজনের দরদাম করার ওপর দিয়ে অপরজনের দরদাম করা হারাম। নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলা এবং পশুর পালানে দুধ জমা করে রাখা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

৩৬৬৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তার ওপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা না বলে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى «وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ» قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

৩৬৭০। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি যেন, তার (মুসলমান) ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না তোলে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না পাঠায়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

৩৬৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমান কোন জিনিসের দর করার সময় অন্য মুসলমান সেই একই জিনিসের দর করতে পারে না।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ «وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ» عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ

৩৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তির দরদাম করার ওপর অপর কোন ব্যক্তিকে দরদাম করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৩৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (আগে-ভাগে সস্তায় খরিদ করার উদ্দেশ্যে) অগ্রবর্তী হয়ে পথিমধ্যে পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মিলিত হবে না। তোমাদের কেউই যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দাম করার সময় দাম না করে। দালালী করবে না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ না দেয়। উট এবং বকরীর পালানে দুধ জমিয়ে রাখবে না (ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে)। তবে কেউ এমন ধরনের পশু খরিদ করলে তার জন্যে (ক্রয়চুক্তি বাতিল করার) এখতিয়ার রয়েছে। দোহনের পর পছন্দ হলে ক্রয় চুক্তি বহাল রাখবে। আর অপছন্দ হলে এক সা' খেজুর (খুরমা) সহ তা ফেরত দেবে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে অনেকগুলো অত্যাবশ্যকীয় মাসয়ালা জানা যায়। (১) খাদ্যদ্রব্য বা পণ্য সামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই বাজারের বাইরে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা ঠিক নয়। তাতে ক্রেতা লাভবান হলেও বিক্রেতা ঠকে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। সব দ্রব্য বাজারে ঠিকমত আসতে পারলে বাজারে পণ্যের প্রাচুর্য হবে এবং সাধারণ ক্রেতা পছন্দমত দামে পণ্য খরিদ করতে পারবে। তাতে কারোর ক্ষতির আশংকা থাকে না। (২) শহরের অধিবাসীরা যেন গ্রামের অধিবাসীদের জন্য বেচা-বিক্রি না করে। এই নির্দেশের লক্ষ্য হচ্ছে– গ্রামের অধিবাসীরা যেন শহরবাসীদের নিকট না ঠকে এবং সমাজের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও যেন বৃদ্ধি না পায়। যেমন ঃ কোন গ্রাম্য লোক পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে আনলে, শহরের কোন ব্যক্তি তাকে বলে, এখন তো এ জিনিসের ভালো দাম নেই। তাই তুমি জিনিসটি আমার নিকট রেখে যাও। দাম যখন বেশী হবে তখন আমি তা বিক্রি করে দেব। এতে একই সঙ্গে দু'টি ক্ষতি দেখা দেবে। এক. গ্রাম্য সহজ-সরল লোকটির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া; দুই. জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কেননা সে তো রাখছেই চড়া দামে বিক্রি করার জন্যে। (৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দালালীর মত ঘৃণিত কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করেছেন। কেনার উদ্দেশ্য নেই, অথচ খামাখা অন্যের ক্ষতি করার নিয়তে জিনিসের দাম-দর বাড়িয়ে দেয়া এতে স্পষ্ট প্রতারণা হয়। কেননা সত্যিকারের ক্রেতা মনে করবে

বস্তুটির মূল্যই তাই। (৪) জানোয়ারের দুধ দোহন না করে 'পালান' বড় করে দেখানো। যেমন গাভী বা বক্‌রী ২/৩ দিন দোহনও করল না, কিংবা বাচ্চাকেও খেতে দিল না। তাতে ক্রেতা মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে এ গাভী বা বক্‌রী বেশী দুধ দেয়। তাই সে চড়া মূল্যে খরিদ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, এটাও প্রতারণা। সুতরাং পরে যদি ক্রেতাবিক্রেতার প্রতারণা বুঝতে পেরে ফেরত দিতে চায়, তখন তাকে জানোয়ারের সাথে এক সা' খেজুরও বিক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। এটা ইমাম শাফেয়ীরও মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, বক্‌রী বা গাভীর সাথে খেজুর দেয়া (দুধের বিনিময়ে) সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, বরং ক্রেতা প্রতারিত হয়ে যে পরিমাণ মূল্য বেশী দিয়েছে সে বিক্রেতা থেকে তা ফেরত নিতে পারে। তবে অধিকাংশ হাদীসে খেজুরের কথা উল্লেখ আছে, এ জাতীয় জানোয়ার কে 'মুসাররাহ বা মুহাফফালাহ' বলা হয়।

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ ـ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ـ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .

৩৬৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে, কোন নারীকে তার বোনের (অন্য নারীর) তালাক দাবী করতে, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে, পশুর পালানে দুধ জমা করে (ক্রেতাকে) পালান ফুলিয়ে দেখাতে এবং কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির দাম-দস্তর করার ওপর দাম-দস্তুর করতে।

টীকা ঃ কোন নারী তার সতীনকে তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করা, বা কোন নারী কোন ব্যক্তিকে বলে তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও তা হলে আমি তোমার সাথে বিয়ে বসব।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِيَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ

৩৬৭৫। গুনদুর, ওহাব ও আবদুস সামাদ, সবাই বলেন, এই সনদে শো'বা আমাদেরকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে গুন্দুর ও ওহাবের হাদীসে আছে "নিষেধ করা হয়েছে"। কিন্তু আবদুস সামাদের হাদীসে আছে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।"... শো'বার সূত্রে মুয়ায বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

৩৬৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাজাশ্' করতে (খরিদ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা দরদাম করে মূল্য বৃদ্ধি) নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

সস্তায় পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে শহর বা বাজারমুখী কাফেলার সাথে পথিমধ্যে গিয়ে সাক্ষাত করা হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ خ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى «يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ» ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي

৩৬৭৭। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। হাটে বাজারে পৌছার আগেই পথের মধ্যে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করে পণ্যদ্রব্য খরিদ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এটা ইবনে নুমাইরের বর্ণিত হাদীসের শব্দ সমষ্টি। তবে অপর বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন, সামনে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

৩৬৭৮। ইবনে 'উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... 'উবায়দুল্লাহর সূত্রে ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع

৩৬৭৯। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে বিক্রেতার সাথে (বাজারে বাইরে গিয়ে) সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب

৩৬৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহর অভিমুখী পণ্যবাহী কাফেলার সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار

৩৬৮১। ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মাঝপথে অগ্রসর হয়ে সাক্ষাত কর না। কোন ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে কিছু খরিদ করলে পরে যখন মালের মালিক বিক্রেতা বাজারে এসে পৌছাবে, তখন তার এখতিয়ার থাকবে। (অর্থাৎ ইচ্ছা করলে এই লেনদেন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

টীকা ঃ অনেকগুলো হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পণ্য বাজারে তোলার পূর্বে পথের মধ্যে খরিদ করা হারাম। ইমাম শাফেঈ ও মালেকের এটাই মাযহাব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি তাতে শহরবাসীদের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে এই কেনা-বেচা জায়েয হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
পল্লীবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা হারাম।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد

৩৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন শহরবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না। আর যুহাইর বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষে দালালী করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا

৩৬৮৩। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, (সস্তায় খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার উদ্দেশ্যে) অগ্রগামী হয়ে পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মিলিত হতে এবং গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য শহরবাসীকে বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী তাউস বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাসকে (রা) বললাম, শহরবাসীর পল্লীবাসীর পক্ষে বিক্রি না করার অর্থ কি? তিনি বললেন, (এর অর্থ হলো) তার পক্ষে দালালী করবে না।

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق

৩৬৮৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন শহরবাসী যেন কোন পল্লীবাসীর পক্ষে কেনাবেচা না করে। লোকদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ তায়া'লা তাদের একের দ্বারা অপরের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ইয়াহইয়ার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৬৮৫। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

৩৬৮৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ কোন শহরবাসী যেন কোন বেদুইনের পক্ষে বিক্রি না করে– এমনকি সে তার ভাই অথবা বাপ হলেও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

৩৬৮৭। মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
পালানে দুধ আটকে রাখা পশু বিক্রি করার বিধান।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

৩৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ যদি পালানে দুধ আটক করে রাখা বক্রী খরিদ করে, সে যেন তা নিয়ে ফিরে যায় এবং তা দোহন করে। দুধের পরিমাণ যদি তার পছন্দ হয় তাহলে বকরী রেখে দেবে, অন্যথা এক সা' খেজুর সহ তা ফেরত দেবে।

টীকা ঃ আমাদের এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক। দোহন করার পর যে পরিমাণ দুধ সে পান করেছে, তার বিনিময়ে এক সা' খেজুর দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ক্রেতা পশুকে যে ঘাস-পানি খাইয়েছে, তার বিনিময়ে এই দুধ ধরা হবে। সুতরাং পশু ফেরত দেয়ার সময় খেজুর দিতে হবে না। তার মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খেজুর দিতে বলেছেন তা সৌজন্যমূলক, বাধ্যতামূলক নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ «يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ» عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৩৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পালানে দুধ আটকে রাখা বকরী খরিদ করে তার জন্য (ক্রয়চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তিন দিনের অবকাশ আছে। যদি সে চায় তা রেখে দেবে, আর যদি চায় তা (তিন দিনের মধ্যে) ফেরত দেবে এবং সাথে এক সা' খেজুরও দেবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ «يَعْنِي الْعَقَدِيَّ» حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

৩৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পালানে দুধ আটকে রাখা বক্রী খরিদ করে, তার জন্য তিন দিনের অবকাশ আছে। সে যদি তা ফেরত দেয়, তাহলে এক সা' খাদ্যদ্রব্যসহ ফেরত দেবে, কিন্তু সে উত্তম গম দিতে বাধ্য নয়।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ

৩৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা বক্‌রী খরিদ করলো তার জন্য দু'টি সুযোগ আছে। হয় সে তা রেখে দেবে, অন্যথায় ফেরত দেবে এবং সাথে এক সা' খেজুর দেবে, গম নয়।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

৩৬৯২। আইয়ুব থেকে উক্ত সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসে আছে ঃ যে ব্যক্তি "স্তনে দুধ আটকে রাখা মেষ খরিদ করবে তার জন্য অবকাশ আছে" (ক্রয়চুক্তি বহাল রাখা না রাখার)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৩৬৯৩। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউই পালানে দুধ আটকে রাখা উষ্ট্রী অথবা বকরী খরিদ করে, দুধ দোহনের পর তার জন্যে দু'টি সুযোগ রয়েছে। পছন্দ হলে সে তা রেখে দেবে, অন্যথায় এক সা' খেজুর সহ ফেরত দেবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

পণ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করলে তা বাতিল গণ্য হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

৩৬৯৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য খরিদ করল, তা নিজের পুরো অধিকারে না আসা পর্যন্ত সে যেন তা বিক্রি না করে। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُوَ الثَّوْرِيُّ ، كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৩৬৯৫। আমর ইবনে দীনার থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

৩৬৯৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য খরিদ করবে, তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক জিনিসই খাদ্যশস্যের এই নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত।

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসগুলোতে একই বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা ক্রেতা পুরোপুরি নিজের দখলে না আনা পর্যন্ত এবং ক্রয়ের স্থান থেকে ক্রেতার নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা নিষেধ। এ বিষয়ে ইবনে 'আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এমতাবস্থায় দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হলো, অথচ তা নগদ নগদ সমান সমান পরিমাণে হতে হয়। তা থেকে কম-বেশী বা কোন একটি বাকী হলে, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করল, কিন্তু তা হস্তগত বা স্থানান্তরিত করার পূর্বেই আবার বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় মুনাফার অর্থ সুদ হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি একশো টাকায় এক মণ চাউল খরিদ করল। কিন্তু নিজে হস্তগত করা এবং স্থানান্তরিত করার পূর্বেই তা অন্যের নিকট একশো বিশ টাকায় বিক্রি করে দিল। এখানে 'বিশ' টাকা লাভ করল। অথচ চাউল সে নিজের দখলেও আনলোনা বা দেখলোও না, উপরন্তু একশো' টাকা দিয়ে 'কুড়ি টাকা' লাভ করে নিলো। এর অর্থ দাঁড়ায়, সে একশো' টাকা দিয়ে একশো' বিশ টাকা গ্রহণ করেছে। অথচ এর জন্যে তাকে কোন পরিশ্রম করতে দিয়ে একশো বিশ টাকা গ্রহণ করেছে। অথচ এর জন্যে তাকে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি। কেনার স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা, বা নিজের দখলে আনা এর কিছুই তাকে করতে হয়নি। তাই এ ধরনের সস্তা মুনাফা পুরোপুরি সুদ হিসেবে গণ্য হবে। হাঁ সে যে দামে খরিদ করেছে ঠিক সেই দামেই বিক্রি করলে 'সুদ' হবে না। কাজেই আসল থেকে সামান্য পরিমাণেও বেশী হলে তা সুদ হবে। এই বিধি সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইমাম শাফেঈও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, স্থাবর (immovable) সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। ক্রেতা নিজের দখলে আনার পূর্বেই তা পুনরায় বিক্রি করতে পারে। "কেননা অস্থাবর (movable) সম্পত্তির তুলনায় স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার আশংকা খুবই কম"– (হেদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًا وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجًا

৩৬৯৭। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা ওজন দেয়ার আগে যেন বিক্রি না করে। তাইস বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখ না লোকেরা স্বর্ণের বিনিময়ে বেচা-কেনা করে, অথচ খাদ্যশস্য পাওয়া যায় পরে? আবু কুরাইবের বর্ণনায় "খাদ্যশস্য পাওয়া যায় পরে" কথাটি উল্লেখ নেই।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

৩৬৯৮। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন পুরোপুরি নিজের দখলে আনার পূর্বে বিক্রি না করে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

৩৬৯৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। তিনি আমাদের নিকট কোন ব্যক্তিকে (নির্দেশ সহকারে) পাঠাতেন। আমরা যে জায়গায় পণ্য খরিদ করেছি তা পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য সে আমাদের নির্দেশ দিত।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

৩৭০০। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করবে, সে যেন তা পুরোপুরি অধিকারে আনার আগে পুনরায় বিক্রি না করে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা (অগ্রগামী হয়ে) পণ্যবাহী

কাফেলার নিকট থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য খরিদ করতাম। তা ক্রয়ের স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পূর্বে পুনরায় বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ

৩৭০১। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য খরিদ করে, সে যেন তা স্থানান্তরিত ও পুরোপরি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

৩৭০২। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যবস্তু খরিদ করে তা পুরোপুরি হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ

৩৭০৩। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তারা যদি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে স্থানান্তরিত করার পূর্বেই তা পুনরায় বিক্রি করতো তাহলে তাদের পেটানো হত।

وحدثنى حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون فى أن يبيعوه فى مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم قال ابن شهاب وحدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشترى الطعام جزافا فيحمله إلى أهله

৩৭০৪। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে লোকদের পেটাতে দেখেছি যখন তারা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা নিজেদের ঘর-বাড়িতে নিয়ে আসার পূর্বেই (ক্রয়য়ের স্থানে) বিক্রি করে দিত। ইবনে শিহাব বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) আমাকে বলেছেন, তার পিতা ('আবদুল্লাহ) অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার পর নিজ বাড়িতে নিয়ে আসতেন।

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان ابن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وفى رواية أبى بكر من ابتاع

৩৭০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে, তা পুনরায় ওজন না করা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومى حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ،

৩৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বললেন, আপনি কি সূদের কারবার হালাল করে দিয়েছেন? মারওয়ান বলল, আমি তো তা করিনি। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি তো হুণ্ডির ব্যবসা হালাল করে দিয়েছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যদ্রব্যের উপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, মারওয়ান লোকদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিল এবং তাদেরকে এই ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করল। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম, শান্ত্রীরা লোকদের হাত থেকে হুণ্ডির কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে নিচ্ছে।

টীকা ঃ মূল শব্দ হচ্ছে- الصكاك ; এর বচন হচ্ছে- الصك।-এর অর্থ হচ্ছে- চেক, হুণ্ডি এবং বিল অব একচেঞ্জ ইত্যাদি। তৎকালীন যুগে হুণ্ডি এবং বিল অব একচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হত এবং ডকুমেন্টগুলো একের হাত থেকে অপরের হাতে চলে যেত কিন্তু বাস্তবে পণ্যের দখলস্বত্ব ক্রেতার হাতে আসত না। বর্তমান কালের তথাকথিত ব্রিফকেস ব্যবসার মত এই ডুকমেন্টগুলোই প্রথম দল দ্বিতীয় দলের কাছে, দ্বিতীয় দল তৃতীয় দলের কাছে, তৃতীয় দল চতুর্থ দলের কাছে বিক্রি করত এবং পণ্যদ্রব্য পূর্বাবস্থায়ই থেকে যেত, মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর হত না। এই প্রথা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। কেননা কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই ডকুমেন্টগুলোর হাত বদলের সাথে সাথে পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকত। ইসলাম এই ধরনের লেনদেন হারাম করে দিয়েছে। (স)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

৩৭০৭। জাবির ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যখন তুমি খাদ্যবস্তু ক্রয় কর, তা পুরোপুরি হস্তগত না করা পর্যন্ত বিক্রি করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

নিশ্চিত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে স্তূপীকৃত অনিশ্চিত পরিমাণ খেজুর বিক্রি করা হারাম।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

৩৭০৮। আবু যুবাইর বলেন, আমি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপীকৃত খেজুর– যার পরিমাণ জানা নেই, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ব্যবসায়িক লেনদেনকে সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত রাখা এবং প্রতারণার পথ বন্ধ করাই এ হাদীসের লক্ষ্য।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

৩৭০৯। আবু যুবাইর বলেন, আমি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন... এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে হাদীসের শেষে 'খেজুর থেকে' শব্দদ্বয় উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য লেনদেনের স্থান ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করার অবকাশ আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

৩৭১০। ইবনে ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই পরস্পরের ওপর ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করার অবকাশ আছে যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীনে বেচা-কেনা হয়ে থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা। (অর্থাৎ, এই শর্তে যদি বেচা-কেনা হয়ে থাকে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যে কোন পক্ষ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারবে, তাহলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই অবকাশ বহাল থাকবে।)

টীকা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য যেসব অবকাশ রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ক্রেতা পণ্যদ্রব্য না দেখে কেবল মৌখিক কথাবার্তার ওপর ভিত্তি করে তা ক্রয় করেছে। এ ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য দেখার পর কোন দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই শুধু পূর্বে না দেখার অজুহাতে সে ক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ইসলামের বাণিজ্যিক আইনের পরিভাষায় এটাকে খেয়ারে রুইয়াত (দেখার অবকাশ) বলে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা কোনরূপ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে গুনাহগার হবে।

(খ) ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর, এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পর পণ্যের মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে (যে সম্পর্কে পূর্বে কোন মীমাংসা হয়নি) ক্রেতার জন্য ক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না। এই অবকাশকে খেয়ারে ‘আয়েব (ত্রুটির অবকাশ) বলে।

(গ) ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোন একপক্ষ বা উভয় পক্ষ ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করাকালে যদি তা প্রত্যাহার করার অবকাশ রাখে, তাহলে এই শর্ত আরোপকারী পক্ষ লেনদেন প্রত্যাহার করতে পারবে। এই অবকাশকে খেয়ারে শর্ত বলে।

(ঘ) বিক্রেতা কোন বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার জন্য ক্রেতাকে কথা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট মূল্যে ঐ পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারবে।

(ঙ) অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার জন্য বিক্রেতাকে কথা দিয়েছে। এক্ষেত্রেও পক্ষদ্বয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ক্রেতাকে ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর কেউ কাউকে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে না। এটাকে খেয়ারে ‘আকদ বা চুক্তির অবকাশ বলে।

(চ) ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ এখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি, বরং স্বস্থানেই আছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন কারণ ছাড়াই লেনদেন প্রত্যাহার করার অবকাশ রাখে। এই অবকাশকে খেয়ারে মজলিস বলা হয়।

(ছ) কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর এক পক্ষ বলল, গ্রহণ করলেন তো? তদুত্তরে অপর পক্ষ বলল, গ্রহণ করলাম। এক্ষেত্রে লেনদেন প্রত্যাহার করার আর অবকাশ থাকে না।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ الْقَطَّانُ ،
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ» جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

৩৭১১। ইবনে 'উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

৩৭১২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি (ক্রেতা-বিক্রেতা) ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদের প্রত্যেকেরই অপরের ওপর (লেনদেন) প্রত্যাহার করার এ এখতিয়ার রয়েছে– যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, বরং (লেনদেন সংঘটিত হওয়ার স্থানে) একত্রিত থাকে; অথবা যদি তাদের একজন অপরজনকে (লেনদেন বাতিল করার অধিকার (Right) দেয় কিন্তু যদি তাদের একজন অপরজনকে পছন্দ করার ক্ষমতা (Option) দেয় এবং এর ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। যদি তারা (পণ্যের দরদাম চূড়ান্ত করার পর পরস্পর পৃথক হয়ে যায় এবং কোন পক্ষই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান না করে– তাহলে এ ক্ষেত্রেও লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

টীকা ঃ পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়– অর্থাৎ, একজন অপরজনকে বলল, তুমি এই দামে এটা ক্রয় অথবা বিক্রয় করবে কিনা বল। দ্বিতীয়জন বলল, আমি উল্লিখিত মূল্যে তা ক্রয় অথবা বিক্রয় করলাম। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কিন্তু অপর পক্ষ চুপ থাকলে তা বাধ্যতামূলক হবে না, বরং লেনদেন প্রত্যাহার করার অবকাশ থাকবে।

وحدثنى زهير بن حرب وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبى عمر فى روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه

৩৭১৩। নাফে' 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা-বেচা করলে তারা যতক্ষণ পরস্পর থেকে আলাদা না হয় ততক্ষণ তাদের উভয়েরই এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার আছে, অথবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়। ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রহণ করার কথা বলে দিলে সে ক্ষেত্রে (পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বেই) লেনদেন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

ইবনে আবু 'উমারের বর্ণনায় আরো আছে– নাফে' বলেন, ইবনে 'উমার (রা) যখন কারো সাথে বেচা-কেনা করতেন এবং তিনি তা বহাল রাখতে চাইতেন, তখন উঠে গিয়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ হাঁটতেন, অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষের কাছে পুনরায় ফিরে আসতেন।

টীকা ঃ "অথবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়"। অর্থাৎ একজন অপরজনকে অবকাশ দিয়ে বলল, তুমি এটা গ্রহণ করলে কিনা? এর জবাবে সে বলল, আমি গ্রহণ করলাম। এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অবকাশ থাকে না।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

৩৭১৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যকার বেচা-কেনা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

৩৭১৫। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে, যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপ্যারে) সত্য কথা বলে এবং জিনিসের মধ্যে কোন দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তাদের বেচা-কেনায় বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হয়। কিন্তু তারা যদি মিথ্যা বলে এবং জিনিসের মধ্যকার দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যকার বরকত নিঃশেষ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ «قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً»

৩৭১৬। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ) বলেন, হাকীম ইবনে হিযাম (রা) (হযরত খাজিদার (রা) চাচাত ভাই, কাবার আভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একশ' বিশ বছর জীবিত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِيَابَةَ

৩৭১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল যে, সে বেচা-কেনায় ধোঁকা খেয়ে যায়। জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন বলে দেবে, "যেন প্রতারণা না করা হয়"। (রাবী বলেন), এরপর থেকে সে যখনই বেচাকেনা করত তখন বলত "যেন না ঠকানো হয়।" (অবশ্য বিভিন্ন হাদীসে 'লা খিলাবাতা' শব্দের পরিবর্তে 'লা খিয়ানাতা', 'লা খিয়াবাতা' ইত্যাদি উল্লেখ আছে। তবে প্রতিটি শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِيَابَةَ

৩৭১৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সুফিয়ান ও শো'বার বর্ণনায় "যখন সে বেচা-কেনা করত তখন বলত যেন না ঠকানো হয়" বাক্যটির উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ফলের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

৩৭১৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফলের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৭২০। ইবনে 'উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

৩৭২১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর হলুদ বর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং খাদ্যশস্য (ধান, গম, যব ইত্যাদি) পুষ্ট হওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও খরিদদার উভয়কেই (এ অবস্থায় বেচা-কেনা করতে) নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ফল পুষ্ট হওয়ার পূর্বে কেটে নেয়ার শর্তে ক্রয় করা হলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে জায়েয। যদি কেটে নেয়ার শর্ত না করা হয় তাহলে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদের মতে এই লেনদেন বাতিল গণ্য হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে লেনদেন শুদ্ধ হবে। তবে ক্রেতাকে ফল কেটে নেয়ার নির্দেশ দিতে হবে। কিন্তু পুষ্ট হওয়া হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে থাকার শর্ত আরোপ করলে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। যদি কেটে নেয়ার শর্ত আরোপ করার পরও তা কেটে না নেওয়া হয় এবং পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে থেকে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং শাফেঈর মতে, বিক্রয় চুক্তি ঠিক থাকবে, বাতিল হবে না। ইমাম আহমাদের এক মতে চুক্তি বাতিল হবে, অপর মতে তা বাতিল হবে না।

ফল পরিপুষ্ট হওয়ার পর পেকে যাওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্ত আরোপ করে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হলে ইমাম মালিক, শাফেঈ এবং আহমাদের মতে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে শর্ত আরোপ করলে বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। কিন্তু কেটে নেয়ার শর্ত আরোপ করলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে না। যদি বিক্রেতার সম্মতিতে তা গাছে রেখে দেয়া হয় এবং তাতে ফল বৃদ্ধি পায় তাহলে এই বর্ধিত অংশও ক্রেতাই পাবে।

অনুরূপভাবে ফলসহ গাছ ক্রয় করা জায়েয। বাগানের কোন একটি গাছ মালিকের জন্য রেখে অবশিষ্টগুলো বিক্রি করা জায়েয। কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল (যেমন– একমণ বা দুইমণ) চুক্তির বাইরে রাখা জায়েয নয়। ক্ষেতের ফসল সম্পর্কেও প্রায় একই নির্দেশ। (স)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ

قَالَ يَبْدُو صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ

৩৭২২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার আগে বেচা-কেনা করো না। তিনি বলেছেন, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার অর্থ হল লাল বর্ণ ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ

৩৭২৩। ইয়াহইয়া থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলেছেন ঃ তবে এই সূত্রে "ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পূর্বে" পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এবং এর পরের অংশ উল্লেখ নেই।

حدثنا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ

৩৭২৪। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও আবদুল ওহাবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ

৩৭২৫। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও মালিক ও 'উবায়দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى

ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

৩৭২৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল ক্রয়-বিক্রয় করো না।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَا صَلاَحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ

৩৭২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে,। তবে শো'বার হাদীসে আরো আছে ঃ ইবনে 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করা হল, "ব্যবহারোপযোগী হওয়া বলতে কি বুঝায়"? তিনি বললেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়া।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى «أَوْ نَهَانَا» رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

৩৭২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

৩৭২৯। 'আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহারোপযোগী হওয়ার আগে ফল বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

৩৭৩০। আবুল বাখতারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাসকে (রা) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, খাওয়ার উপযোগী হওয়ার এবং ওজন করার আগে খেজুর বেচা-কেনা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আমি (বাখতারী) বললাম, 'ওজন করা' বলতে কি বুঝায়? তার নিকটে বসা এক ব্যক্তি বলল, আন্দাজ বা অনুমান করার পূর্বে।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

৩৭৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা ফল বেচা-কেনা করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম। তবে 'আরায়ার' পদ্ধতিতে জায়েয আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ

৩৭৩২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার বা ব্যবহারোপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে এবং তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে 'উমার (রা) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আরায়ার" পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ 'আরায়া' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক বলেছেন, 'এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য এক ব্যক্তিকে খেজুর গাছ প্রদান করা'। তবে যাকে প্রদান করা হয়েছে সে বার বার বাগানে আসা-যাওয়ার দরুন বাগানের মালিক তথা দাতার অসুবিধা হওয়ায় গাছের মালিক কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে দানকৃত গাছের তাজা খেজুর খরিদ করে নেয়ার অনুমতি প্রদান করা। এই কেনা-বেচা অনুমানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইবনে 'উমার (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির বাগানের একটা বা দুটো খেজুর গাছ অপর ব্যক্তিকে দান করা। ইয়াযীদ সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আরিয়া' হল, যে খেজুর গাছ দরিদ্র ব্যক্তিদের ফল খাওয়ার জন্য দান করা হয়। কিন্তু সে নিতান্ত দরিদ্র হওয়ার কারণে অভাবের তাড়নায় খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শুক্‌নো খেজুরের যে কোন পরিমাণের বিনিময়ে তাদের তা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ এটা বিক্রি নয়, তবুও আকৃতিতে বিক্রির ন্যায়, তাই আরায়াকে বিক্রি বলা হয়েছে। (অ)

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

৩৭৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার আগে বেচা-কেনা করো না। আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুরও বেচা-কেনা করো না। ইবনে শিহাব বলেন, সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ

الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

৩৭৩৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' এর 'মুহাকালা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

'মুযাবানা' হল– গাছের খেজুর যা এখনো মাথায়ই আছে, তা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর 'মুহাকালা' হল– ঘরের রক্ষিত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্ষেতের অসংগৃহীত গম বিক্রি করা এবং গমের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া নেয়া।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে তোমরা ফলের বেচা-কেনা করো না এবং শুক্নো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুরও বিক্রি করো না।

সালেম বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে আরিয়া পদ্ধতির অধীনে শুকনো খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু অন্য কিছুর বেলায় এই অনুমতি দেননি।

টীকা ঃ কারো এই ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া ঠিক নয় যে, ইসলামী শরী'আতে বুঝি সরাসরি পণ্য বিনিময় (Barter system) জায়েয নয়। ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। কতগুলো শর্তসাপেক্ষে ইসলামে বার্টার প্রথা জায়েয। যে পণ্যের আন্ত-বিনিময় হবে যদি তার সাধারণ মূল্যমান থাকে এবং তার বিনিময় হার নিরূপণ করা যায় তাহলে বার্টার প্রথা কার্যকর হতে পারে। ইসলাম কেবল একই শ্রেণীভুক্ত কিন্তু বিভিন্ন মানের দ্রব্যের সরাসরি বিনিময়ে বাধা দেয়। যেমন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনা খেজুর এবং তাজা খেজুরের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হতে পারবে না। অনুরূপভাবে ক্ষেতের ফসলের সাথে ঘরের ফসলের সরাসরি বিনিময় হতে পারবে না। বিভিন্ন মানের একই দ্রব্যের সঠিক বিনিময় মূল্য নিরূপণ করা কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কোন সাধারণ মূল্যমানও নেই যার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্টসম্পন্ন একই শ্রেণীর শস্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। ইসলামী শরী'আত সবচেয়ে নিরাপদ যে পন্থা নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে নির্দিষ্ট পণ্য খোলা বাজারে বিক্রি করে এর মূল্য হাতে নিয়ে অতঃপর একই শ্রেণীভুক্ত পৃথক মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করে নিতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতে সোনা এবং সোনা বা সোনার অলংকারের মধ্যে বিনিময় হতে পারবে না। চাউলের সাথে চাউলের বিনিময় হতে পারবে না। যদি বিনিময় করতে হয় তাহলে গুণ ও মানের পার্থক্য বাদ দিয়ে তা পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। এক সের উন্নত মানের চাউলের বিনিময়ে এক সেরের অধিক নিম্ন মানের চাউল নেয়া যাবে না। এক সেরের

পরিবর্তে একসেরই নিতে হবে। হাঁ, স্বর্ণের সাথে রূপার বিনিময় বা চাউলের সাথে গম বা আটার বিনিময় ইত্যাদি হতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়টির পরিমাণ সম ন সমান হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।

'গমের বিনিময় ভূমি কেরায়া নেয়া'– অর্থাৎ জমির মালিক-কে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য (যেমন ২৫ মন, ৩০ মণ ইত্যাদি) দেওয়ার চুক্তিতে জমি কেরায়া নেয়া বা দেয়া জায়েয নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

৩৭৩৫। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়ার মালিকের (যে দান করেছে) জন্য অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

৩৭৩৬। নাফে' আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়া প্রদানকারী ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনকে তাজা খেজুর খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে অনুমান করে শুকনো খেজুর দ্বারা বিনিময় করার অনুমতি দিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৭৩৭। নাফে' থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

৩৭৩৮। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এই উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি 'আরিয়ার' ব্যাখ্যায় বলেছেন– এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে কিছু খেজুর গাছ

দান করে, অতঃপর তারা গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময় বিক্রি করে।

وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحي بن سعيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا

৩৭৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে 'আরিয়া' পদ্ধতিতে (কাঁচা খেজুর) বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহইয়া বলেন, 'আরিয়া' হল, কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে তাজা খেজুর খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর (যা এখনো গাছে রয়েছে) খরিদ করল।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا

৩৭৪০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আরায়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমিত দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আনুমানিক পরিমাণের ভিত্তিতে (শুকনো খেজুরের বিনিময়ে কাচা খেজুর) বিক্রি করা।

وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال أن تؤخذ بخرصها

৩৭৪১। উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আরিয়া হল, অনুমান করে খেজুর লওয়া।

وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه علي بن حجر

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

৩৭৪২। নাফে' থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়ার ক্ষেত্রে অনুমানের ভিত্তিতে (পণ্য বিনিময়ের) অনুমতি প্রদান করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ «يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ» عَنْ يَحْيَى «وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ» عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

৩৭৪৩। বশীর ইবনে ইয়াসার থেকে তার কতিপয় প্রতিবেশী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তাদের একজন হলেন সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহে আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্‌নো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা সুদ ভিত্তিক লেনদেন এবং এটাই হচ্ছে মুযাবানা। কিন্তু এটা তিনি আরিয়ার বেলায় একটি কিংবা দু'টি খেজুর গাছ (দানের) ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করেছেন। আর তা হচ্ছে, দানকারী পরিবার অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (দানকৃত গাছের) কাঁচা খেজুর ক্রয় করতে পারে।

টীকা : বশীর বা বুশাইর ইবনে ইয়ামার আল-মাদানী আল-আনসারী। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন, ইনি সুলাইমান ইবনে ইয়াসারের ভাই নন। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন প্রবীণ লোক এবং ফকীহ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সকল সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম –নববী। (স)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا

৩৭৪৪। বশীর ইবনে ইয়াসার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়ার আওতায় অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে কাঁচা খেজুর ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

وحدثنا محمد بن المثنى وإسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحي بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحي غير أن إسحق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا

৩৭৪৫। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, বুশাইর ইবনে ইয়াসার আমাকে তার কোন প্রতিবেশী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর সূত্রে অবহিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন... হাদীসের বাকী অংশ ইয়াহইয়ার সূত্রে সুলাইমান ইবনে বিলাল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে ইসহাক ও ইবনে মুসান্না তাদের বর্ণনায় 'সুদ' শব্দের স্থলে 'মুযাবানার' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে আবু উমার তার বর্ণনায় সুদেরই উল্লেখ করেছেন।

وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم

৩৭৪৬। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم

৩৭৪৭। বনু হারিসার আযাদকৃত গোলাম বশীর ইবনে ইয়াসার বলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) ও সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা (রা) তাকে হাদীস বর্ণনা করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' অর্থাৎ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর (যা এখনো গাছ থেকে কাটা হয়নি) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আরায়ার অধিকারীগণ এর ব্যতিক্রম। কেননা তিনি তাদের (এভাবে ক্রয় করার) অনুমতি দিয়েছেন।

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح

وحدثنا يحيى بن يحيى «واللفظ له» قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان «مولى ابن أبي أحمد» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة «يشك داود قال خمسة أو دون خمسة» قال نعم

৩৭৪৮। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমি মালিককে বললাম, দাউদ ইবনে হুসাইন কি আপনাকে ইবনে আবু আহমাদের আযাদকৃত গোলাম আবু সুফিয়ানের সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ অথবা পাঁচ ওয়াসাকের চেয়ে কম পরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে 'আরায়ার' অধীনে (কাঁচা খেজুর) কেনার অনুমতি দিয়েছেন? জবাবে মালিক বললেন, হ্যাঁ।

টীকা ঃ উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ মুফতী শফী বলেন, দেশীয় ওজনে এক ওয়াসাকের পরিমাণ হচ্ছে– পাঁচ মণ চার সের বার ছটাক– (আওযানে শরীআহ)। আল্লামা ইউসুফ আল-কারদাবীর মতে, পাঁচ ওয়াসাক, ৬৫৩ কিলোগ্রামের সমান, অর্থাৎ ১৮ মণের মত। পাকিস্তানে যাকাত ও উশর আইন প্রণয়নের সময় ব্যাপক আলোচনার পর নির্ধারিত হয় যে, পাঁচ ওয়াসাক, ৯৪৮ কিলোগ্রাম বা সাড়ে ছাব্বিশ মণের সমান। এই আইন প্রণয়নকালে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা আলেমের অভিমত নেয়া হয়। তাই এ মতকে বর্তমান যুগের আলেমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। (Thoughts on Economics, Vol. 6, No. 1. Summer 1985; উশরের অপরিহার্যতা ও বিধান। (স)

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا

৩৭৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হচ্ছে এই যে, অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে (গাছের মাথার) তাজা খেজুর ক্রয়- বিক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুর বা কিস্‌মিসের বিনিময়ে (গাছের) তাজা আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

৩৭৫০। নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে উমার রা.) তাঁকে অবহিত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হচ্ছে এই যে, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বৃক্ষের তাজা খেজুর (যা এখনো কাটা হয়নি,) বিক্রি করা, শুকনো আঙ্গুর বা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং গমের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল (গম) ক্রয়-বিক্রয় করা।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৭৫১। উবায়দুল্লাহ্ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ

৩৭৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুরের (কিসমিস) বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে যাবতীয় ফল অনুমানের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করা।

حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِى رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ

৩৭৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হচ্ছে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে গাছের মাথার তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা এবং সাথে সাথে এ কথাও বলা যে, (সংগ্রহের পর) পরিমাণে (অনুমানের চেয়ে) বেশী হলে অতিরিক্তটা আমার আর (অনুমিত পরিমাণের চেয়ে) কম হলে ঘাটতি আমি পূরণ করে দেব।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৭৫৪। হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব আমাদেরকে উক্ত সিল্‌সিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا.

৩৭৫৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো বাগানের ফল মুযাবানার নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, যদি তাজা খেজুর হয় তা পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে, যদি তাজা আঙ্গুর হয়, তা কিস্‌মিসের বিনিময়ে, আর যদি ক্ষেতের ফসল হয় তা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। তিনি এই প্রকারের যাবতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

৩৭৫৬। ইউনুস, ইসহাক ও মূসা ইবনে উক্‌বা সবাই নাফে' থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

যে ব্যক্তি ফলসহ খেজুর গাছ বিক্রি করে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

৩৭৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ যদি 'তাবীর করা' খেজুর গাছ বিক্রি করে, তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার প্রাপ্য। কিন্তু যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।

টীকা ঃ স্ত্রী খেজুর গাছের কাদিতে নর খেজুর গাছের রেণু ফুলের প্রবিষ্ট করানোকে মদীনাবাসীদের পরিভাষায় 'তাবীর' বলে। এতে গাছের ফলন ভাল হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِىَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِى اشْتَرَاهَا

৩৭৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খেজুর গাছ 'তাবীর' (নর খেজুরের রেণু স্ত্রী গাছের কাদিতে প্রবিষ্ট) করার পর মূলসহ বিক্রি করে দিলে এর ফল তা'বীরকারী পাবে। তবে ক্রেতা তার জন্য শর্ত করলে ভিন্ন কথা।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِىءٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

৩৭৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর করার পর গোটা গাছটি বিক্রি করে দিলে ঐ গাছের ফল তাবীরকারীর প্রাপ্য। তবে ক্রেতা যদি ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ করে তাহলে সে-ই তা পাবে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৭৬০। নাফে' থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

৩৭৬১। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর করার পর বিক্রি করে তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি নিজের জন্য শর্ত করে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে, তার মালপত্র (যদি থাকে) বিক্রেতাই পাবে। তবে যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে তাহলে তার মালপত্র ক্রেতারই প্রাপ্য।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৭৬২। যুহরী থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنى حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله

৩৭৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি.... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

'মুহাকালা', 'মুযাবানা' এবং 'মুখাবারা' নিষিদ্ধ। ব্যবহারোপযোগী হওয়ার আগে এবং কয়েক বছরের (অগ্রিম) ফল বিক্রি করাও নিষিদ্ধ।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

৩৭৬৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি দ্রব্যসামগ্রী দিরহাম এবং দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করতে বলেছেন, কিন্তু আরিয়া পদ্ধতি জায়েয রেখেছেন।

وحدثنى عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله

৩৭৬৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

৩৭৬৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা, মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের বিনিময় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে বলেছেন। কিন্তু আরিয়ার অধীনে ফলের বিনিময়ে ফল বিক্রি করা জায়েয। আতা বলেন, জাবির (রা) আমাদেরকে উপরোক্ত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুখাবারা' হচ্ছে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি (শস্যবিহীন) খালি জমি প্রদান করলো। আর সে তাতে পুঁজি খাটিয়ে চাষাবাদ করল এবং উৎপাদনের একাংশ নিয়ে গেল। মুযাবানা হল শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের ওপরের তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকালাও অনুরূপ। তা হচ্ছে জমিনে শীষের উপরের ফসল ঘরের শস্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

৩৭৬৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ফল না পাকা পর্যন্ত খেজুর গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর 'ইশকাহ' অর্থ হচ্ছে লাল অথবা হলুদ বর্ণ হওয়া অথবা খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

'মুহাকালা' হচ্ছে জমির ফসল খাদ্যশস্যের বিনিময়ে প্রচলিত ওজনে বিক্রি করা। 'মুযাবানা' হচ্ছে কয়েক 'ওয়াসাক' শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথার তাজা খেজুর বিক্রি করা। আর 'মুখাবারা' হচ্ছে (একটি অংশ) তা (উৎপাদিত ফসলের) এক তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা অনুরূপ কিছু। যায়েদ বলেন, আমি আতা ইবনে আবু রাবাহকে বললাম, আপনি কি জাবিরকে (রা) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ!

وحدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

৩৭৬৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিবি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা, মুহাকালা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন। সুলাইম বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল, বর্ণ ও হলুদ বর্ণ হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

৩৭৬৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মুহাকালা, মুযাবানা, মুয়াতামা ও মুখাবারা পদ্ধতিতে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।" আবু যুবাইর অথবা সাঈদ ইবনে মীনায়া' বলেছেন, কয়েক

বছরের জন্যে অগ্রিম ফল বিক্রি করাকেই 'মুয়াআমা' বলে। তিনি ব্যতিক্রম করতেও নিষেধ করছেন, কিন্তু আরাইয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ ব্যতিক্রম করা, যেমন গোটা বাগানের ফল বিক্রি করে বলা হল, এর থেকে দু'টি গাছের ফল বিক্রেতার জন্য থাকবে। কিন্তু কোন গাছ দু'টি থাকবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যদি নির্দিষ্ট করে নেয়া হয়, তাহলে সেই ব্যতিক্রম নাজায়েজ হবে না। (স)

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

৩৭৭০। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় "কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করাটাই হচ্ছে মুয়াআমা" এই অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

জমি ইজারা দেয়া।

وحدثني إسحق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب

৩৭৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি ইজারা দিতে, তা কয়েক বছরের জন্যে অগ্রিম বিক্রি করতে এবং ফল না পাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض

৩৭৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي،

حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

৩৭৭৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার নিকট জমি আছে সে যেন তা নিজেই চাষ করে। আর সে যদি নিজে চাষ না করে, তাহলে যেন তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়।

حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقْلٌ ، يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ، عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَاِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

৩৭৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর নিকট উদ্বৃত্ত জমি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার অপর কোন ভাইকে চাষ করতে দেয়। সে যদি তা গ্রহণ করতে সম্মত না হয়, তাহলে সে যেন তা নিজের কাছে রেখে দেয়।

وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

৩৭৭৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরায়া অথবা এর কোন অংশ নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন।

حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ

৩৭৭৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে। সে যদি নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম না হয় এবং তা করতে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তার অপর মুসলমান ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়; কিন্তু তার কাছ থেকে যেন কোন ভাড়া গ্রহণ না করে।

وحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ

৩৭৭৭। হাম্মাম বলেন, সুলাইমান ইবনে মূসা আতাকে জিজ্ঞেস করলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কি আপনাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয় এবং তার কাছ থেকে যেন এর কেরায়া গ্রহণ না করে? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

৩৭৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুখাবারা' (ভাগচাষ) করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ

৩৭৭৯। সাঈদ ইবনে মীনাআ' বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত জমি

আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য (মুসলমান) ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়। তোমরা উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করো না। সুলাইমান বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা বিক্রি করো না'-এর অর্থ কি? তা কি কেরায়া বুঝাচ্ছে? তিনি বলেন, হাঁ।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

৩৭৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভাড়ায় জমি চাষ করতাম। মাড়াই করার পর ছড়ায় যা অবশিষ্ট থাকত তা এবং অনির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ ফসল আমরা পেতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়, অন্যথায় এমনি ফেলে রাখে।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا

৩৭৮১। আবু যুবাইর আল-মক্কী বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে নালার পার্শ্বস্থ জমি কেরায়া নিতাম। (এটা জানতে পেরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ যার জমি আছে সে যেন নিজেই তা চাষাবাদ করতে দেয়। যদি তা না দেয়, তাহলে এমনিই যেন তা ফেলে রাখে।

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا .

৩৭৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার কাছে উদ্বৃত্ত জমি আছে, সে যেন তা (অন্যকে) দান করে অথবা ধার দেয়।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً

৩৭৮৩। আ'মাশ থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে উল্লেখ আছে, "হয় নিজে তা চাষাবাদ করবে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে চাষাবাদ করতে দেবে।"

وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو «وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ» أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذٰلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

৩৭৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। বুকাইর বলেন, আমাকে নাফে' বলেছেন, তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমরা আমাদের জমি ভাড়া দিতাম। পরে যখন আমরা রাফে' ইবনে খাদীজের (রা) হাদীস শুনতে পেলাম তখন তা পরিত্যাগ করলাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

৩৭৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত জমি দুই বা তিন বছরের জন্য বিক্রি করতে (ভাড়ায় দিতে) নিষেধ করেছেন।

وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير
ابن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن
جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن أبي شيبة
عن بيع الثمر سنين

৩৭৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েক বছরের জন্যে জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবু শাইবার হাদীসে আছে, 'কয়েক বছরের জন্য গাছের ফসল (অগ্রিম) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।'

حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه

৩৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অন্য কোন ভাইকে নিস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়। যদি সে তা নিতে রাজী না হয় তাহলে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد
ابن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى
عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض

৩৭৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মুযাবানা' ও 'হাকুল' থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করতে শুনেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'মুযাবানা' হচ্ছে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে তাজা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয় করা এবং 'হাকুল' হচ্ছে জমি ভাড়ায় চাষ করতে দেয়া।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ـ يعنى ابن عبد الرحمن القارى ـ عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

৩৭৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنى مالك بن أنس عن داود ابن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبى أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر فى رءوس النخل والمحاقلة كراء الأرض

৩৭৯০। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হচ্ছে গাছের মাথার ফল খরিদ করা, আর 'মুহাকালা' হচ্ছে জমি কেরায়া দেয়া।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكى قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه

৩৭৯১। আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা জমি কেরায়া দেয়াকে কোন দোষ মনে করতাম না। অবশেষে প্রথম বছর (অর্থাৎ মুয়াবিয়ার খিলাফতের শেষ প্রান্তে ও ইবনে যুবাইরের খিলাফতের প্রথমভাগে) রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان ح وحدثنى على بن حجر وإبراهيم

ابْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ» عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ

৩৭৯২। আমর ইবনে দীনার (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে উয়াইনা তাঁর বর্ণনায় আরো বলেছেন, এ কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করলাম।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

৩৭৯৩। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন ঃ রাফে' (রা) আমাদেরকে আমাদের জমি থেকে (কেরায়ার মাধ্যমে) লাভবান হতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا

৩৭৯৪। নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) এবং উসমানের (রা) খিলাফাতকালে এবং মুআবিয়ার (রা) রাজত্বের প্রথম যুগ পর্যন্ত তার জমি কেরায়া দিতেন। অবশেষে তিনি মু'আবিয়ার রাজত্বের শেষ দিকে জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) একটি

হাদীস বর্ণনা করছেন এবং তাতে (জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (রাবী বলেন) ইবনে উমার (রা) রাফের' (রা) নিকট গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি রাফেকে (রা) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাষের জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করছেন। এরপর থেকে ইবনে উমার (রা) জমি কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করলেন। পরবর্তীকালে যখনই তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হত তিনি বলতেন, ইবনে খাদীজ (রা) জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا

৩৭৯৫। আইয়ুব থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার হাদীসে আরো আছে, "এরপর থেকে ইবনে উমার (রা) এ কাজ পরিত্যাগ করেন এবং কখনো জমি কেরায়া দিতেন না।"

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

৩৭৯৬। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারের (রা) সাথে রাফে' ইবনে খাদীজের (রা) নিকট গেলাম। তিনি 'বালাত' নামক স্থানে মসজিদে নববীর সংলগ্ন একটি জায়গায় এসে তার সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর রাফে' ইবনে খাদীজা (রা) তাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবাদযোগ্য জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

وحدثني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৭৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে'র (রা) নিকট আসলেন। অতপর তিনি (রাফে') ওপরের বর্ণিত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করলেন।

حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا حسين

يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال فنبى حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره.

৩৭৯৮। নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) ভূমি ইজারা দিতেন। অতঃপর তাকে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে অবহিত করা হল। নাফে' বলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাফে'র নিকট গেলেন। নাফে' বলেন, তিনি (রাফে) তার কোন এক চাচা থেকে বর্ণনা করলেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।" নাফে' বলেন, সে থেকে ইবনে উমার (রা) তা ছেড়ে দিলেন এবং আর কখানো জমি ইজারা দেননি।

وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هرون حدثنا ابن عون بهذا الاسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم

৩৭৯৯। ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেন, ইবনে আওন আমাদেরকে উক্ত সিল্‌সিলায় উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাফে' বলেন, তিনি (রাফে') তার কোন এক চাচার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (এ হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

وحدثني عبد الملك بن شعيب

ابن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان

يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

৩৮০০। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামিল ইবনে আব্দুল্লাহ্ আমাকে অবহিত করেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর জমাজমি কেরায়া দিতেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আল্-আনসারী (রা) জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে ইবনে খাদীজ! জমি কেরায়া দেয়ার সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কী ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন? রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) আবদুল্লাহকে (রা) বললেন, আমি আমার দুই চাচার কাছে শুনেছি এবং তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা মহল্লায় (বা পরিবারের) লোকদের বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় অবগত ছিলাম যে, জমি ইজারা দেয়া যায়। পরে আবদুল্লাহ (রা) শংকিত হলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কোন নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি (আবদুল্লাহ) অবহিত নন। তাই তিনি জমি কেরায়া দেয়া ছেড়ে দিলেন।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

৩৮০১। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জমি ইজারা দিতাম। আমরা এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ উৎপাদিত ফসল এবং তার সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতাম। একদিন আমার কোন এক চাচা এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই আমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। তিনি আমাদেরকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ (উৎপাদিত ফসল) এবং তার সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি জমির মালিককে নির্দেশ দিয়েছেন, হয় সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে দেবে (নিঃস্বার্থভাবে)। কিন্তু তিনি জমি ইজারা দেওয়া বা অন্য কিছু করাকে অপছন্দ করেছেন।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

৩৮০২। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমি ইজারা দিতাম। অতএব আমরা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ (ফসলের) বিনিময়ে ক্ষেত-খামার কেরায়া দিতাম।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে উলাইয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৩৮০৩। ইয়া'লা ইবনে হাকীম থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ

৩৮০৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

৩৮০৪ (ক)। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুহাইর ইবনে রাফে' যিনি তাঁর চাচা হন, আমার নিকট এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কাজটি কী? তবে (আমার বিশ্বাস), রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা অতীব সত্য। তিনি (যুহাইর) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ক্ষেত-খামার কিরূপে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নালার পার্শ্বস্থ জমি নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকনো খেজুর অথবা বালির বিনিময়ে কেরায়া বা ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। হয় নিজে তা চাষবাস কর অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে দাও (নিঃস্বার্থভাবে)। অথবা নিজেদের কাছে রেখে দাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ

عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ

৩৮০৫। রাফে' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... এ সূত্রে বর্ণিত হাদীস পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে 'তার চাচা যুহাইর থেকে' কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

৩৮০৬। হান্‌যালা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে' 'ইবনে খাদীজকে (রা) জমি ইজারা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। হানযালা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সোনা-রূপার বিনিময়ে (নগদ বিক্রি) দেয়াটাও কি নিষেধ? জবাবে তিনি বললেন, যদি তা সোনা-রূপার বিনিময়ে (নগদ) বিক্রি করা হয় তাতে কোন দোষ নেই।

حدثنا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هٰذَا فَلِذٰلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

৩৮০৭। হানযালা ইবনে কায়েস আল্‌-আন্‌সারী (র) বলেন, আমি রাফে 'ইবনে খাদীজ (রা)-কে সোনা-রূপার (নগদ অর্থের) বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস

করলাম। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় লোকেরা নালার পাশের এবং খালের মাথার জমি অথবা জমির অংশবিশেষ কেরায়া দিত। আর অবস্থা এমন হত যে, কখনো এক অংশের ফসল নষ্ট হয়ে যেত এবং অপর অংশের ফসল নিরাপদ থাকত। আবার কখনো এক অংশের ফসল নিরাপদ থাকত এবং অপর অংশের ফমল নষ্ট হয়ে যেত। অতএব ইজারাদারগণকে নিরাপদ অংশের ভাড়া দিতে হত এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশের কোন ভাড়া প্রদান করতে হত না। এ জন্য তিনি (নবী সা) ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য কিছু (অর্থাৎ নগদ অর্থ) হয়, তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا

৩৮০৮। হান্‌যালা যুরাকী থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে ‘ইবনে খাদীজকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমরা অধিকাংশ আনসারীরা ক্ষেত খামারের মালিক ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা এই শর্তে জমি কেরায়া দিতাম যে, জমির এই অংশের ফসল আমাদের এবং ঐ অংশের ফসল চাষীদের। কিন্তু কখনো কখনো এরূপ হত যে, এই অংশে ফসল হত এবং ঐ অংশে ফসল হত না। রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে জমি কেরায়া দিতে আমাদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি নগদ বিক্রি করতে আমাদের নিষেধ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৮০৯। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ

ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللّٰهِ

৩৮১০। আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাকিলকে (রা) 'মুযারিআ' (ভাগচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমাকে সাবিত ইবনে দাহ্হাক (রা) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযারিআ' করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম 'তা নিষেধ করেছেন'। রাবী বলেন, 'আমি ইবনে মা'কিলকে জিজ্ঞেস করলাম', কিন্তু আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

৩৮১১। আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিলের (রা) নিকট গেলাম এবং তাঁকে 'মুযারিআ' (ভাগচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাবিত (রা) নিশ্চিতভাবে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযারিআ নিষিদ্ধ করেছেন এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে পাট্টা দিতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এতে কোন দোষ নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّى وَاللّٰهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ «يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ» أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

৩৮১২। আমর থেকে বর্ণিত। মুজাহিদ তাউসকে বললেন, আপনি আমাদেরকে নিয়ে ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজের কাছে চলুন, তার নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণিত (জমি ইজারা দেয়া সম্পর্কিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি শুনব। তাউস তাকে তিরস্কার করে বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমি জানতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে আমি কখনো তা করতাম না। অথচ আমাকে এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি এ ব্যাপারে তাদের সকলের চেয়ে বেশী অবগত (অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রা.) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির জমির বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে ভাড়া গ্রহণ করার পরিবর্তে তা তার কোন ভাইকে (নিঃস্বার্থভাবে) চাষাবাদ করতে দেয়াটা তার জন্য অধিক কল্যাণকর।"

وحدثنا ابن أبي عمر

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

৩৮১৩। তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি তার জমি মুখাবারা (ভাড়া) দিতেন। আমর বলেন, আমি তাকে (তাউস) বললাম, হে আবু আবদুর রাহমান! আপনি যদি জমি ভাড়া দেয়া পরিত্যাগ করতেন! কেননা তারা (একদল সাহাবী অথবা তাবেঈ) দৃঢ়ভাবে বলছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুখাবারা' নিষিদ্ধ করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, হে আমর! আমাকে এমন এক জ্ঞানী ব্যক্তি অবহিত করেছেন যিনি এ সম্পর্কে তাদের সকলের চাইতে বেশী অভিজ্ঞ, অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা একেবারেই নিষিদ্ধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো জমি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয়ার পরিবর্তে তা তার কোন (মুসলিম) ভাইকে (নিঃস্বার্থভাবে) চাষাবাদ করতে দেয়াটা তার জন্য অধিক কল্যাণকর।"

টীকা ঃ জমি ইজারা দেয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদকে হাদীসের অন্যতম কঠিন অনুচ্ছেদ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ একই সময় আমরা এই অনুচ্ছেদে দুই বিপরীতমুখী অভিমত দেখতে পাই। একদিকে আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ (সা) জমি ইজারা দিতে নিষেধ করছেন, অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি জমি ইজারা দেয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে এই অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি

পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যেমন—

মুযারিআ (المزارعة) এবং মুখাবারা (المخبرة) ঃ শব্দ দু'টি একই অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার ভিত্তিতে জমি ইজারা দেয়া, অপরকে চাষাবাদ করতে দেয়া। এটাকে কৃষকদের পরিভাষায় 'ভাগচাষ' বা 'বর্গা' দেয়া বলে। এই দু'টি পরিভাষার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুযারিআর ক্ষেত্রে জমির মালিককে বীজ সরবরাহ করতে হয়, আর মুখাবারার ক্ষেত্রে চাষীকে বীজ সরবরাহ করতে হবে।

মুহাকালা (المحقلة) ঃ এই শব্দটি হাদীসে তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— 'ফসল পাকার পূর্বে বিক্রি করা', 'জমি ভাড়া বা কেরায়া দেয়া' এবং 'জমি ইজারা বা পাট্টা দেয়া'।

কিরাউল আরদ (كرء الارض) ঃ বা 'কেরায়া দেয়া' পরিভাষাটি হাদীসে ভাড়া বা 'ইজারা দেয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ লাভ করার ভিত্তিতে অন্যকে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

যেসব হাদীসে উৎপন্ন ফসলে অংশীদারিত্বের (ভাগচাষ) ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া নিষিদ্ধ বলা হয়েছে তার প্রধান রাবী (সাহাবী) হচ্ছেন তিনজন ঃ রাফে' ইবনে খাদীজ (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং সাবিত ইবনে দাহ্হাক (রা)। আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়েম তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এই হাদীসগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন- এই প্রথার মধ্যে চাষীকে শোষণ করার কতগুলো উপাদান রয়েছে। যেমন— উৎপন্ন ফসলের কতটুকু চাষী পাবে তা অনেক সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয় না; অথবা কোন কোন সময় জমির মালিক চাষীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক শ্রম আদায় করে নেয়; অথবা কখনো কখনো তারা জমির মালিকে অতিরিক্ত নগদ অর্থ দিতে বাধ্য হয় অথচ এর কিছুই চুক্তিপত্রে উল্লেখ নেই। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষে জমি দিতে নিষেধ করেছেন। উৎপন্ন ফসলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া যদি চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হত, তাহলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং খুলাফায়ে রাশেদার আমলে এই প্রথার প্রচলন দেখতে পেতাম না। এই অনুচ্ছেদের ২৩ নম্বর হাদীসে দেখতে পাচ্ছি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মত সচেতন এবং খোদাভীরু সাহাবী আমীর মুআবিয়ার (রা) রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথাকে ভ্রান্ত মনে করতেন না। অবশেষে তিনি এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হন। কিন্তু তিনি এই প্রথা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ মনে করে পরিত্যাগ করেননি। বরং তিনি ধার্মিকতার তীক্ষ্ম অনুভূতির বশবর্তী হয়ে তা পরিত্যাগ করেন। হাফেজ ইবনে হাযম তার 'আল-মুহাল্লা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং যে সব সাহাবী তাদের জমি ভাগচাষে দিতেন তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)। হযরত উসমান গণী (রা), হযরত খাব্বাব (রা) এবং হযরত হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) উৎপন্ন ফসলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া যদি চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ হত, তাহলে এই প্রবীণ সাহাবীগণ তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষ্য করার তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ সুরে এই নিষেধাজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন? তাঁর নিষেধাজ্ঞার ধরন থেকে অনুমান করা যায়— এটা চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং ইজারা দেয়ার কতিপয় প্রথার বিরুদ্ধে অনুমোদন যা তিনি অপছন্দ করেছেন। তিনি এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য স্বার্থ ত্যাগের ভাবধারা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যেমন এই অনুচ্ছেদের ৪১ এবং ৪২ নম্বর হাদীস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নিঃস্বার্থভাবে কাউকে জমি চাষাবাদ করতে দিলে তা জমির মালিকের জন্য অশেষ কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে এবং উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ তার তুলনায় খুবই নগণ্য। মুহাজিরগণ যখন নিঃসম্বল অবস্থায় মদীনায় এসে সমবেত হন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই দুর্দিনে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেন।

এটা কোন আইন নয় বরং মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ সহানুভূতি ও বদান্যতা প্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করেছেন। (আল-মাবসূত, খণ্ড-২৩, পৃঃ ১৩) ইবনে আব্বাসের বক্তব্য থেকে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যিনি এ বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞও বটে। যেমন, এই অনুচ্ছেদে ৪১ ও ৪২ নম্বর হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা কেরায়া দেয়ার এই প্রথা সম্পূর্ণরূপ নিষিদ্ধ করেননি; বরং যে পন্থা অবলম্বন করলে আল্লাহর কাছে অধিক প্রতিদান পাওয়া যাবে তা অনুসরণ করার জন্য তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করেছেন– বিশেষ করে মুহাজিরদের সেই কঠিন দুর্দিনে। ('ইবনে মাজা' গ্রন্থের 'মুযারাআ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভাগচাষ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পাশাপাশি আমরা উল্লেখযোগ্য হাদীস দেখতে পাই, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথা অনুমোদন করেছেন– যদি তার মধ্যে শোষণের কোন উপাদান না থাকে। মূলতঃ মুযারিআকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং এই প্রথার মধ্যে যেসব অন্যায় কার্যকলাপ পাওয়া যাচ্ছে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি এই প্রথা কৃষকদের শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত না হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে আপত্তির কোন কারণ নেই– (৩৫ ও ৩৬ নম্বর হাদীস)।

এ প্রসংগে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগ করা যেতে পারে। মুযারিআ মূলত মুদারাবার অনুরূপ। (মুদারাবা হচ্ছে এক ধরনের অংশীদারী কারবার। একজন পুঁজি সরবরাহ করে, অপরজন শ্রম ব্যয় করে। লাভ-লোকসান উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। ইমাম খাত্তাবী বলেন, "মুযারিআর ভিত্তি হচ্ছে মুদারাবা। প্রথমোক্তটি (যা শেষোক্তটির প্রশাখা) যদি ন্যায়সংগত হয় তাহলে ভিত্তিকে কি করে অবৈধ বলা যায়?" (খাত্তাবীকৃত আবু দাউদের শরাহ 'মাআলিমুস-সুনান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪)। ইমাম আবু ইউসুফও একই মত ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি মুযারিআ ও মুদারিবাকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন (কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৯১)। মুযারিআ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় তাহলে মুদারিবা বৈধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ইমামদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইসলামে মুদারিবা ধরনের অংশীদারী কারবার সম্পূর্ণ বৈধ। ব্যাপার যদি তাই হয়, তাহলে মুযারিআকেই অবৈধ ঘোষণা করার কোন ন্যায়সংগত কারণ থাকতে পারে না।

আরো একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। আমরা যদি এরূপ আইন করি যে, শ্রম বিনিয়োগকারীই উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণটা পাবে এবং জমির মালিক কিছুই পাবে না– তাহলে এই আইন বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে। বৃদ্ধ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, বিধবা, ইয়াতীম যারা নিজেদের জমি চাষবাস করতে সক্ষম নয়, এবং অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল তাদের অবস্থা কি হবে! এই যুক্তি কেউ সমর্থন করতে পারে না। কারণ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলোও নিজ নিজ অংশ দাবী করার অধিকার রাখে। কেননা উৎপাদনের সমুদয় উপাদানের পারস্পরিক সহযোগিতায়ই কোন কিছু উৎপাদন করা সম্ভব হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন আল্লামা শাওকানীর "নাইলুল আওতার," ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২-২৮১)।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চার ইমামের কেউই মুযারিআকে (ভাগচাষ) চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ বলেননি। যদি তাদের কোন বক্তব্যে এর নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তাহলে সেটা জমি ভাড়ায় দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে, যার মধ্যে শোষণের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, সাধারণত জোর দিয়ে বলা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা (র) ভাগচাষের প্রথাকে অবৈধ মনে করেন। কিন্তু ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। তার দুই বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এই প্রথাকে বৈধ মনে করেন। ইমাম আবু হানিফাও কতগুলো শর্তসাপেক্ষে এই প্রথাকে বৈধ বলেছেন। তিনি মনে করেন, জমির মালিক যদি বীজ এবং চাষের উপকরণ সরবরাহ করে, চাষীর সাথে লাভ-ক্ষতির অংশীদার হয় এবং লোকসানের বোঝা যদি কেবল এক পক্ষকেই বহন করতে না হয়, তাহলে ভাগচাষে কোন দোষ নেই। (বিস্তারিত জানার জন্য আবদুর রাহমান আল-জায়িরী রচতি 'কিতাবুল ফিক্‌হ', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩-২৫ দ্রষ্টব্য)। (স)

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

৩৮১৪। আমর ইবনে দীনার থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ

৩৮১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নিজের জমি ভাড়া দিয়ে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ নির্দিষ্ট কিছু জিনিস পাওয়ার পরিবর্তে তার কোন ভাইকে (নিঃস্বার্থভাবে) চাষাবাদ করতে দেয়া তার জন্য অধিক কল্যাণকর। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ এটাই হচ্ছে হাক্ল। কৃষি পরিভাষায় এটাকে মুহাকালাহ্ বলে।

وحدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ

৩৮১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার জমি আছে সে তার কোন ভাইকে তা নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দিক। এটা তার জন্য খুবই কল্যাণকর।

তেইশতম অধ্যায়

كتاب المساقاة والمزارعة

কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাআহ

(বাগান ও জমির ভাগচাষ)

حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالا حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

৩৮১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎপাদিত ফল এবং ফসলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে খাইবারের অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

وحدثني علي بن حجر السعدي

حدثنا علي، وهو ابن مسهر، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء

৩৮১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের জমি উৎপাদিত ফসল এবং ফলের অর্ধেক অংশের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তিনি নিজের স্ত্রীদের বছরে একশো ওয়াসাক দিতেন ঃ আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বালি।[২]

অতঃপর যখন উমার (রা) খলীফা হলেন, তিনি খাইবারের ফলের গাছ এবং জমি বণ্টন

করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি তাদের জমি পৃথক করে দেবেন এবং পানি দেয়ার দায়িত্ব তাদের বহন করতে হবে; অথবা প্রতিবছর তারা যত ওয়াসাক পেতেন তিনি তা দেয়ার দায়িত্ব নেবেন (কোন্ প্রস্তাবটি তারা গ্রহণ করবেন)?[৩] এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ বাধল। তাদের কেউ জমি ও পানি দেয়ার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিলেন। আর তাদের কেউ নির্ধারিত ওয়াসাক নেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যারা জমি এবং এতে পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

টীকা ঃ ১ 'মুসাকাহ' এবং 'মুযারাআহ' শব্দদ্বয় একই অর্থ প্রকাশ করে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমোক্ত শব্দটি ফলের বাগান বর্গা দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং শেষোক্ত শব্দটি কৃষি উপযোগী জমি বর্গা দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. 'ওয়াসাক' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য কিতাবুল বুয়ূ'র ১৬ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. উমার (রা) তার খিলাফতকালে খাইবার থেকে ইহুদীদের উচ্ছেদ করে সেখানকার জমি ও বাগান সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। এ সময় তিনি উম্মুহাতুল মুমিনীনদের তাদের অংশ নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়া অথবা সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে দেয়ার প্রস্তাব দেন। তাঁদের কেউ নিজের অংশ নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং কেউ নিজেদের অংশ সরকারের হাতে রেখে দেন। (স)

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي

حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء

৩৮১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারবাসীদের উৎপাদিত ফসল এবং ফলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে (খাইবারের জমি ও বাগান) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।... অতপর আলী ইবনে মুসহিরের বর্ণনানুযায়ী গোটা হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে "আয়েশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও এতে পানি দেয়ার দায়িত্ব নিতে রাযী হলেন"– এ অংশটুকুর উল্লেখ নেই, তবে "তবে তিনি (উমার) জমির প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের এখতিয়ার দিয়েছিলেন"– বাক্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সূত্রে 'পানি সরবরাহের কথা' উল্লেখ নেই।

وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن
وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت
يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها
من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق
الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم
على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس

৩৮২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন খাইবার এলাকা বিজিত হল, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানাল, তিনি যেন তাদের এই শর্তে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে দেন যে, তারা তাদের শ্রম ব্যয় করবে এবং উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমরা যতদিন চাই তোমাদের এখানে থাকতে দেব।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উবায়দুল্লাহ থেকে ইবনে নুমাইর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, খাইবারের অর্ধেক জমির ফল সমান দুই ভাগে বিভক্ত হত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন।

টীকা ঃ খাইবার এলাকার জমি ছিল সরকারী সম্পত্তি। অতএব এখানকার জমির উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশের মালিক ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই অংশ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করতেন।

وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من
أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

৩৮২১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের ইহুদীদের খাইবারের খেজুর বাগান ও সেখানকার ভূমি এই শর্তে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম ও পুঁজি (বীজ, কৃষি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিনিয়োগ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেবে।

وحدثني محمد بن رافع وإسحٰق بن منصور، واللفظ

لابن رافع، قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع

عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله

صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين

ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله

عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

৩৮২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইহুদী ও খৃস্টানদের হিজায ভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার জয় করেন, ইহুদীদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করেন। আর যখন তিনি এই এলাকা জয় করেন, তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) এবং মুসলমানগণ হন এর মালিক। তাই তিনি ইহুদীদের সেখান থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প করেন। ইহুদীরা তাঁর কাছে আবেদন জানাল, তিনি যেন তাদের সেখানে এই শর্তে থাকতে দেন যে, তারা সেখানে কৃষিকাজে তাদের শ্রম ব্যয় করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক তারা পাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ঃ আমরা এই শর্তে যতদিন চাইব তোমাদের এখানে থাকতে দেব। সুতরাং তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে 'তাইমা' ও 'আরীহায়' বহিষ্কার করেন।

টীকা ঃ 'তাইমা' ও 'আরীহা' আরব উপদ্বীপের দুটি প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নাম এবং তা হিজায সীমান্তের বাইরে অবস্থিত। এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী এবং খৃস্টানদের বহিষ্কার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা নয়, বরং এর কোন কোন এলাকা, বিশেষ করে হিজায এলাকা থেকে বহিষ্কার করা। আর ইহুদীদের খাইবার থেকে উচ্ছেদ করার কারণ ছিল এই যে, তারা বহিঃশত্রুর বিশেষ করে খৃস্টান শক্তির যোগসাজশে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র আঁটতো। বলতে গেলে যেসব কারণে তাদের মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, প্রায় একই কারণে তাদের খাইবার থেকেও উচ্ছেদ করা হয়। আর মদীনার সেই বহিষ্কৃত ইহুদীরাই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই তাদের পূর্বেকার দুরভিসন্ধি তাদের মগজে রয়েই গিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১
বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত।

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

৩৮২৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগায় আর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে তা তার জন্য সদকা, তা থেকে যা কিছু চুরি হবে তাও তার জন্য সদ্কা। চতুষ্পদ হিংস্র জানোয়ার যা খাবে তাও তার জন্য সদকা, পাখী যা খাবে তাও তার জন্য সাদকা এবং যে কেউ তা থেকে কিছু নেবে সেটাও তার জন্য সদকা (অর্থাৎ সে দান-খয়রাতের সওয়াব পাবে।)

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة

৩৮২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মুবাশশির নাম্নী এক আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ বাগানটি কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কি কোন কাফের? সে বলল, বরং মুসলমান লাগিয়েছে। তিনি বললেন ঃ কোন মুসলমান যখন কোন (ফলবান) গাছ লাগায় কিংবা কোন ক্ষেত চাষাবাদ করে, আর তা থেকে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তু অথবা অন্য কিছুই খায় তা তার জন্যে দান হিসাবে গণ্য হবে।

وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا

روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر

أو شيء إلا كان له فيه أجر وقال ابن أبي خلف طائر شيء

৩৮২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা চাষাবাদ করে ফসল ফলায়, আর তা থেকে কোন জানোয়ার অথবা কোন পাখী অথবা অন্য কোন কিছু (প্রাণী) খায়, এর বিনিময়ে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে।

حدثنا أحمد بن سعيد ابن إبراهيم

حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن

عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من

غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه

إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

৩৮২৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদের দেয়াল ঘেরা বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে উম্মু মা'বাদ এ বাগানটি কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কোন কাফের? তিনি বললেন, মুসলমান। তিনি বললেন ঃ যখন কোন মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগায় আর তা থেকে কোন মানুষ, কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা কোন পাখী খায়, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন সদকা হিসাবে গণ্য হবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب وإسحق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية ح

وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمار بن محمد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن

فُضَيْلٍ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَا عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

৩৮২৭। জাবির (রা) এবং উম্মু মুবাশশির থেকে এই সনদে পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে কোন রাবী কোন্ কোন্ সূত্রে হাদীসটি পেয়েছেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ «وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى» قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

৩৮২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগায় কিংবা ফসল ফলায়, আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু খায় তা তার জন্য সদকা (দান-খয়রাত) হিসাবে গণ্য হয়।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هٰذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৩৮২৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু মুবাশশির নামক এক আনসারী মহিলার বাগানে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ বাগান কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কোন কাফের? লোকেরা বলল, মুসলমান... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যা নষ্ট হয় তার মূল্য দেয়া।

حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩৮৩০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি তুমি তোমার কোন ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর"। আবু যুবাইর থেকে অপর বর্ণনায় আছে– তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর এবং তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্য হালাল হবে না। তুমি কেন অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের সম্পদ নিতে যাবে।

টীকা ঃ ফল পরিপক্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে বিক্রি করলে ক্ষতির ভার ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা ও আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞের এই মত। কিন্তু অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে ক্ষতি বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। তবে সব বিশেষজ্ঞের মতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে পরিমাণ ফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মূল্য বাদ দেয়া বিক্রেতার জন্য বাঞ্ছনীয়।

وحَدَّثَنِى حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৮৩১। আবু আসিম ইবনে জুরাইজ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

৩৮৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রং না আসা পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। পরে আমরা আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। তুমি কি দেখছ না। আল্লাহ যদি (কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) ফল থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে তুমি কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল (অর্থ) নিজের জন্য বৈধ করবে?

টীকা ঃ এ হাদীসে বলা হয়েছে বিক্রেতা ফলের আকারে যা পাচ্ছে তা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া অর কিছুই নয়। তিনি যদি ফলের পরিবৃদ্ধিতে বাধা দেন অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নিশ্চিহ্ন করে দেন তাহলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি নেই, যে তাকে এই নিআমত ফিরিয়ে দিতে পারে। এই কথা বিবেচনা করে ক্রেতার লোকসানে বিক্রেতার অংশীদার হওয়া উচিৎ। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর তাদের কারোই হাত নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সূরা 'নূন ওয়াল কালাম'-এর ১৭-৩৩ আয়াত অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠ করুন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

৩৮৩৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের রং আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন, লাল বর্ণ হওয়া। পরে তিনি বললেন, যদি আল্লাহ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) পরিবর্ধন প্রতিরোধ করে দেন তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ নিজের জন্য হালাল করবে?

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

৩৮৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ গাছে ফলনই না দেন, তাহলে তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার ভাইয়ের অর্থ নিজের জন্য বৈধ করবে?

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ «وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ» قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰـذَا

৩৮৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে পরিমাণ ফলন ক্ষতি হয়েছে তার মূল্য বাদ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
প্রাপ্য ঋণের অংশবিশেষ ছেড়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ

৩৮৩৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফল খরিদ করে লোকসানের সম্মুখীন হয়। এতে তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বললেন ঃ তোমরা তাকে সদকা দান কর। লোকেরা তাকে দানখয়রাত করল। কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণদাতাদের বললেন ঃ যে পরিমাণ তোমরা পাচ্ছ তাই গ্রহণ কর, তোমরা এর অধিক আর কিছু পাবে না।

টীকা ঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা এবং আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞ দাবী করে বলেছেন যে,

ক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হলে, ক্ষতির সমপরিমাণ দাবী পরিত্যাগ করা বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যদি তাই হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সে বিক্রেতাকে ক্ষতির সম পরিমাণ অর্থের দাবী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা করার পরিবর্তে বরং তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানালেন ক্রেতাকে ঋণ পরিশোধ সাহায্য করার জন্য। যখন দেখা গেল দানের অর্থেও পুরা ঋণ পরিশোধে হচ্ছে না, তখন তিনি বিক্রেতাকে অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিয়ে ক্রেতার সাথে নরম ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন।

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৮৩৭। আমর ইবনুল হারিস বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ «وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ» عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَّ

৩৮৩৮। আমরাহ বিনতে আবদুর রাহমান বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারপ্রান্তে দুই বিবদমান ব্যক্তির উঁচু স্বর শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনকে ঋণের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বলছে এবং তার সহানুভূতি কামনা করছে। প্রতিউত্তরে অপরজন বলছে– আল্লাহর শপথ; আমি তা করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ সে লোকটি কোথায় যে আল্লাহর শপথ করে বলছে যে, সে ভাল কাজ করবে না? সে বলল, আমি হে আল্লাহর রাসূল! সে যা চায় আমি তাই করব।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ

৩৮৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, কা'ব ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তাঁর প্রাপ্য ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেন। এক পর্যায়ে তাদের উভয়ের গলা চরমে ওঠে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। এ সময় তিনি নিজের ঘরেই ছিলেন। তিনি উঠে তাদের দিকে আসলেন এবং হুজরার (দরজার) পরদা তুলে কা'বকে ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব তিনি সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি হাতের ইশারায় তাকে বললেন ঃ তোমার ঋণের অর্ধেকটা ছেড়ে দাও। কা'ব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তাই করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন ঃ ওঠো, এবার তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

টীকা ঃ ঋণের ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নীতিমালা হচ্ছে এই যে, সচ্ছল ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে ঋণ (করযে হাসানা) দান করবে। ঋণ গ্রহীতার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে যত তাড়াতাড়ি তা ফিরিয়ে দেয়া যায়। ঋণদাতাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন তা আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি না করে। খাতক যদি অসুবিধা কাটিয়ে না উঠতে পারে তাহলে তাকে আরো সময় দেবে, প্রয়োজনবোধে ঋণের অংশবিশেষ অথবা গোটা ঋণ মাফ করে দেবে। কিন্তু দাতা যদি তা ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থায় না থাকে এবং গ্রহীতাও যদি সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজ ও সরকারকে এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিতে হবে। নিঃস্বার্থভাবে ঋণ দানের ফযীলাত ও এর কল্যাণকারিতা সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অর্থ ও ব্যাখাসহ পাঠ করুন ঃ সূরা বাকারা-২৪৫ আয়াত এবং ২৬১-২৮৩ আয়াত; সূরা মায়িদা ১২ আয়াত; সূরা হাদীদ ১১ আয়াত এবং ১৮ নম্বর আয়াত; সূরা তাগাবূন ১৭ আয়াত এবং সূরা মুয্যাম্মিল ২০ আয়াত।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ . قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

৩৮৪০। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি ইবনে আবু হাদরাদের কাছে তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা দিলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে ওয়াহাব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। ইমাম মুসলিম অপর এক সূত্র পরম্পরায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে–আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার কিছু মাল (কর্জ) পাওনা দিল। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিলেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাদের কণ্ঠস্বর চরমে উঠলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ডাকলেন ঃ "হে কা'ব!" তিনি হাত দিয়ে (কা'বকে) ইশারা করলেন– যেন তিনি বলছেন ঃ অর্ধেক (ছেড়ে দাও)। অতএব তিনি প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক নিয়ে নিলেন এবং বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

যে ব্যক্তি তার দেউলিয়া ক্রেতার নিকট নিজের বিক্রিত মাল অক্ষত অবস্থায় পায়, সে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ» مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ «أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ» فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

৩৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; (অপর বর্ণনায় আছে) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার (বিক্রিত) মাল কোন ব্যক্তির (ক্রেতার) কাছে অক্ষত অবস্থায় পায় এবং সে (ক্রেতা) দেউলিয়া হয়ে গেছে, তখন সে (বিক্রেতা) ব্যক্তিই অন্যের তুলনায় এর অধিক হকদার।

টীকা ঃ কোন ব্যক্তি ধারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর এবং এর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে দেউলিয়া হয়ে গেল অথবা মারা গেল। কিন্তু পণ্যদ্রব্য তার কাছে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। উপরন্তু তার কাছে মোট যে সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে তা তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় ইমাম শাফেঈ ও একদল বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, বিক্রেতা ইচ্ছা করলে তার পণ্যের সম্পূর্ণটা ফেরত নিতে পারে অথবা অন্যান্য পাওনাদারের লোকসানের সাথে শরীকও হতে পারে। ইমাম আবু হানীফার মতে, বিক্রেতা এবং অন্যান্য পাওনাদারের নিজ নিজ পাওনার হার অনুযায়ী এই মাল তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে, বিক্রেতা তা নিতে পারবে না। ইমাম মালিকের মতে, দেউলিয়াত্বের ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার মাল ফেরত নিতে পারবে, আর মৃত্যু হওয়ার ক্ষেত্রে তার মত ইমাম আবু হানিফার মতের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ

৩৮৪২। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে উক্ত সিলসিলায় যুহাইরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে রুমহের বর্ণনায় আছে, "যে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে।"

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

৩৮৪৩। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রাহমান আবু হুরায়রার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "যে দেউলিয়া হয়ে গেছে– যখন তার কাছে বিক্রিত মাল পাওয়া যায় এবং সে তা কারো নিকটে হস্তান্তর করেনি, তখন এই মাল তারই প্রাপ্য যে তা বিক্রি করেছে।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

৩৮৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিক্রেতা তার বিক্রিত মাল অক্ষত অবস্থায় তার কাছে পায়, তাহলে এই ব্যক্তিই (অন্যের চাইতে) এই মালের অধিক হকদার।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ

৩৮৪৫। ইসমাঈল ও যুহাইর উভয়ে কাতাদা থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের বর্ণনায় আছে, "অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায় সে ব্যক্তিই এই মালের অধিক হকদার।"

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ حَجَّاجٌ، مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

৩৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যান এবং কোন ব্যক্তি (বিক্রেতা) হুবহু তার পণ্যদ্রব্য তার কাছে পেয়ে যায়, তাহলে এই ব্যক্তিই (বিক্রেতা) ঐ মালের অধিক হকদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দারিদ্রে পতিত ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়া এবং সচ্ছল ও গরীব উভয়ের ক্ষেত্রে ঋণের তাগাদায় সহানুভূতি প্রদর্শন করার ফযীলাত।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ

৩৮৪৭। রিবয়ী ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত। হুযাইফা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ তোমাদের পূর্ব যুগের জনৈক ব্যক্তির রূহ কবজ করল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, ভালো কোন কাজ তুমি করেছ কি? সে উত্তর দিল, না। তারা বলল, মনে করতে চেষ্টা কর। এবার সে বলল, আমি লোকদের ঋণ দিতাম। আমি আমার কর্মচারীদের (বা গোলামদের) সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের সাথে উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতাম। নবী (সা) বলেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন ঃ "হে ফেরেশতাগণ! তোমরাও তার সাথে উদার ব্যবহার কর।"

حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ» قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ

فَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

৩৮৪৮। রিবয়ী ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযাইফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা) একত্রিত হলেন। হুযাইফা (রা) বললেন, (অতীত উম্মাতের) এক ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হল (মারা গেল)। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি পৃথিবীতে কি কি ভাল কাজ করেছ? সে বলল, আমি ভাল কোন কাজ করিনি। তবে আমি সম্পদশালী লোক ছিলাম। আমি লোকদের (দেয়া ঋণ ফেরতের) দাবী করতাম। সচ্ছল ব্যক্তিরা যা দিত তাই নিতাম এবং অসচ্ছল লোকদের ঋণ মাফ করে দিতাম।

আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বললেন ঃ "তোমরা আমার বান্দার (ত্রুটি-বিচ্যুতি) উপেক্ষা কর।" (হুযাইফার বর্ণনা শুনে) আবু মাসউদ (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ «قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ» فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮৪৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তুমি কি কাজ করতে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হয় সে নিজেই স্মরণ করেছে অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। তাতে আমি অসমর্থদের অবকাশ দিতাম এবং মুদ্রা গ্রহণ বা নগদ মূল্য দাবী করার ব্যাপারে কঠোরতা করতাম না। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল। আবু মাসউদ (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ হাদীস শুনেছি।

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا «قال ولا يكتمون الله حديثا» قال يارب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩৮৫০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়া'লার বান্দাহদের মধ্য থেকে কোন এক বান্দাহকে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হল, যাকে তিনি ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়াতে তুমি কি কাজ করেছ? হুযাইফা বলেন, অথচ লোকেরা আল্লাহর নিকট থেকে– কোন কথাই গোপন করতে পারেন না। উত্তরে সে বলল, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আপনার ধনভাণ্ডার থেকে দান করেছিলেন, আমি লোকদের সাথে কেনা-বেচা করতাম। আর আমার দেনাদারদের সাথে উদার ব্যবহার করাই ছিল আমার অভ্যাস। আমি সচ্ছল ব্যক্তির সাথে উদার ব্যবহার করতাম এবং গরীব অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন ঃ "ক্ষমা করার ব্যাপারে তোমার চাইতে আমিই অধিক হকদার। (হে ফেরেশতাগণ) আমার এ বান্দাহকে তোমরা মাফ করে দাও।" উকবা ইবনে আমের আল্ জুহানী ও আবু মাসউদ আল্ আন্সারী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এরূপই শুনেছি।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم «واللفظ ليحيى» قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه

৩৮৫১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির (আমলের) হিসাব-নিকাশ নেয়া হল। তার কোন ভাল কাজ পাওয়া গেল না। তবে সে ধনী হওয়ার কারণে লোকদের সাথে লেনদেন করত। সে তার গোলাম বা কর্মচারীদের নির্দেশ দিত তারা যেন গরীব লোকের ঋণ মাফ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "ক্ষমা করার ব্যাপারে আমি তার চেয়ে অধিক হকদার। (হে ফেরেশতারা) তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও।"

حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم، وهو ابن سعد، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه

৩৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত। সে তার কর্মচারী (বা গোলামকে) বলত, যখন তুমি কোন গরীব অসচ্ছল ব্যক্তির কাছে যাবে তার ঋণ মাফ করে দেবে। আশা করি আল্লাহও আমাদের মাফ করে দেবেন। সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল (মারা গেল), তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله

৩৮৫৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা বলেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ آللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

৩৮৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) তার এক দেনাদারের খোঁজ করলেন। কিন্তু সে তার থেকে আত্মগোপন করে ছিল। পরে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। তখন সে (দেনাদার) বলল, আমি অভাবী। আবু কাতাদা বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্যই কি তুমি অভাবী? সে বলল, আল্লাহর শপথ ! (আমি অসমর্থ)। তখন আবু কাতাদা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিনের কোন বিপদ থেকে নাজাত দিক, সে যেন নিঃসম্বল ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সময় দেয় অথবা তা ছেড়ে দেয়।"

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৮৫৫। আইয়ূব থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা হারাম। 'হাওয়ালা' (দায়-অপসারণ) একটি বৈধ-কাজ। আর তা ধনীর হাওয়ালা করা হলে সেটা মেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

৩৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধনী ব্যক্তির পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অন্যায় আর তোমাদের কাউকে ঋণ উসূল করার জন্য ধনীর হাওয়ালা করা হলে তা মেনে নেয়া উচিত।

টীকা ঃ যেমন ক খ-এর কাছ থেকে ধার নিল। ক খ এর উপস্থিতিতে এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ-এর

ওপর অর্পণ করল এবং গ তা পরিশোধ করার কথা দিল। এ ক্ষেত্রে খ-এর এটা মেনে নেয়া উচিত। ইসলামের ঋণ আইনের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় হাওয়ালা (Reference) তা বৈধ্য।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৮৫৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

অনুর্বর জমির প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা; তা ব্যবহার করতে লোকদের বাধা দেয়া এবং পশুকে পাল দেয়ার মাশুল নেয়া হারাম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

৩৮৫৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮৫৯। আবু যুবাইর জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু প্রজননের মাশুল গ্রহণ করতে এবং কৃষিকাজের জন্য পানি ও জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এসব কিছু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ পশু প্রজনন করে তার মাশুল বা কেরায়া গ্রহণ করা হারাম। সমস্ত ইমামদেরই একই অভিমত।

প্রজননের মাশুল গ্রহণ করাটা নিকৃষ্টতম কাজ। এটা ইতর চরিত্রের পরিচয় বহন করে। কোন মুসলমানের জন্য তা শোভা পায় না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ

৩৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি প্রতিরোধ করে রাখা যাবে না। এতে গবাদি পশুর ঘাসের পরিবৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ «وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ

৩৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ধরে রেখো না। (যদি তাই কর) তাহলে তোমরা গবাদি পশুর ঘাসের পরিবর্ধনেই বাধা দিলে।

টীকা ঃ যেমন, কোন ব্যক্তির ময়দানে একটি কূপ আছে। সেখানের পানি তার প্রয়োজনাতিরিক্ত। আর যেখানে পানি থাকে, স্বাভাবিকভাবে সেখানে ঘাসও জন্মায়। সুতরাং যদি কেউ তার পানি থেকে পশুকে বাধা দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে ঘাস থেকেও বাধা প্রদান করা হবে। আর-যদি কেউ তার পানি থেকে পশুকে বাধা দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে ঘাস থেকেও বাধা প্রদান করা হবে। আর যদি পানি বিক্রি করা হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে ঘাসও বিক্রি করা হবে। অথচ ঘাস বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া অতিরিক্ত পানি আটকে রেখে লোকদের তা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত রাখা জায়েয নেই। পানি প্রবাহ বন্ধ রাখলে গাছপালা, তরুলতা, ঘাস ইত্যাদি জন্মাতে পারে না। এতে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে তিন অবস্থায় পানি আটকে রাখা যাবে না। যেখানে পানির কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই, যেখানকার পানি গবাদি পশু ব্যাবহার করে এবং যেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি রয়েছে। এই তিন অবস্থা ছাড়া পানি বিক্রয় করা জায়েয।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ

৩৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘাস বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন, গণকের ভেট ইত্যাদি হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

৩৮৬৩। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশার উপার্জন এবং গণকের ভেট খেতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ

৩৮৬৪। যুহরী থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

৩৮৬৫। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বেশ্যার উপার্জন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য ও শিংগাদানকারীর মজুরী হচ্ছে নিকৃষ্ট আয়।

টীকা ঃ শিংগাদানকারীর মজুরী হারাম নয়, তবে আযাদ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য তা খাওয়া মাকরূহ। এটা সর্বজন জ্ঞাত যে, নবী (সা) শিংগা নিয়ে তার মজুরী প্রদান করেছেন, যদি তা হারাম হত তাহলে তিনি দিতেন না। বস্তুত এটাও নিকৃষ্ট ধরনের কাজ। শরীফ ভদ্র লোকদের পক্ষে এ কাজ করা উচিত নয়।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا

الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث

৩৮৬৬। রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুকুরের মূল্য নাপাক, বেশ্যার উপার্জন নাপাক ও শিংগাদানকারীর মজুরী অপবিত্র।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله

৩৮৬৭। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا إسحق ابن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم ابن عبد الله عن السائب بن يزيد حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

৩৮৬৮। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

৩৮৬৯। আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রা) কুকুর এবং বিড়ালের (বিক্রয়) মূল্য খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অনুমোদন করেননি।

টীকা ঃ বিড়াল বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়, বরং মাকরূহ। হাদীসে 'জাযারা' শব্দটি এই মাকরূহ অর্থেই

ব্যবহৃত হয়েছে। হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফেঈ এবং আহমাদ এই মত পোষণ করেন। (উমদাতুল কারী, খণ্ড-১৩, পৃঃ ৬০)

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কুকুর হত্যা করার নির্দেশ এবং পরে তা রহিত হওয়ার বর্ণনা। শিকারের উদ্দেশ্য অথবা ক্ষেতের পাহারা কিংবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

৩৮৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা ঃ জাহেলী যুগে লোকেরা কুকুরকে প্রায় পরিবারের সদস্যদের ন্যায় মনে করত। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ইসলাম গ্রহণের পরও পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রথম অবস্থায় ব্যাপকভাবে কুকুর হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। পরে তা থেকে কয়েক প্রকারের কুকুর মারতে নিষেধ করা হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ

৩৮৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং তা হত্যা করার জন্যে মদীনার চতুষ্পার্শ্বে লোক প্রেরণ করেন।

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ «يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ» عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا

৩৮৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন আমরা মদীনার

উপকণ্ঠে ও তার আশেপাশে (লোক) পাঠালাম। কুকুর দেখলেই আমরা তা হত্যা করতাম। এমনিক মরু বেদুইনদের দুধের উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত আমরা তাও হত্যা করলাম।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا

৩৮৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিকারী কুকুর, মেষ পাল বা অন্যান্য গবাদি পশুর পাহারায় নিয়োজিত কুকুর এই নির্দেশের বাইরে। ইবনে উমারকে (রা) বলা হল, আবু হুরায়রা (রা) উল্লিখিত কুকুরের সাথে "কৃষিক্ষেত্র পাহারা দেয়ার কুকুরের" কথাও বলেন। ইবনে উমার (রা) বললেন, যেহেতু আবু হুরায়রার ফসলের ক্ষেত আছে, তাই।

টীকা ঃ ইবনে উমারের উক্তি দ্বারা আবু হুরায়রার প্রতি বিদ্রূপ করা বা তাঁর হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা নয়, বরং তিনি একথাই বুঝিয়েছেন, তাঁর ক্ষেত-খামার আছে, তাই তিনি হাদীসের অংশটি ভালভাবেই স্মরণ রেখেছেন। কেননা বিভিন্ন হাদীসে শব্দটির উল্লেখ আছে।

حدثنا محمد ابن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا روح ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

৩৮৭৪। আবু যুবাইর বলেন যে, তিনি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ পেয়ে আমরা মরুভূমি থেকে আগত মহিলার সাথের কুকুরও হত্যা করতাম। অতঃপর তিনি কুকুর মারতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কেবল (চোখের কাছে) দু'টি দাগবিশিষ্ট ঘোর কালো কুকুরগুলোই হত্যা কর। কেননা এটা শয়তান (হিংস্র)।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

৩৮৭৫। ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি পরে বললেন, লোকদের কি অসুবিধা হল? কুকুরগুলো তাদের কি উৎপাত করছে? অতঃপর তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন।

وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع

৩৮৭৬। শো'বা থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাতেম তাঁর হাদীসে ইয়াহইয়ার সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ "তিনি গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ, শিকারের উদ্দেশ্যে এবং ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্যে কুকুর পোষার অনুমতি প্রদান করেছেন।

حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان

৩৮৭৭। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গবাদি পশুর রক্ষাণাবেক্ষণ কিংবা শিকারের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন কারণে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পায়।

টীকা ঃ 'কীরাত' একটি পরিমাণ বিশেষ। এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহই রাখেন। কোন কোন হাদীসে এর পরিমাণ ওহুদ পর্বতের সমান বলা হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان .

৩৮৭৮। সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশুর হেফাযতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে কুকুর পালে, প্রত্যহ তার নেক আমল থেকে দুই কীরাত হ্রাস পায়।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل « وهو ابن جعفر » عن عبد الله ابن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان

৩৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে কিংবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দু'কীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد « وهو ابن أبي حرملة » عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث

৩৮৮০। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা শিকারের

উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) "কিংবা ক্ষেত-খামার হেফাযতের উদ্দেশ্যে" কথাটিও বলেছেন।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث

৩৮৮১। সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারের কিংবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কীরাত করে কাটা যায়। সালেম বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, "অথবা ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্যে কুকুর পোষে"। তার ক্ষেত-খামার ছিল।

حدثنا داود بن رشيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان

৩৮৮২। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন পরিবারের লোকেরা গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন কিংবা শিকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর রাখে, প্রতিদিন তাদের আমল থেকে দু'কীরাত পরিমাণ নেকী হ্রাস পেতে থাকে।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار «واللفظ لابن المثنى» قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط

৩৮৮৩। আবুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষেতের পাহারা দেয়া

কিংবা মেষ পালের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা শিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর রাখে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ নেকী হ্রাস পেতে থাকে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ

৩৮৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকার, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে– প্রত্যহ তার নেক আমল থেকে দুই কীরাত হ্রাস পেতে থাকে। আবু তাহেরের হাদীসে 'ক্ষেত পাহারার' কথাটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ

৩৮৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ অথবা শিকার কিংবা ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেকী থেকে এক কীরাত করে কমতে থাকে। যুহ্রী বলেন, ইবনে 'উমারের (রা) কাছে আবু হুরায়রার (রা) কথাটি (অর্থাৎ ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা) উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ আবু হুরায়রাকে রহম করুন। তার ক্ষেত-খামার ছিল।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ

كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

৩৮৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক কুকুর পালে, ক্ষেত-খামারের পাহারা দেয়া কিংবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত, প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পেতে থাকে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৮৮৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৮৮৮। হারব বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ «يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

৩৮৮৯। আবু রাযীন বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা মেষ পালের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে কুকুর রাখে, প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পেতে থাকে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ «وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ

৩৮৯০। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর থেকে বর্ণিত। তিনি শানু'আ গোত্রের লোক ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগেনা এমন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পায়। সায়িব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমি (সুফিয়ানকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই মসজিদের প্রভুর শপথ! (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৮৯১। সায়িব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রা) তাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিংগা দানকারীর মজুরী হালাল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ

৩৮৯২। হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিককে (রা) শিংগাদানকারীর মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা নিয়েছিলেন। আবু তাইবা তাঁকে শিংগা লাগিয়েছে এবং এর বিনিময়ে তিনি তাকে দুই সা' খাদ্য দেয়ার আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাপারে তার মালিকের সাথে আলোচনা করলেন। তার মালিকেরা তার ওপর ধার্যকৃত খাজনা কিছুটা কমিয়ে দিল। তিনি আরো বললেন ঃ শিংগা লাগানো তোমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অথবা শিংগা লাগানো অন্যতম চিকিৎসা।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، يَعْنِي الْفَزَارِيَّ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

৩৮৯৩। হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাসকে (রা) শিংগা প্রদানকারীর উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল।... উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সূত্রে আরো উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা চিকিৎসার যেসব পদ্ধতি গ্রহণ কর, শিংগা লাগানো এবং কুস্তে বাহরী[১৯] ব্যবহার করা তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। তোমরা নিজেদের শিশুদের আলজিভ হাত দিয়ে নিংড়িয়ে তাদের কষ্ট দিও না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ

৩৮৯৪। হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা দানকারী এক গোলামকে ডাকলেন, সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এর বিনিময়ে এক সা' অথবা এক মুদ কিংবা দুই মুদ

(খাদ্যশস্য) দিতে আদেশ করলেন। তিনি তার মালিকদের সাথে আলোচনা করলে তার দৈনিক প্রদেয় খাজনা কিছুটা হালকা করে দেয়া হয়।

টীকা ঃ 'কুস্তে বাহরী' একজাতীয় সাদা কাঠ বিশেষ, যা 'সাদা চন্দন' নামে প্রসিদ্ধ। তা বিভিন্ন রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। অন্য এক হাদীসে এটাকে 'উদে হিন্দী' (ভারতীয় কাঠ) বলা হয়েছে। ইউনানী শাস্ত্রমতে, এর নাম কুস্তে হিন্দী বা কুস্তে শিরীন। এই কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বলে আরবরা তা এই নামে চিহ্নিত করত।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط

৩৮৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগাওয়ালাকে তার মজুরীও দিয়েছেন। তিনি নিজের নাকের ছিদ্রে ঔষধও ঢেলেছেন।

حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد «واللفظ لعبد» قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم

৩৮৯৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী বাইয়াদা গোত্রের এক গোলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিংগা লাগান। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার মজুরী দিয়েছেন এবং তার মনিবের সাথে (খাজনা কমিয়ে দেয়ার) কথা বললেন। অতএব সে তার দৈনিক আয়ের একটা অংশ যে হারে নিত তার পরিমাণহ্রাস করে দেয়। যদি তা হারাম হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পারিশ্রমিক দিতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

মদের ব্যবসা হারাম।

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

৩৮৯৭। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় খুতবা (ভাষণ) দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা মদ (হারাম হওয়া) সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করবেন। কাজেই তোমাদের যার নিকট এর কিছু আছে, সে যেন তা বিক্রি করে দেয় বা কোন কাজে লাগায়। রাবী বলেন, এরপর সামান্য সময় অতিবাহিত হতে না হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌছায়, আর তার কাছে শরাবের কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রিও না করে। রাবী বলেন, লোকদের যার কাছে এর যতটুকু ছিল তা নিয়ে মদীনার রাস্তায় বেরিয়ে আসল এবং তা ঢেলে ফেলে দিল।

টীকা ঃ তৎকালীন আরব সমাজে বরং গোটা বিশ্বে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতই মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজে আইন-শৃংখলার যথেষ্ট অবনতি ঘটে। ইসলাম এই মারাত্মক কুঅভ্যাস দূর করার জন্য প্রথমে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, অতঃপর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। অতঃপর আইন প্রয়োগ করে। যে ক্রমিক ধারায় মদ হারাম করা হয়েছে তা জানার জন্য কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অর্থসহ পাঠ করুন। সূরা বাকারা ২১৯ নং আয়াত, সূরা নিসা ৪৩ নং আয়াত এবং সূরা মায়িদা ৯০ ও ৯১ নং আয়াত।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ «رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ» أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ «مِنْ أَهْلِ مِصْرَ» أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا

يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا

৩৮৯৮। 'আবদুর রহমান ইবনে ওয়ালাহ আসসাবায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মিসরের লোক। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে (রা) আঙ্গুর নিংড়ানো রস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মশক মদ উপঢৌকন দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি জান আল্লাহ তায়ালা তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল না, অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কি যেন বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এর সাথে চুপিচুপি কি বলেছ? উত্তরে সে বলল, আমি তাকে এটা বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ যেই সত্তা মদপান হারাম করেছেন, তিনি তার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর সে পাত্রের মখবন্ধন খুলে দিল এবং এর ভেতরে যা কিছু ছিল তা গড়িয়ে পড়ে গেল।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

৩৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

৩৯০০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষের দিকের আয়াতগুলো নাযিল হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে আসলেন এবং তা লোকদের পড়ে শুনালেন। অতঃপর তিনি শরাবের ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন।

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم «واللفظ لأبي كريب» قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر

৩৯০১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে চলে গেলেন এবং মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

টীকা ঃ এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে সুদের আয়াতের সাথে মদের সম্পর্ক কি? মূলত যেসব আয়াতে মদের কথা এসেছে তাতে মদপান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এর ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সুদের আয়াত নাযিল করে, সুদ হারাম করার সাথে এর ব্যবসাও হারাম করে দেন। এ আয়াত থেকে যে মূলনীতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, যে জিনিসের ব্যবহার হারাম, তার ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যও হারাম। তাই সুদের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শরাব, মৃত জীব, শুকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل

لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

৩৯০২। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জীব, শুকর এবং মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? কেননা তা দ্বারা নৌকায় মালিশ করা হয়, চামড়া তৈলাক্ত করা হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। উত্তরে তিনি বলেন ঃ না, তা হারাম।* এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের ওপর মৃত জীবের চর্বি হারাম করেছেন, তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতো।**

টীকা* ঃ আল্লাহ তায়ালা যেসব জীবজন্তু খাওয়া হালাল করেছেন তা মারা গেলে তার চামড়া, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জমহুরের মতে জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের মতে, মৃত জীবের চর্বি বিক্রি জায়েয নেই কিন্তু তা অন্য কাজে লাগানো জায়েয। যেমন, নৌকায় লাগানো, প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের গায়ে মাখা জায়েয নয়। আতা ইবনে আবি রাবাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারীরও এই মত। কিন্তু সবার মতে এর চামড়া শুকিয়ে তা কোন কাজে ব্যবহার করা জায়েয। হযরত মায়মুনার (রা) একটি বকরী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর চামড়া খুলে নিয়ে কোন কাজে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।-(মুসলিম, কিতাবুত-তাহারাত) মানুষের লাশ বিক্রি করাও জায়েয নেই। মুসলমানরা খন্দকের যুদ্ধে নওফাল ইবনে 'আবদুল্লাহ মাখযুমীকে হত্যা করে। কাফেররা তার লাশের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার দিরহাম দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং লাশ তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

টীকা** ঃ ইহুদীদের জন্য চর্বি খাওয়া যে হারাম ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টি দেখুন ঃ

"It shall be a perpetual statute for your generation throughout all your dwelling, that ye eat neither fat nor blood"— (Leviti cus, 3:17). "And the priest shall burn their upon the altar : it is the food of the offering made by fire for a sweet savour : all the fat is the Lord's"— (Leviticus, 3:16). "Speak unto the chieldren of Israel, saying, ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat"— Leviticus, 7:23).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ « يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ » عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ

إِلَى عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

৩৯০৩। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব বলেন, আতা আমার নিকট লিখে পাঠিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছি... লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ» قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

৩৯০৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা) জানতে পারলেন, সামুরা (রা) শরাব বিক্রি করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুক। সে কি জানেনা রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য (মৃত জীবের) চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করার পথ বেছে নিয়েছিল।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ «يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৯০৫। আমর ইবনে দীনার থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

৩৯০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাদের ওপর চর্বি খাওয়া হারাম করলে, তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

৩৯০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের ওপর চর্বি খাওয়া হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য কাজে লাগাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
সুদ সংক্রান্ত বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

৩৯০৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না এবং একদিক অপরদিক অপেক্ষা বেশী করো না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আর এক অংশ হতে কম বা বেশী হলেও রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর নগদের বিনিময়ে বাকীতেও বিক্রি করো না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَخْبَرَنِى أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

৩৯০৯। নাফে' থেকে বর্ণিত। বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি ইবনে 'উমারকে (রা) বললো, আবু সাঈদ খুদরী (রা) এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। আর কুতাইবার বর্ণনায় আছে, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) আবু সাঈদের (রা) নিকট গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ইবনে রুমহের বর্ণনায় আছে, নাফে' বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) গেলেন এবং আমি ও লাইসী তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অবশেষে তিনি ('আবদুল্লাহ) আবু সাঈদের নিকট গেলেন এবং বললেন, এই ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন ঃ "পরিমাণে সমান-সমান না হলে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে তিনি নিষেধ করেছে"? আবু সাঈদ খুদরী (রা) নিজের দুই আঙ্গুল দিয়ে নিজের উভয় চোখ ও কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার দুই চক্ষু দেখেছে এবং দুই কান শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরিমাণে সমান সমান না হলে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বেচাকেনা করো না। আর একদিক অপর দিক থেকে কম বা বেশী হলেও বেচাকেনা করো না। এগুলোর কোনটি নগদের বিনিময়ে ধারে ক্রয় বিক্রয় করো না।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ «يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ» ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ

عَنْ نَافِعٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৯১০। নাফে' থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ «يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ» عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

৩৯১১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, সমান সমান পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যে এক হওয়া ব্যতীত বেচা-কেনা করো না।

حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

৩৯১২। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এক দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) বিনিময়ে দুই দীনার এবং এক দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) বিনিময়ে দুই দিরহাম কেনা-বেচা করো না।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ «وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ

وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

৩৯১৩। মালিক ইবনে আওস ইবনে ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে বলতে আসলাম, কে (আমার স্বর্ণের সাথে) দিরহাম বিনিময় করবে? তখন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কাছে উপস্থিত ছিলেন। (তিনি) তালহা বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদের দেখাও এবং (পরে এক সময়) আমাদের কাছে আস। পরে যখন আমাদের খাদেম আসবে তখন তোমাকে তোমার দিরহাম দিয়ে দেব। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! কখনো তা হতে পারবে না। হয়তো এখনই তাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দাও অথবা তার স্বর্ণ মুদ্রা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদে পরিণত হবে। গমের বিনিময়ে গম, নগদ নগদ হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে। যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে, এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ ও হাতে হাতে বিক্রি না হলে তাও সুদে পরিণত হবে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

৩৯১৪। যুহ্‌রী থেকে উক্ত সিল্‌সিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ ابْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَابَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ «أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ» مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ

৩৯১৫। আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তাতে মুসলিম ইবনে ইয়াসার উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে আবুল আশআস আসলেন। লোকেরা বলল, আবুল আশআস, আবুল আশআস। অতঃপর তিনি বসলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের ভাইদের কাছে উবাদা ইবনে সামিতের হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আমরা এক অভিযানে গেলাম। লোকদের অধিনায়ক ছিলেন মুআবিয়া (রা)। আমরা প্রচুর গণীমাত পেয়ে গেলাম। আমাদের গণীমাত হিসাবে প্রাপ্তসম্পদের মধ্যে একটি রূপার পাত্রও ছিল। মুআবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে তা লোকদের (সৈনিক) কাছে তাদের বেতনের বিনিময়ে বিক্রি করার আদেশ করলেন।* লোকেরা তা ক্রয় করার জন্য তাড়াহুড়া করল (কে আগে কিনে নিতে পারে)। উবাদা ইবনে সামিতের কাছে এই সংবাদ পৌছালো তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি ঃ "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বেচা-কেনা করতে। তবে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং পরিমাণে সমান সমান হলে কোন দোষ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি অধিক দিল কিংবা নিল সে সুদে (সুদ খাওয়ার অপরাধে) লিপ্ত হল।

অতএব লোকেরা ইতিমধ্যে যে যা গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দিয়ে দিল। মুয়াবিয়ার নিকট এ খবর পৌছলে, তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, "লোকদের কি হল! তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে, যা আমরা শুনিনি অথচ আমরাও তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছি?" উবাদা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছি, তা অবশ্যই বর্ণনা করব তা মুআবিয়ার কাছে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে হলেও, তা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও।** আমি যদি অন্ধকার রাতে তার বাহিনীতে না থাকি তাতেও আমার আপত্তি নেই"।***

(উবাইদুল্লাহ ইবনে 'উমার আল-কাওয়ারীরা বলেন,) হাম্মাদ এ হাদীসটি এভাবেই অথবা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা* ঃ এই বিক্রয়ের অন্তরালে যে ভাব লুক্কায়িত ছিল তা হচ্ছে এই যে, সৈনিকগণ যখন গনীমাত থেকে নিজেদের অংশ পাবে তখন তারা এর মূল্য পরিশোধ করবে। এই ধরনের অনিশ্চিত লেনেদেন ইসলামে বৈধ নয়। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না সৈনিকদের ভাগে কি পড়বে এবং তার প্রকার ও গুণগত মানই বা কি হবে।

টীকা** ঃ আমীর মুআবিয়ার (রা) অবস্থান দুর্বল। যেহেতু তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেননি, সুতরাং তিনি তা মানতে বাধ্য নন তার এই দৃষ্টিভংগী যথার্থ নয়। প্রামাণ্য হাদীস মানতে যে কোন মুসলমান বাধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন তার সম্পূর্ণটা জানা কেবল এক ব্যক্তি বা একটি দলের পক্ষে সম্ভব নয়। হাদীসবিশারদদের মতে রাবী হিসাবে উবাদা ইবনে সামিতের (রা) অবস্থান আমীরে মুআবিয়ার (রা) তুলনায় উত্তম। কেননা তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তিনি মুয়াবিয়ার (রা) তুলনায় রাসূলের (সা) অনেক বেশী সাহচর্য লাভ করেছেন। কেননা আমীর মুআবিয়া (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী, সিন্ধী হানাফী (মৃঃ ১১৩৮ হিঃ) সুনানে নাসাইর টীকায় লিখেছেন, "প্রামাণ্য হাদীস প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে এটা তার উদ্ধত ভাবের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ আমাদের এবং তাকে (মুআবিয়া) ক্ষমা করুন"– (নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১)।

ইমাম মালিক ও আমীর মুআবিয়ার (রা) অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সোনা অথবা রূপার একটি পানপাত্র তার ওজনের চেয়ে অধিক মূল্যে (স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রায়) বিক্রি করেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে শুনেছি। কিন্তু সমান সমান হলে কোন আপত্তি নেই"। মুআবিয়া (রা) তাকে বললেন, আমি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ আছে বলে মনে করি না। আবু দারদা (রা) বললেন, কে আমারও ওজর কবুল করবে যদি এর বিনিময় দেই? (অর্থাৎ আমি যদি তার রায়ের ভিত্তিতে নাজায়েয লেনদেনে লিপ্ত হই তাহলে আমার এই ওজর কি গ্রহণযোগ্য হবে)? আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাচ্ছি আর সে আমাকে তার রায় শুনাচ্ছে! অতএব তুমি (মুআবিয়া) যে এলাকায় আছো আমি (আবু দারদা) সেখানে বসবাস করব না। অতঃপর আবু দারদা (রা) মদীনায় উমারের (রা) কাছে চলে আসেন এবং তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করেন। অতএব 'উমার (রা) মুআবিয়াকে লিখে পাঠালেন, "আর কখনো এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করবে না। ওজন করে সমান সমান পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করবে"– (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃঃ ২৬১)। (স)

টীকা*** ঃ ইবনে 'আবদুল বার তার আল-ইস্তিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব' গ্রন্থে এবং ইবনুল আসীর তার 'উসাদুল গাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত 'উমার (রা) উবাদা ইবনে সামিতকে (রা) সিরিয়ার কাযী এবং মুবাল্লিগ (প্রচারক) নিযুক্ত করেন। তার কাছে আমীর মুআবিয়ার (সিরিয়ার গভর্নর) যে কাজই শরীআত পরিপন্থী মনে হত, তিনি তাতে বাধা দিতেন। আমীর মুআবিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকতে দেব না। অতঃপর তিনি তাকে মদীনায় ফেরত পাঠান। 'উমার (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস্ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? উবাদা (রা) পুরা ঘটনা খুলে বললেন। তা শুনে 'উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যাও। কেননা তোমাকে যে স্থান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। তিনি আমীর মুআবিয়াকে (রা) লিখলেন, উবাদা তোমার অধীনস্থ নয়। সে হচ্ছে কাযী এবং এ কারণে সে স্বাধীন। (স)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৯১৬। আইয়ুব থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ» قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

৩৯১৭। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান, বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং নগদ নগদ হতে হবে। সুতরাং যখনই এগুলোর অবস্থায় ও প্রকারে পরিবর্তন হবে, তখন তোমরা যেভাবে চাও বেচা-কেনা করতে পার, তবে হাতে হাতে ও নগদ হতে হবে।

টীকা ঃ হাদীসে ছয় প্রকারের বস্তুর মধ্যে অসম বিনিময়কে সুদের কারবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই হুকুম উল্লিখিত বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ধান, চাল, ডাল, সরিষা, মরিচ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু পশুর আন্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। একটি উটের বিনিময়ে দুটি উট বা একটি গরুর বিনিময়ে দুটি গরুর আদান-প্রদান হলে তা সুদী লেনদেন নয়। অনুরূপভাবে এক সের ডালের বিনিময়ে দুই সের চাল, অথবা এক সের সরিষার বিনিময়ে দুই সের মরিচ নেয়া হলেও তা সুদী কারবার নয়। কিন্তু এক সের ভাল সরিষার বিনিময়ে দুই সের নিকৃষ্ট মানের সরিষা গ্রহণ করা বা দুই সের উন্নত মানের চালের বিনিময়ে পাঁচ সের নিকৃষ্ট মানের চাল গ্রহণ করা সুদী কারবার হিসাবে গণ্য হবে। এই ধরনের সুদকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় 'রিবা আল-ফাদল' বলে। এই সুদ হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে হারাম হয়েছে। রিবা আল-ফাদল নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে তা জানার জন্য মাওলানা মওদূদীর 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থের ১০৪-৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (স)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

৩৯১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান এবং নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বেশী দিল কিংবা বেশী গ্রহণ করল সে সুদী কারবারে লিপ্ত হল। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই সমান অপরাধী।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

৩৯১৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান সমান হতে হবে।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ .

৩৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, বালির বিনিময়ে বালি এবং লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সামান এবং নগদ লেনদেন হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বেশী প্রদান করল কিংবা গ্রহণ করল সে সুদী কারবারে লিপ্ত হল। কিন্তু জিনিসের শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ

৩৯২১। ফুদাইল ইবনে গাযওয়ান থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে 'হাতে হাতে নগদ বিনিময় হতে হবে' এ কথাটি এই সূত্রে উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

৩৯২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান সমান এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য পরিমাণে সমান সমান হলে বিনিময়ে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি বেশী দিল কিংবা বেশী নিল সে-ই সুদের কারবার করল।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ «يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ» عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا .

৩৯২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) আন্ত-বিনিময় হতে পারে যদি উভয় দিক সমান হয়। অনুরূপভাবে দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) আন্ত-বিনিময় হতে পারে যদি উভয় দিক সমান হয়।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৯২৪। মালিক ইবনে আনাস বলেন, মূসা ইবনে আবু তামীম আমাকে উক্ত সিল্‌সিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

৩৯২৫। আবুল মিনহাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক অংশীদার হজ্জ মওসুমে অথবা হজ্জের দিনগুলোতে মূল্য পরিশোধের শর্তে কিছু রূপা ধারে বিক্রি করল। অতঃপর সে আমার নিকট আসল এবং আমাকে অবহিত করল। আমি বললাম, তোমার এই লেনদেন বাঞ্ছিত নয়। সে বলল, আমি তা বাজারে বিক্রি করলাম, কিন্তু কেউ আমার এ কাজে আপত্তি করেনি। অতঃপর আমি বারাআ ইবনে আযিবের (রা) কাছে এসে তাকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরাত করে) মদীনায় আসলেন। তখন আমরা এ ধরনের বেচা-কেনা করতাম। তিনি বললেন ঃ "এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেটা হাতে হাতে নগদ হবে তার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে (লেনদেন) ধারে হবে তা সুদের কারবার হবে"। তবে তুমি (এ ব্যাপারটি) যায়েদ ইবনে আরকামের (রা) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে নাও। কেননা তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। অতএব আমি তাঁর নিকট এসে (এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ

أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

৩৯২৬। হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল মিনহালকে বলতে শুনেছেন, আমি বারাআ ইবনে আযিবকে (স্বর্ণের সাথে রূপার বা রূপার সাথে স্বর্ণের) বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি যায়েদ ইবনে আরকামকে (রা) গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তিনিই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি যায়েদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি বারা'আর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। সে (আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অবশেষে তারা উভয়েই বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

৩৯২৭। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিমাণে সামন সমান না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার বিনিময়ে রূপা এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ আমরা যেভাবে চাই ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তাকে (মূল্য পরিশোধের ধরন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তা নগদ-নগদ হতে হবে। আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) এরূপই শুনেছি।

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى «وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ» عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৯২৮। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাকরাহ বলেন, আবু বাকরাহ (রা) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিষেধ করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

৩৯২৯। ফাদালা ইবনে উবাইদ আনসারী (রা) বলেন, খাইবারে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুক্তা ও স্বর্ণখচিত একটি হার আনা হল। এটা গণীমাতের মাল ছিল এবং তা বিক্রির জন্য রাখা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন ঃ এর মধ্যে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথক করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাদের বললেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ওজনে বিক্রি করতে হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

৩৯৩০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার বিজয়ের দিন বারো দীনারে আমি একটি হার খরিদ করলাম। এটা সোনার তৈরী ছিল এবং তাতে মুক্তা বসানো ছিল। আমি এর সোনা এবং মুক্তা পৃথক করলাম এবং বার দীনারের অধিক (সোনা) পেলাম। আমি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ পৃথক না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা যাবে না।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه

৩৯৩১। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

৩৯৩২। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবারের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা ইহুদীদের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণ দুই অথা তিন দীনারের বিনিময়ে কেনা-বেচা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সমান সমান ওজন ছাড়া স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না।

টীকা ঃ চল্লিশ দিরহাম সমান ওজনকে এক উকিয়া বলে।

حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل

৩৯৩৩। হানাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবাইদের সঙ্গে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। আমার ও আমাদের সঙ্গীর ভাগে সোনা, রূপা এবং মুক্তার সমন্বয়ে

তৈরী একটি সোনার হার পড়ল। আমি তা বিক্রি করতে মনস্থ করলাম। আমি (এ সম্পর্কে) ফাদালা ইবনে উবাইদকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা থেকে সোনা পৃথক করে এক পাল্লায় রাখ এবং তোমার সোনা অপর পাল্লায় রাখ। অতঃপর তুমি সমান সমান ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন (স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য) সমান সমানের অতিরিক্ত গ্রহণ না করে"।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِىْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّىْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

৩৯৩৪। মা'মার ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তার গোলামকে এক সা' গম নিয়ে (বাজারে) পাঠালেন এবং বলে দিলেন, প্রথমে এটা বিক্রি কর, অতঃপর এর বিক্রয়মূল্য দিয়ে বার্লি ক্রয় কর। গোলমাটি তা নিয়ে বাজারে গেল এবং এর বিনিময়ে এক সা'র কিছু অধিক বার্লি নিয়ে আসল। সে মা'মারের কাছে ফিরে আসল এবং তাকে এটা জানাল মা'মার তাকে বললেন, তুমি এরূপ করলে কেন? ফিরে যাও এবং তা ফেরত দাও। পরিমাণে সমান সমান ছাড়া কখনো গ্রহণ করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "গমের বিনিময়ে গম এবং সমান সমান হতে হবে"। রাবী বলেন, তখনকার দিনে যবই ছিল আমাদের খাদ্য। তাকে বলা হল, গম তো বালির অনুরূপ নয়? জবাবে মা'মার বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে এটাও সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা।

টীকা ঃ ইমাম মালিক বলেন, যব ও গম একই জিনিস তাই এর মধ্যে সমান সমান না হলে সুদ হবে। কিন্তু অন্য সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে তা পৃথক দুই জিনিস। কাজেই এর বিনিময়ে কম-বেশী হলে সুদ হবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي

عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ

مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلٰكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هٰذَا

وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيزَانُ

৩৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আদী আল-আনসারী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য খাইবার এলাকায় পাঠালেন। সে সেখান থেকে কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে ফিরে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ"? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিভিন্ন প্রকারের দুই সা' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর খরিদ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তা করো না, বরং পরিমাণে সমান সমান নিতে হবে। অথবা তোমাদের খারাপ খেজুর বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে। এভাবেই পরিমাপ (পূর্ণ হবে)।

টীকা ঃ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এক জাতীয় জিনিস ভালো-মন্দের তারতম্য করে বিনিময়ের সময় পরিমাণে কম-বেশ করা যাবে না। হাদীস থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওজন ও পরিমাপের শ্রেণীভুক্ত বস্তুতে কম-বেশী হলে তা সুদে পরিণত হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ

عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ

جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

৩৯৩৬। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খাইবার এলাকায় (রাজস্ব বিভাগে) কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সে ওখান থেকে কিছু উত্তম খেজুর নিয়ে ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ (উত্তম)?" সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! (খাইবারের সব খেজুরই) এরূপ নয়। বরং আমরা দুই সা' (খারাপ) খেজুরের বিনিময়ে এরকমের এক সা' এবং তিন সা'র বিনিময়ে দুই সা' নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এ রকম কাজ আর করবে না। বরং খারাপ খেজুর নগদ মূল্যে বিক্রি করে দাও। অতঃপর এই মূল্যের বিনিময়ে উত্তম খেজুর খরিদ কর"।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هٰذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذٰلِكَ

৩৯৩৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বিলাল (রা) উন্নত মানের খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এগুলো কোথা থেকে এনেছো।" বিলাল (রা) বলেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ খেজুর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এর এক সা এর বিনিময়ে আমাদের দুই সা' (নিম্নমানের) খেজুর বিক্রি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হায় এ তো একেবারে সুদ। এরূপ করনা, বরং যখন তুমি (উত্তম) খেজুর খরিদ করতে চাও, তোমার (খারাপ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। অতঃপর তার মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ করো।"

ইবনে সাহলের হাদীসে "ইনদা যালিকা" শব্দটি উল্লেখ নেই।

حدثنا سلمة بن

شبيب حدثنا الحسن ابن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا

৩৯৩৮। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু খেজুর উপস্থিত করা হল। তিনি বললেন ঃ এ খেজুর তো আমাদের (মদীনার) খেজুরের মত নয়! তখন লোকটি বললে, হে আল্লাহর রাসূল! এর এক সা' খেজুরের বিনিময়ে আমাদের খেজুরের দুই সা' বিক্রি করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এটা তো সূদ। কাজেই এটা ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর আমাদের খেজুরগুলো বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ কর।"

حدثني إسحق بن منصور حدثنا

عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين

৩৯৩৯। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের বিভিন্ন মানের খেজুর (একত্রে মিশিয়ে) খেতে দেয়া হত। আমরা এক সা' উত্তম খেজুরের বিনিময়ে আমাদের দুই সা' বিক্রি করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি

ঘোষণা করলেন ঃ এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' খেজুর, এক সা' গমের বিনিময়ে দুই সা' গম এবং দুই দিরহামের বিনমিয়ে এক দিরহাম আদান-প্রদান করা যাবে না"।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ أَوَقَالَ ذٰلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلاَ يُفْتِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا - أَوْ فِي تَمْرِنَا - الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لاَ تَقْرَبَنَّ هٰذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ

৩৯৪০। আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাসকে (রা) সোনা-রূপার বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কি নগদ নগদ বিনিময়? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই। আমি আবু সাঈদ খুদ্‌রীকে (রা) এ সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং বললাম আমি ইবনে আব্বাসকে সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, তা নগদ নগদ হাতে হাতে কিনা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। আবু নাদরাহ বলেন, আমার কথা শুনে আবু সাঈদ (রা) বললেন, আচ্ছা, আমরা অচিরেই তাকে লিখব যেন তিনি তোমাদের এই ফতোয়া না দেন। অতঃপর আবু সাঈদ বলেন, আল্লাহর শপথ! একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গোলাম তাঁর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, "মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের এলাকার খেজুর নয়।" গোলামটি বলল, এ বছর মদীনায় খেজুরের ফলন ভাল হয়নি এবং প্রাকৃতিক দোষ পড়েছে, তাই পুষ্ট হয়নি। আমি এগুলো অন্যের থেকে নিয়েছি এবং যে পরিমাণ গ্রহণ করেছি– বিনিময়ে আমাদের খেজুর থেকে তার চেয়ে কিছু অধিক দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তুমি অধিক প্রদান করে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়েছ। আর কখনো এরূপ লেনদেনের কাছেও যাবে না। যখন তুমি নিজের খেজুর নিয়ে সন্দেহে পতিত হও (এর মান নির্ণয়ে),

তা নগদ মূল্যে বিক্রি করে দাও। অতঃপর এই অর্থ দিয়ে তোমার পছন্দসই খেজুর কিনে নাও।"

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ

৩৯৪১। আবু নাদরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমার ও ইবনে আব্বাসকে (রা) সোনার সাথে সোনার বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উভয়ে এতে কোন দোষ মনে করেন না। একদা আমি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) নিকট বসা ছিলাম। আমি তাকে সোনা-রূপার বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যা অতিরিক্ত হবে তা সুদ। আমি তাদের দুজনের অভিমতের প্রেক্ষিতে তাঁর এ কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি কেবল সে কথাই তোমাকে বলব যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। তা হল এই : এক খেজুর বাগানের মালিক উন্নতমানের এক সা' খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আসলো অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেজুর ছিল ভিন্ন রঙের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছ?" সে বলল, আমি দু'সা' খেজুর নিয়ে (বাজারে) গিয়েছিলাম এবং তা দিয়ে এই এক সা' খরিদ করেছি। বাজারে এগুলোর প্রচলিত দাম এই এবং ঐগুলোর (উন্নতমানের খেজুর)

প্রচলিত দাম এই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি তো সুদী কারবার করেছ। তুমি যখন এরকম করতে চাও প্রথমে তোমার খেজুরগুলো নগদ মূল্যে বিক্রি করে নাও। অতঃপর সেই মূল্য দিয়ে তোমার পছন্দসই খেজুর খরিদ করে নাও।"

আবু সাঈদ (রা) বলেন, খেজুরের বিনিময়ে (মানের ভিত্তিতে ওজনের তারতম্যে) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করার মধ্যে সূদের উপাদান থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অথবা সোনার বিনিময়ে সোনা (ওজনের তারতম্যে) লেনদেন (করার মধ্যে সুদ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক)। আবু নাদরা বলেন, পরে আমি ইবনে উমারের কাছে আসলাম। তিনিও আমাকে ঐ রূপে কেনা-বেচা করতে নিষেধ করলেন। তবে আমি ইবনে 'আব্বাসের (রা) নিকট যাইনি। আবু নাহরাহ বলেন, আবু সাহবা' আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই মাসয়ালা সম্পর্কে মক্কায় ইবনে 'আব্বাসের (রা) কাছে জিজ্ঞেস করছেন, তিনিও এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেননি।

حدثنى محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبى عمر جميعا عن سفيان بن عيينة ، واللفظ لابن عباد ، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبى صالح قال سمعت اباسعيد الخدرى يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذى تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته فى كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده فى كتاب الله ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الربا فى النسيئة

৩৯৪২। আবু সালেহ্ (যাইরাত) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদকে (রা) বলতে শুনেছি। দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, সমান সমান বিক্রি করা যেতে পারে। কিন্তু যে কেউ এর বেশি নিল বা দিল সে সুদের কারবার করল। আবু সালেহ বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) তো এর বিপরীত বলেন। জবাবে আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, আপনি যে কথাটি বলছেন তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, না মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, "এর কোনটি নয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও শুনিনি এবং আল্লাহর কিতাবেও পাইনি। বরং আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেবলমাত্র ধারের ক্ষেত্রেই সুদ হয়"।

টীকা ঃ উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস থেকে আমরা 'রিবা আল নাসিয়া'র পরিচয় পাই। ঋণদাতা নিজের মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে লাভ করে থাকে তাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা আল-নাসিয়া বলা হয়। অর্থাৎ ঋণ ব্যাপদেশে যে রিবা (সুদ) গ্রহণ বা প্রদান করা হয়। কুরআন মজীদে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 'রিবা আল-নাসিয়া' হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ফিকহবিদদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এই সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং যারা এ নির্দেশ মানতে প্রস্তুত হবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা বাকারা, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ এবং ২৮৯ নম্বর আয়াত। সূরা আলে ইমরান, ১৩০ নম্বর আয়াত এবং সূরা রূম, ৩৯ নম্বর আয়াত।

সুদ সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ টাকা পয়সা ধার দিয়ে সুদ গ্রহণ করা বা প্রদান করা হারাম ছিল। কিন্তু বস্তু সামগ্রীর আশু বিনিময়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাপে আদান-প্রদানকে তখনো সুদের পর্যায়ভুক্ত ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও হারাম ঘোষণা করেন– যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে দেখতে পাই। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) প্রথম দিকে উসামা ইবনে যায়েদের এই হাদীসের ভিত্তিতেই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, সুদ কেবল ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, হাতে হাতে বা নগদ লেন-দেনের মধ্যে সুদ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যখন সহীহ হাদীস থেকে জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগদ লেনদেনের ব্যাপারেও অতিরিক্তি বস্তু (রিবা আল-ফাদল) গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন, তখন তিনি নিজের পূর্বেকার ফতোয়া প্রত্যাহার করেন। হযরত জাবির (রা) বলেন,

رجع ابن عباس عن قوله فى الصرف وعن قوله فى المتعة

অর্থাৎ ইবনে 'আব্বাস (রা) তার সুদ ও মুত'আ বিবাহ সম্পর্কিত মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম হাকেমও বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে 'আব্বাস (রা) পরবর্তীকালে সেই ফতোয়া থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করেন এবং রিবা আল-ফাদলকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে থাকেন।

আমাদের দেশের ব্যাংক, শিল্পঋণ সংস্থা, গৃহ নির্মাণ ঋণ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দিয়ে থাকে তার সুদ এই 'রিবা আল-নাসিয়ার' আওতাভুক্ত। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন এসব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার অত্যন্ত কম, তাই এটা কুরআনের নিষিদ্ধ ঘোষিত সুদের আওতায় পড়ে না। এরূপ কথা সুদের ইসলামী বিধান সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। কারণ পরিমাণে কম বা বেশীর ভিত্তিতে কুরআন সুদকে হারাম ঘোষণা করেনি। বস্তুত যে জিনিস হারাম তা পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক– তা হারাম। (স)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ
وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ

ابْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

৩৯৪৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কেবলমাত্র ঋণের সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত।"

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

৩৯৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উসামা ইবনে যায়েদের (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মুদ্রা এবং দ্রব্যসামগ্রীর) বিনিময় নগদ নগদ হলে তাতে (একই দ্রব্যের আন্ত-বিনিময়ে পরিমাণে তারতম্য হলে) সুদ হবে না।

حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللّٰهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

৩৯৪৫। আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইবনে 'আব্বাসের (রা) সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, (মুদ্রা এবং দ্রব্যসামগ্রীর) লেনদেন সম্পর্কে কি বলছেন; আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন, না কি কিছু আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? উত্তরে ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, "এর কোনটিই আমি বলি না। আপনারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক বেশী জানেন। আর আল্লাহর কিতাব তাও

আমি অধিক বেশী জানি না। আমাকে বরং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জেনে রাখ! কেবলমাত্র ঋণের সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত"।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

৩৯৪৬। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।" আলকামা বলেন, আমি বললাম এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা শুধু এতটুকু বলব যা শুনেছি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

৩৯৪৭। জাবির (রা) থেকে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহণকারী সুদ প্রদানকারী, এর হিসাবরক্ষক (বা চুক্তিপত্র লেখক) এবং এর সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন এরা সবাই সমান অপরাধী।

টীকা ঃ পবিত্র কুরআনে সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবী কর তাহলে সুদভিত্তিক লেনদেন পরিহার কর (সূরা বাকারা ঃ ২৭৮-৭৯)। হাদীস শরীফে সুদখোরদের কার্যক্রম আরো জঘন্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি জেনেশুনে এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পরিমাণ সুদ খায় তার গুনাহ ছত্রিশবার যেনা করার চেয়েও মারাত্মক" (আহমাদ, দারু কুতনী, বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)। "সুদের গুনাহের সত্তরটি ভাগ রয়েছে। তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভাগ হচ্ছে আপন মাকে বিয়ে করার সমান" (ইবনে মাজা, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)। (নাউযুবিল্লাহ)। সুদের বিস্তারিত বিধান জানার জন্য মাওলানা মওদূদী রচিত 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। তিন শতাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তকে তিনি সুদ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

হালালকে গ্রহণ করা এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকা।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه» إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

৩৯৪৮। শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি নোমান ইবনে বাশীরকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি (এ সময় নো'মান তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল উভয় কানের দিকে ইঙ্গিত করেন) ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও মান-সম্মানকে ত্রুটিমুক্ত রাখে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে হারামের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যেমন কোন রাখল, তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। তা অচিরেই সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। সাবধান ! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। সতর্ক হও মানব দেহে একটি মাংসখণ্ড আছে, তা সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকে। আর অসুস্থ হয়ে পড়লে গোটা দেহই অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রাখ এটাই হচ্ছে কাল্‌ব।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قالا حدثنا زكرياء بهذا الإسناد مثله

৩৯৪৯। ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, যাকারিয়া আমাদেরকে উক্ত সিলসিলায় ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب «يعني ابن عبد الرحمن القاري» عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر

৩৯৫০। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে অন্যদের চাইতে যাকারিয়ার হাদীসটি অধিক পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ।

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه

৩৯৫১। আমের শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী নু'মান ইবনে বশীর ইবনে সা'দকে (রা) 'হিমস' নগরীতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

উট বিক্রি করে তার ওপর সওয়ার হওয়ার শর্ত রাখা।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر حدثني جابر

ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ

৩৯৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি উটে চড়ে সফর করছিলেন। কিন্তু উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তিনি উটটিকে পরিত্যাগ করার মনস্থ করলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। (জাবির বলেন,) তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন, ফলে এত দ্রুত চলতে লাগলো যে অনুরূপ আর কখনো চলেনি। তিনি বললেন ঃ উটটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন ঃ এটাকে এক উকিয়ায় আমার নিকট বিক্রি কর। (আমি তাঁর নিকট এটা বিক্রি করলাম) এবং আমার বাড়ি পর্যন্ত তাতে সওয়ার হয়ে যাওয়ার শর্ত রাখলাম। আমি বাড়ি পৌছে উটটি নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে উটের দাম চুকিয়ে দিলেন। আমি ফিরে যেতে লাগলাম, তিনি আমার পেছনে একজন লোক পাঠিয়ে পুনরায় আমাকে ডাকলেন। (আমি ফিরে আসলে) তিনি বললেন ঃ মনে করেছিলে যে আমি তোমার উট নিয়ে তোমাকে কম মূল্য নিতে বলব? তোমার উট এবং দিরহাম নিয়ে নাও। এগুলো তোমারই।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন, পশু বিক্রি করে তার ওপর সওয়ার হওয়ার শর্ত করা জায়েয। ইমাম মালিক বলেন, দূরত্ব কম হলে এমন শর্ত বৈধ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী বলেন, কোন বস্তু বিক্রি করে তন্মধ্য শর্ত আরোপ করা নিষিদ্ধ। তারা হাদীসের জবাবে বলেন, মূলতঃ এখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়নি, বরং জাবির (রা) অভাবী ছিলেন। একটা অসীলা করে তাকে সাহায্য করাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য। (অ)

وحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى «يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ» عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

৩৯৫৩। আমের শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ» قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي «أَوِ اسْتُشْهِدَ» وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ

৩৯৫৪। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি আমার কাছে আসলেন। আমি তখন আমার পানি বহনকারী উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে চলতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, এটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির পেছনে গিয়ে হাঁকালেন এবং এর জন্যে দু'আ করলেন। এরপর উটটি সব উটের সামনে সামনে চলতে থাকল। তিনি আমাকে

বললেন ঃ উটটিকে এখন কেমন মনে হচ্ছে? আমি বললাম। ভাল, উটটি আপনার বরকত লাভ করেছে। তিনি আমাকে বললে ঃ তুমি কি উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে? জাবির বলেন, আমি (তা কানা বলতে) লজ্জাবোধ করলাম। কারণ একটি ব্যতীত পানি বহন করার জন্যে আমাদের আর কোন উট ছিল না। আমি বললাম, হাঁ। আমি সেটি এই শর্তে তাঁর কাছে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আমাকে এর পিঠে চড়ার অনুমতি দিতে হবে। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন সদ্য বিবাহিত যুবক। অতএব আমি তাঁর নিকট সকলের আগে-ভাগে (মদীনা) চলে যাবার অনুমতি চাইলাম।

তিনি আমাকে অনুমতি দান করলেন অতএব আমি সকলের আগেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম। এ সময় আমার মামা (যহীর ইনে রাফে') আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং এটা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি উটটি সম্পর্কে যা করেছি তা তাকে জানালাম। তিনি আমাকে এজন্য তিরস্কার করলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগে-ভাগে চলে যাবার অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কুমারী মেয়ে বিবাহ করেছ, না বিধবা নারীকে? আমি বললাম, বিধবা নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন ঃ কুমারী মেয়ে বিবাহ করলেন কেন? তাহলে সে তোমার সাথে আর তুমি তার সাথে খেলাধূলা, হাসি-ঠাট্টা এবং আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা (আবদুল্লাহ) ইন্তিকাল করেছেন (অথবা বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন) এবং আমার অনেকগুলো অল্পবয়স্কা বোন রেখে গেছেন। তাই ওদের দেখাশুনা করতে ও শিষ্টাচার শিখাতে অক্ষম তাদেরই মত অল্পবয়স্কা একটি মেয়েকে বিবাহ করাটা আমি সমীচীন মনে করিনি। সুতরাং আমি বিধবা নারীকে বিয়ে করেছি যেন সে তাদের দেখাশুনা করতে পারে এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন, সকাল বেলা আমি উটটিসহ তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে উটের মূল্যও প্রদান করলেন এবং উটটিও ফিরিয়ে দিলেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَّ جَمَلِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بِعْنِي جَمَلَكَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا

قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

৩৯৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। (পথিমধ্যে) আমার উটটি অচল হয়ে পড়ল।... হাদীসের পূর্ণ ঘটনাটি পূর্ববত। এতে আরো আছে, “তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ তোমার উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। জাবির বলেন, আমি বললাম, না মূল্য দিতে হবে না। বরং এটা আপনি এমনিই নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ না বরং আমার নিকট তা বিক্রি করে দাও। জাবির (রা) বললেন না হে আল্লাহর রাসূল! এটা আপনাকে বিনামূল্যেই প্রদান করলাম। তিনি বললেন ঃ না বরং আমার কাছে বিক্রি কর। জাবির বলেন, আমি বললাম, এক ব্যক্তি আমার কাছে এক উকিয়া স্বর্ণ পাবে। অতএব তা পরিশোধ করার বিনিময়ে আপনি এ উট গ্রহণ করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তবে তুমি এর ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা পর্যন্ত যেতে পার। জাবির বলেন, যখন আমি মদীনায় এসে পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে বললেন ঃ তাকে (জাবিরকে) এক উকিয়ার কিছু বেশী স্বর্ণ দিয়ে দাও। জাবির (রা) বলেন, সে আমাকে এক উকিয়া এবং আরো এক কীরাত স্বর্ণ প্রদান করল। জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সেই অতিরিক্ত কীরাতটি সর্বদা আমার সাথেই থাকত। তা আমার মুদ্রার থলির মধ্যেই থাকত। অবশেষে সিরীয় বাহিনী যখন (মদীনার) ‘হাররা’ এলাকায় (৬৩ হিজরীতে) আক্রমণ করল, সেদিন তারা তা লুটে নিয়ে গেল।

টীকা ঃ কিতাবুল ইমারার ২৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ

৩৯৫৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আর আমার পানি বহনকারী উটটি পেছনে পড়ে থাকল।... অবশিষ্ট হাদীস পূর্ববত। এ হাদীসের মধ্যে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে আঘাত করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে এর ওপর সওয়ার হয়ে যাও। জাবির (রা) আরো বলেন, তিনি আমাকে অতিরিক্তি দিতে থাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।

وحدثنى أبو الربيع العتكى حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبى الزبير عن جابر قال لما أتى على النبى صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيرى قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لى ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادنى وقية ثم وهبه لى

৩৯৫৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, আমার উটটি তখন অচল হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, নবী (সা) ছড়ি দিয়ে উটটিকি খোঁচা দিলেন। অতঃপর এমনভাবে দৌড়াতে শুরু করল যে, আমি তাঁর কথা শোনার জন্য এর লাগাম টেনে রুখে রাখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা পারলাম না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশে আসলেন এবং বললেন ঃ "উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও"। সুতরাং আমি পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে তাঁর নিকট এটা বিক্রি করে দিলাম এবং বললাম, আমি মদীনা পর্যন্ত এর ওপর সওয়ার হয়ে যাওয়ার শর্ত সাপেক্ষে। তিনি বললেন ঃ "হাঁ, এর পিঠে করে মদীনা পর্যন্ত যাবার অনুমতি আছে।" জাবির বলেন, আমি মদীনা পৌঁছে উটটি সহ তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে (পাঁচ উকিয়া ছাড়া) আরো এক উকিয়া অতিরিক্ত প্রদান করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিও আমাকে ফেরত দিলেন।

حدثنا عقبة بن مكرم العمى

حدثنا يعقوب بن إسحق حدثنا بشير بن عقبة عن أبى المتوكل الناجى عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره «أظنه قال غازيا»

وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ

৩৯৫৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। (রাবী আবুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। অতঃপর হাদীসের পুরা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আরো আছে ঃ "তিনি আমাকে বললেন ঃ হে জাবির! তুমি কি উটের পুরোপুরি মূল্য পেয়েছ?" আমি বললাম, হাঁ পেয়েছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "উটের মূল্যও তোমার, উটও তোমার; উটের মূল্যও তোমার এবং উটটিও তোমার"।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي

৩৯৫৯। মুহারিব থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই উকিয়া এবং এক অথবা দুই দিরহামের বিনিময়ে আমার নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেন। তিনি 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছে একটি গাভী যবেহ্ করার নির্দেশ দিলেন এবং তা যবেহ করা হল। সবাই এর গোশত খেল। তিনি মদীনায় পৌঁছে আমাকে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমার উটের মূল্য পরিমাপ করলেন এবং কিছু অধিকই দিলেন।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا

৩৯৬০। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে– তিনি (নবী সা.) আমার নিকট থেকে উটটি নির্দিষ্ট মূল্যে খরিদ করেন। কিন্তু এই বর্ণনায় দুই উকিয়া ও এক অথবা দুই দিরহামের কথা

উল্লেখ নেই। আর তিনি (জাবির) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গরু যবেহ করার নির্দেশ দিলেন। তা যবহে করা হল এবং তিনি এর গোশত বণ্টন করে দিলেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

৩৯৬১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ চার দীনারের বিনিময়ে আমি তোমার উটটি নিয়ে নিলাম। তবে তোমার জন্য এর পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনা পর্যন্ত যাবার অনুমতি রইল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

পশু ধার নেয়া জায়েয এবং পরিশোধের সময় উত্তমটি দেয়া মুস্তাহাব।

حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

৩৯৬২। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি অল্প বয়সের উট ধার নেন। তাঁর কাছে সাদকার (যাকাতের) উট এসে গেল। তিনি আর রাফে'কে আদেশ করলেন পাওনাদারকে একটি উট প্রদান করতে। আর রাফে' ফিরে এসে বললেন, আমি এর মধ্যে ছয় বছরের উট পাইনি বরং এর চেয়ে উত্তম উট আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে সেটিই দিয়ে দাও। কেননা যে ব্যক্তি সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে লোকদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট।

টীকা ঃ পশু দেয়া-নেয়া সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মত রয়েছে। জমহুর, ইমাম মালিক এবং শাফেঈর মতে পশু ধার দেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্যদের মতে পশু ধার দেয়া জায়েয নয়। তারা মনে করেন, এই হাদীস নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"। (মিরকাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য।

আল্লামা শওকানী বলেন, এ হাদীস থেকে মূল পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েয প্রমাণিত হয়। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অতিরিক্ত পরিমাণ শর্ত হিসাবে নয়, বরং স্বেচ্ছায় দেয়া হলে তা জায়েয। কারণ শর্ত থাকলে তা সুদে পরিণত হবে, যা হারাম। এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সদকা-যাকাত খাওয়া অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সদকার উট দিয়ে ধার শোধ করলেন কেন? ইমাম শাফেঈ এর উত্তরে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এই ধার নেননি; বরং গরীবদের জন্য নিয়েছিলেন। তাই ধার সদকার সম্পদের মাধ্যমে পরিশোধ করা সম্পূর্ণ বৈধ ছিল (নায়লুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০-৩১)।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

৩৯৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত গোলাম আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প বয়সের একটি উট ধার নিলেন।... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে, এ হাদীসে আরো আছে ঃ তিনি বলেন, "কেননা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে– যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে"।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمُ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

৩৯৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির কিছু পাওনা ছিল। সে তার পাওনার জন্য কড়া তাগাদা দিল এবং শক্ত কথা বলল, এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ঃ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হকদারের (পাওনাদারের) উচ্চবাচ্য করার অধিকার আছে। তোমরা একটা উটই খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। তারা বলল, সে যে বয়সের উট দিয়েছিল আমরা তার সমান উট পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে উত্তম উট পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ সেটিই খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

৩৯৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট ধার নিলেন এবং পরে এর চেয়ে একটি বড় উট তাকে ফেরত দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে উত্তম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

৩৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার পাওনা উটের তাগাদা দিল। তিনি বললেন ঃ তার যে বয়সের উট পাওনা আছে তার চেয়ে বড় উট দিয়ে দাও। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে– যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

একই প্রজাতির পশুর আন্ত-বিনিময়ে তারতম্য করা জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

৩৯৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কৃতদাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হিজরাত করার 'বাইআত' করল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। পরে তার মনিব এসে তাকে ফেরত চাইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি গোলামটি বিক্রি করে দাও। সে বিক্রি করতে সম্মত হলে) তিনি দু'টি হাবশী গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে নিলেন। এরপর থেকে তিনি কাউকে বাইআত করার পূর্বে জিজ্ঞেস করে নিতেন, সে গোলাম কিনা?

টীকা ঃ মুসলমান গোলাম কাফেরের কাছে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কাফের গোলামের বিনিময়ে মুসলমান গোলামটিকে তার কাফের মনিবের কাছ থেকে নিয়ে নেন।

এ হাদীস থেকে আরো জানা যায়, গোলাম এবং পশুর অসম বিনিময় জায়েয, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের মতে তা জায়েয নয়।

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের সমস্ত মানুষই আযাদ। এমনকি কোথাও অসভ্য জাতির সন্ধান পাওয়া গেলেও তাদের ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করা জায়েয নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন স্বাধীন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পূর্ণ হারাম। তাই বর্তমানে কোথাও দাসপ্রথা চালু থেকে থাকলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং মানবতা বিরোধী। হাদীসে উল্লিখিত পণ্য বিনিময় এখন কেবল পশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মানুষের ক্ষেত্রে নয়। (স)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

বন্ধক এবং সফরের বাসস্থানে থাকা অবস্থায়ও বন্ধক রাখা জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

৩৯৬৮। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যশস্য বাকীতে খরিদ করেন এবং

নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রাখেন।

টীকা ঃ শরীআত অনুমোদিত বিষয়সমূহে শরীআত অনুমোদিত পন্থায় অমুসলিম সাথে সামাজিক লেনদেন করা যেতে পারে। (স)

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

৩৯৬৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে (বাকীতে) কিছু খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

৩৯৭০। আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক-রাখার ব্যাপারে ইবরাহীম নাখঈর সামনে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ 'আয়েশা (রা) থেকে আমাদের বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহুদীর কাছ থেকে বাকীতে কিছু খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজের লৌহবর্মটি জামানত স্বরূপ তার নিকট বন্ধক রাখেন।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

৩৯৭১। আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে "লৌহ নির্মিত" কথাটি উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

৩৯৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনার লোকেরা এক অথবা দুই বছর মেয়াদে ফলের বাগান অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি অগ্রিম খেজুরের বাগান ক্রয় করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওজনে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা ক্রয় করে।

টীকা ঃ বায়ই সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অর্থাৎ কোন জিনিস নগদ মূল্যে অগ্রিম ক্রয় করা এবং পণ্য পরে সরবরাহ করা। সব ফিকহবিদের মতে নিম্নলিখিত শর্তে বাই সালাম জায়েয ঃ মালের বর্ণনা, শ্রেণী, পরিমাণ, মেয়াদ এবং দাম নির্দিষ্ট হতে হবে এবং মূল্য নগদ প্রদান করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এর সাথে আরো একটি শর্ত যোগ করেছেন। তা হচ্ছে পণ্য সরবরাহের স্থানও নির্দিষ্ট হতে হবে। অন্য ইমামদের মতে এটা শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যেসব জিনিস পরিমাপ করা যায়, ওজন করা যায় এবং যেসব কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা যায়– তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। ইমাম আবু হানিফার মতে পশু, গোশত, রুটি ইত্যাদি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

৩৯৭৩। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মদিনায়) আসেন, লোকেরা তখন (ফলের বাগান ক্রয় করে) অগ্রিম মূল্য প্রদান করত। তিনি বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আগাম খরিদ করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওজনে খরিদ করে"।

حدثنا يحي بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم

৩৯৭৪। ইবনে আবু নাজীহ থেকে উক্ত সিলসিলায় আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে "নির্দিষ্ট সময়" কথাটি উল্লেখ নেই।

حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح باسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم

৩৯৭৫। ইবনে আবু নাজীহ থেকে ইবনে উইয়াইনার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় "নির্দিষ্ট মেয়াদ" কথাটির উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

খাদ্যশস্য গুদামজাত করা হারাম।

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان «يعني ابن بلال» عن يحي «وهو ابن سعيد» قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فانك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر

৩৯৭৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলতেন, মা'মার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে পাপী"। সাঈদকে বলা হল, আপনি নিজে তো গুদামজাত করেন? উত্তরে সাঈদ বললেন, যে মা'মার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনিও গুদামজাত করতেন।

حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ « قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ »

৩৯৭৭। মা'মার ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "পাপাত্মা ছাড়া কেউ গুদামজাত করে না।"

وحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى

৩৯৭৮। মা'মার ইবনে আবু মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

টীকা ঃ (ক) 'মা'মার– এই একই নামে বেশ কয়েকজন সাহাবী রয়েছেন। (আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা' গ্রন্থের ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৯)

(খ) যে কোন প্রকৃতির গুদামজাত করাই নাজায়েয নয়। যেমন মৌসুমের সময় বিভিন্ন শিল্পের জন্য কাঁচামাল ক্রয় করে গুদামজাত করা। খাদ্যশস্য যে মওসুমে উৎপাদিত হয় তা পরবর্তী মওসূম আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে গুদামজাত করা নাজায়েয নয়। বাজারে পণ্যদ্রব্য আসার স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা নাজায়েয। যেমন, ঢাকা শহরের বাজারগুলোতে প্রতিদিন তিন হাজার মণ চালের চাহিদা রয়েছে এবং তা স্বাভাবিক গতিতে সরবরাহ হচ্ছে। হঠাৎ আরতদারগণ চাহিদার তুলনায় কম চাউল বাজারে ছেড়ে সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে এর মূল্যবৃদ্ধি করে দিয়ে অতি মুনাফা লাভ করল। এ ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুদামজাত করা হারাম। মা'মার (রা) কৃত গুদামজাত জায়েয পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা নিষিদ্ধ।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلرِّبْحِ

৩৯৭৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বেচা-কেনার মধ্যে (মিথ্যা) শপথ করা যদিও উপস্থিতভাবে লাভজনক, কিন্তু মূলতঃ তা মুনাফা ও কল্যাণের জন্য ধ্বংসকর।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ، واللفظ لابن أبي شيبة ، قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق

৩৯৮০। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সাবধান ! তোমরা বেচা-কেনার মধ্যে অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা তা উপস্থিত লাভের সাথে বস্তুকে বিক্রয় করে বলে কিন্তু পরে তার বরকত বিনষ্ট করে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

শুফ'আর (PRE-EMPTION) বর্ণনা।

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك

৩৯৮১। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন ঘরে কিংবা বাগানে অন্য কেউ অংশীদার রয়েছে, সে তার অংশীদারের অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারে না, যদি সে পছন্দ করে তাহলে রাখবে আর যদি অপছন্দ হয় তবে ছেড়ে দেবে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم ، واللفظ لابن نمير ، قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

৩৯৮২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত অংশীদারী (স্থাবর) সম্পত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুফআ নির্ধারণ করেছেন। চাই তা ঘর হোক কিংবা বাগান। কারো পক্ষে হালাল নয় যে, তার অংশীদারকে অবগত না করে তা বিক্রি করে। সে ইচ্ছা করলে তা রেখে দেবে, অন্যথা ছেড়ে দেবে। আর যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে তাহলে সে সকলের চেয়ে বেশী হকদার (শুফআর দাবী তোলার ব্যাপারে)।

টীকা ঃ শুফ্'আ (PRE-EMPTION) হল অন্যের পূর্বে ক্রয় করার অধিকার। প্রতিটি স্থাবর অবিভক্ত সম্পত্তিতে শুফ্আর অধিকার আছে। এটাই সমস্ত উলামার মত। তবে বিভক্ত সম্পদের মধ্যে শুফ্আর অধিকার প্রতিবেশীর জন্যে আছে কিনা– তাতে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ বলেন, প্রতিবেশীর জন্যে এ অধিকার নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, প্রতিবেশীর জন্যও এ অধিকার আছে। অংশীদার ও প্রতিবেশী চাই মুসলমান হোক কিংবা যিম্মি অংশীদার কিংবা প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তা বিক্রি করলে হারাম হবে না। তবে সে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচারালয়ের সহায়তায় এই বিক্রি বাতিল গণ্য করাতে পারবে। পশু, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদির মধ্যে শুফআর অধিকার নেই। (অ)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

৩৯৮৩। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি অংশীদারী জিনিসে অর্থাৎ জমীন, ঘর-বাড়ী কিংবা বাগানে শুফআর অধিকার রয়েছে। তার অংশীদারের নিকট (বিক্রির প্রস্তাব) উপস্থাপন না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা সঠিক নয়। হয় সে তা ক্রয় করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। সে যদি (তার অংশীদারের কাছে তা বিক্রি করতে) অসম্মতি জানায় তখনো তার অংশীদার (শুফআর) অধিক হকদার। অতএব তার অনুমতি না নিয়ে তা বিক্রি করা যাবে না।

অনচ্ছেদ ঃ ২৩

প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

৩৯৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে নিজের দেয়ালে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। আ'রাজ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদের এটা থেকে বিমুখ দেখতে পাচ্ছি (অর্থাৎ এ হাদীস সম্পর্কে তোমাদেরকে উদাসীন মনে হচ্ছে?) আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এ হাদীস তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (সর্বদা তোমাদের বলতে থাকব, চাই তোমার মান বা না মান)।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৩৯৮৫। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ্, ইউনুস ও মা'মার সকলেই যুহ্‌রী থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জুলুম করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল ইত্যাদি হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ » عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

৩৯৮৬। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকিয়ে দেবেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا

৩৯৮৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। 'আরওয়া' নাম্নী এক মহিলা সাঈদের একটি ঘরের জমি নিয়ে তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। সাঈদ (তার পরিবারের লোকদের) বললেন, তোমরা ঘরের দাবী ছেড়ে দাও এবং ঐ মহিলার সাথেও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকে দেয়া হবে।" অতঃপর তিনি এই বদ দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! যদি ঐ মহিলা তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও। এবং তার কবর তার ঘরের মধ্যেই কর"। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, পরে আমি তাকে অন্ধ হয়ে যেতে এবং দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, "আমি সাঈদ ইবনে যায়েদের বদদু'আর শিকার হয়েছি। এই অবস্থায় একদা সে তার ঘরের নিকটস্থ কূপের নিকট দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ করে সে তার নীচে পড়ে গেল। অবশেষে সেটাই তার কবর হল।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ

إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ
إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً
فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي
فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

৩৯৮৮। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। আরওয়া বিনতে উয়াইস দাবী করলো যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ অন্যায়ভাবে তার জমির কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। তাই সে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে এর বিচার দিল। সাঈদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি যে হাদীস শুনেছি এরপরও কি আমি তার জমির কিছু অংশ জবরদখল করতে পারি? মারওয়ান বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কী শুনেছেন? সাঈদ বললেন, আমি রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির এক বিঘত পরিমাণও জবরদখল করে, সাত (তবক) জমি তার গলায় (কিয়ামতের দিন) লটকে দেয়া হবে"। মারওয়ান তাঁকে (সাঈদকে) বলল, এ হাদীস বর্ণনা করার পর আর আমি আপনার কাছে অন্য কোন প্রমাণ চাইব না। এরপর সাঈদ বদদু'আ করলেন, "হে আমার মাবুদ! যদি উক্ত মহিলাটি তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তুমি তার চক্ষু অন্ধ করে দাও এবং জমিতেই তাকে ধ্বংস কর। রাবী উরওয়া বলেন, শেষ পর্যন্ত সে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একদিন সে তার জমির মধ্যেই চলাফেরা করছিল। হঠাৎ সে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেল এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا
مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

৩৯৮৯। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের এক বিঘত জমিও দখল করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমি তার গলায় লটকে দেয়া হবে।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৯৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারো) এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি লটকে দেবেন।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ «يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ» حَدَّثَنَا حَرْبٌ «وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ» حَدَّثَنَا يَحْيَى «وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

৩৯৯১। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। আবু সালামা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার সাথে ও তার খান্দানের লোকদের সাথে কিছু জমিজমা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশার (রা) নিকট গিয়ে ব্যাপারটা তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি (আয়েশা রা.) বললেন, হে আবু সালামা! জমি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি কারো থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি তার গলায় পরানো হবে"।

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله

৩৯৯২। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, আবু সালামা (রা) আয়েশার (রা) নিকট গেলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

যদি এজমালি জমিতে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে রাস্তার প্রস্থ কতটুকু হবে?

حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع

৩৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা জমিতে রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে মতবিরোধ কর, তখন তার প্রস্থ রাখা হবে সাত হাত।

চব্বিশতম অধ্যায়

كتاب الفرائض

কিতাবুল ফারায়েয

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

৩৯৯৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমান কোন কাফেরের এবং কোন কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ ، وَهُوَ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

৩৯৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফরায়েযকে এর হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। (অর্থাৎ সর্বাগ্রে তাদের অংশ দিয়ে দাও যাদের অংশ নির্ধারিত)। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তিদের।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

৩৯৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফারায়েযকে তার প্রাপকের সাথে মিলিত কর। তাদেরকে দেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে তা (মৃতের) আসাবা পুরুষগণ পাবে।

حدثنا إسحٰق

ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع، قال إسحٰق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

৩৯৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কিতাব অনুযায়ী (মৃতের) পরিত্যক্ত সম্পদ সর্বাগ্রে যাবীল ফুরুযদের মধ্যে বণ্টন কর। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে (মৃত্যের) নিকটতম 'আসাবা' পুরুষগণই অগ্রাধিকার পাবে।

টীকা ঃ নিকটতম আসাবার উপস্থিতিতে দূরের আসাবা কিছুই পাবে না। যেমন ঃ মৃতের ওয়ারিস তিনজন। কন্যা, ভাই ও চাচা। এখানে যাবীল ফুরুয হিসেবে কন্যার অংশ হচ্ছে অর্ধেক। ভাই নিকটতম আসাবা হিসেবে বাকী অর্ধেক পাবে। আর চাচা দূরের আসাবা, তাই কিছুই পাবে না। আসাবা তিন প্রকার, আসাবা বি-নাফ্সিহী, আসাবা বি-গাইরিহী ও আসাবা মাআ' গাইরিহী।

وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاوس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم

৩৯৯৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব, তাউস থেকে উক্ত সিলসিলায় উহাইব ও রাওহ ইবনুল কাসেমের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله

كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

৩৯৯৯। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ্, মুহাম্মাদ ইবনে মুন্‌কাদির থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি (সুফিয়ান) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং তাঁর ওযুর (অবশিষ্ট) পানি আমার ওপর ঢেলে দিলেন। তখন আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলো। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদকে কী করবো? অর্থাৎ কিভাবে বণ্টন করবো? কিন্তু তিনি আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের (অংশ বণ্টনের) আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! লোকেরা আপনার নিকট জানতে চাইবে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতা কিংবা পুত্র, অর্থাৎ উর্ধতন কিংবা অধঃস্তন কোনো ওয়ারিস রেখে যায়নি, তাকে 'কালালাহ্' বলা হয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

৪০০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) বনি সালামা গোত্রে পায়ে হেঁটে আমার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আসলেন। তাঁরা উভয়ই যখন আসলেন তখন আমাকে সংজ্ঞাহারা অবস্থায় পেয়েছেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে আনিয়ে ওযু করলেন এবং ওযুর অবশিষ্ট পানি থেকে কিছু পানি আমার ওপর ছিঁটিয়ে দিলেন। তাতে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার ধন-সম্পদ কি করবো? অতঃপর নাযিল হলো ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ (নির্দেশ) দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ তোমাদের দু'জন নারীর সমপরিমাণ– অংশ নির্ধারণ করেছেন।

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن « يعني ابن مهدي »
حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي
علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فاذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت
آية الميراث

৪০০১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুন্‌কাদির (রা) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সেবা-শুশ্রূষায় আসলেন, অথচ আমি ছিলাম তখন রোগগ্রস্ত আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। তাঁরা উভয়ে পায়ে হেঁটেই আসছেন। তিনি আমাকে সংজ্ঞাহারা অবস্থায়ই পেয়েছেন। তিনি ওযু করলেন এবং পরে অবশিষ্ট পানি থেকে কিছু পানি আমার ওপর ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশ ফিরে আসতেই দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছেই উপস্থিত। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাল-সম্পদ কি করবো? অর্থাৎ তা কিভাবে বণ্টন করবো? উত্তরে তিনি আমাকে কিছুই বলেননি, অবশেষে মীরাসের (অংশ বণ্টনের) আয়াত নাযিল হলো।

حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر.
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض
لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية
الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت

৪০০২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুন্‌কাদির (রা) বলেন, আমি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে বলতে শুনেছি। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। এ সময় আমি ছিলাম অসুস্থ ও সংজ্ঞাহারা। তিনি ওযু করলেন, পরে আমার পরিবারস্থ লোকেরা তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি আমার ওপর ঢেলে দিলেন, তাতে আমি

সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন 'কালালাহ্' ব্যক্তি, অর্থাৎ পিতা-পুত্র কেউই ওয়ারিস নেই। এখন আমার সম্পদের বণ্টন কিভাবে হবে? তখনই 'মীরাসের আয়াত' নাযিল হলো! শো'বা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে বললাম ঃ সে আয়াতটি এভাবে? "হে নবী! লোকেরা আপনার নিকট জানতে চাইবে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে বলে দিচ্ছেন"। মুহাম্মাদ ইবনুল মুন্‌কাদির বললেন, হাঁ, এভাবেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدى ح وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد فى حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفى حديث النضر والعقدى فنزلت آية الفرض وليس فى رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر

৪০০৩। শোবা থেকে উক্ত সিলসিলায় ওহাব ইবনে জারিরের হাদীসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে "তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হলো"। কিন্তু তাদের কারোর হাদীসের মধ্যে, "শো'বা ইবনুল মুন্‌কাদিরকে যে কথাটি বলেছেন" এ অংশটুকু উল্লেখ নেই।

حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى

ومحمد بن المثنى «واللفظ لابن المثنى» قالا حدثنا يحي بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبى الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إنى لا أدع بعدى شيئا أهم عندى من الكلالة ماراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء ماراجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيه حتى طعن باصبعه فى صدرى وقال ياعمر ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن

৪০০৪। মা'দান ইবনে আবু তালহা (রা) বলেন। একদা জুম্‌আর দিন 'উমার উবনুল খাত্তাব (রা) খুতবা (ভাষণ) দিতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) এর আলোচনা করলেন। পরে বললেন, আমি আমার অবর্তমানে 'কালালার' চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বস্তু রেখে যাবো না। কেননা যত বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মতবিনিময় করেছি, কালালার চেয়ে অধিক কোনো বিষয়ে মতবিনিময় করিনি। আর তিনি এ ব্যাপারে আমাকে যে পর্যায়ে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য কোনো ব্যাপারে এর চেয়ে কঠোর নির্দেশ দেননি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা আমার বক্ষে খোঁচা দিয়ে বললেন, হে 'উমার সূরায়ে নিসার শেষাংশে যে আয়াতুস্‌ সাঈফ (গ্রীষ্মকালীন আয়াত) উল্লেখ আছে, (আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য) সেটা কি তোমাকে যথেষ্ট করবে না? অতঃপর 'উমার (রা) বলেন, যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে এ সম্পর্কে আমি এমন সিদ্ধান্ত নেবো, যে কুরআন পাঠ করে আর যে কুরআন পাঠ করে না, প্রত্যেকেই সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

টীকা ঃ উল্লিখিত আয়াতটি গ্রীষ্মকালে নাযিল হওয়ায় উহাকে আয়াতুস্‌ সাঈফ বলা হয়েছে। 'আস্‌ সাঈফ' অর্থ গ্রীষ্মকাল।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ
كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪০০৫। কাতাদাহ্‌ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ
قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

৪০০৬। বার্‌আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াতের মধ্যে يَسْتَفْتُونَكَ الاية এ আয়াতটি সর্বশেষে নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ মীরাস সংক্রান্ত বিধানসমূহের মধ্যে এটাই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ

৪০০৭। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ' ইবনে আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে, আয়াতুল কালালাহ্ এবং সর্বশেষ সূরা নাযিল হয়েছে সূরায়ে বারাআত।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى «وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ» حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ

৪০০৮। বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত। সর্বশেষ পূর্ণ একটি সূরা নাযিল হয়েছে সূরায়ে তাওবাহ্ এবং সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে আয়াতুল কালালাহ্।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى «يَعْنِي ابْنَ آدَمَ» حَدَّثَنَا عَمَّارٌ «وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ» عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً

৪০০৯। আবু ইসহাক বারাআ' (রা) থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন "সর্বশেষ গোটা একটি সূরা নাযিল হয়েছে"। অর্থাৎ হাদীসে রয়েছে تَامَّةً আর এ হাদীসে রয়েছে كَامِلَةً।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ

৪০১০। আবুস সফর বারাআ' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বশেষ আয়াত নাযিল করা হয়েছে, يَسْتَفْتُونَكَ।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

৪০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযা পড়ার জন্য এমন মৃত লাশ আনা হতো, যার ওপর ঋণ আছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তার কি কোনো দেনা (ঋণ) আছে? পরে জিজ্ঞেস করতেন, তার দেনা পরিশোধ করার মতো কোনো সম্বল রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো যে, ঋণশোধ হবার পরিমাণ সম্বল রেখে গেছে, তখন তার ওপর নামায (জানাযা) পড়তেন। অন্যথায় (অর্থাৎ যদি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ মাল রেখে না যেতো) বলতেন, তোমরাই তোমাদের সঙ্গীর ওপর নামায পড়ো। আর যখন আল্লাহ্ তাঁদেরকে (মুসলমানদেরকে) অনেক দেশ বিজয়ী করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের স্বীয় দেহের চেয়েও অতি নিকটবর্তী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তি দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার ওপর। আর যে মাল-সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদের।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ

৪০১২। যুহ্রী থেকে উক্ত সিলসিলায় এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْ

مِن إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

৪০১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোনো মু'মিন নেই, কিন্তু আমি তার জন্য সমস্ত মানুষের চেয়ে অতি নিকটতম। সুতরাং তোমাদের যে কেউ ঋণ কিংবা ইয়াতিম শিশু সন্তান রেখে মারা যাবে, আমিই তার মনিব বা তত্ত্বাবধায়ক। আর তোমাদের যে কেউ ধন সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশ আসাবাদের প্রাপ্য, যে সেই আসাবা হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَـٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ

৪০১৪। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বা (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক হাদীসের মধ্যে একটি হচ্ছে এই : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কিতাবানুসারে আমি মু'মিনদের জন্য সমস্ত মানুষের চাইতে অতি নিকটতম। অতএব তোমাদের যে কেউ ঋণ কিংবা এতিম শিশু রেখে মারা যাবে আর তারা আমাকে আহ্বান করবে তখন আমিই তার অভিভাবক। আর তোমাদের যে কেউ ধনসম্পদ রেখে যাবে তাতে তার ওয়ারিশরা আসাবা হিসেবে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

৪০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (মৃত্যুকালে) ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদেরই প্রাপ্য। আর যে ব্যক্তি বোঝা (ঋণ কিংবা এতিম শিশু) রেখে যাবে, তা আমার দিকে (অর্থাৎ আমার দায়িত্বে)।

টীকা ঃ এতিম ছোট শিশুও বোঝার ন্যায়। তাই ঋণ যেমন বোঝা, শিশুরাও তেমন বোঝা। আবার তাদেরকে যিআ'ও (ضياع) বলা হয়েছে। কেননা অভিভাবকের পূর্ণ তত্ত্বধান ব্যতীত তাদের ধ্বংস হওয়াটা স্বাভাবিক।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ « يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ » قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ وَلِيتُهُ

৪০১৬। শো'বা উক্ত সিলসিলায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে গুন্‌দুরের হাদীসের মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি বোঝা (ঋণ) রেখে যায়, আমিই তার অভিভাবক।

টীকা ঃ 'জানাযা' ফরযে কেফায়া। তাই তিনি অন্যদেরকে জানাযা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মৃত্যুর পূর্বে ঋণ-কর্জ পরিশোধ করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, সেই সতর্কতার জন্যেই তিনি নামায পড়াননি। যখন থেকে ইসলামী বায়তুল মাল সাবলম্বী হয়েছে তখন তিনি মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে জনকল্যাণমূলক কাজে সেখান থেকে ব্যয় করতেন। অথবা তিনি বদান্যতামূলক স্বীয় সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করতেন। হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঋণ রেখে বা পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে মৃত্যুবরণ করা জঘন্যতম অপরাধ। মৃতের পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশদের ওপর আদায় করা ওয়াজিব, চাই সে অসিয়াত করুক বা না-ই করুক।

পঁচিশতম অধ্যায়

كتاب الهبات

কিতাবুল হেবা (দান সম্পর্কে বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যে জিনিস সাদ্‌কা কিংবা দান করা হয়েছে, তার থেকে তা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

৪০১৭। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এক সময় আমি আমার একটি উত্তম ঘোড়া এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রাহে আরোহণ করার জন্যে দান করলাম। কিন্তু তার কাছে থাকাকালে সে ওটাকে ঠিকমত ঘাস-পানি না দেয়ায় এবং যথাযথ তত্ত্বাবধান না করায়) প্রায় ধ্বংস করে ফেললো। আমি মনে করলাম সে হয়ত সস্তায়ই সেটি বিক্রি করবে। আর আমি আবার ঘোড়াটি তার নিকট থেকে খরিদ করে নেয়ার ইচ্ছে করলাম। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তা খরিদ করবে না এবং দানকৃত সাদকা পুনরায় ফিরিয়ে নিও না। কেননা, সাদ্‌কা প্রত্যাহারকারী, বমি করে তা ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায়।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ «يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ

৪০১৮। মালিক ইবনে আনাস (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত। তাতে বর্ণিত আছে, 'যদি সে ওটি এক দির্‌হামের বিনিময়েও তোমাকে দেয়, তবুও তুমি সেটাকে খরিদ করবে না।

টীকা ঃ বিনিময় ছাড়াই কাউকে নিজের কোনো মাল, অর্থ-সম্পদ বা কোন মূল্যবান বস্তুর মালিকানা স্বত্ব প্রদান করাকে ইসলামী শরীয়তে হেবা বলে। তবে সাদ্‌কার মধ্যে সওয়াবের নিয়ত থাকে।

حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد «يعني ابن زريع» حدثنا روح «وهو ابن القاسم» عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه

৪০১৯। 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া আল্লাহর রাহে আরোহণ করার উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা (দান) করলেন, পরে তিনি দেখলেন সে ব্যক্তি ঘোড়াটিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। (কারণ সে যথাযথভাবে ওটার খানা-পানি সরবরাহ্ করেনি) মূলতঃ সে ব্যক্তি ছিলোও গরীব। (মনে হচ্ছিল সে ওটাকে বিক্রি করে ফেলবে।) তাই তিনি ('উমার রা.) ওটাকে খরিদ করার ইচ্ছে করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে আলোচনা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি ওটা খরিদ করো না যদি সে ওটা তোমাকে এক দির্‌হামের বিনিময়েও দেয়। কেননা সাদ্‌কা প্রত্যাহারকারীর উদাহরণ হলো, বমি করে তা পুনরায় ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায়।

টীকা ঃ ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাদ্‌কা করে ফিরিয়ে নেয়া হারাম। আবু হানিফা বলেন, হারাম নয় বরং মাক্‌রূহে তান্‌যীহ। কেননা এ কাজটাকে কুকুরের বমি করে পুনরায় ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ কুকুর ইবাদতকারী নয়– তাই তার কাজটিও উত্তম নয়। বরং এটি একটি ঘৃণিত কাজ। যেমন বলা হয়, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে বাঁদী দাসীর ন্যায় মারধর করো না। পরে আবার তার সাথে সহবাস করবে। অথচ স্ত্রীকে মারধর করার পর সহবাস করা হারাম নয়, বরং নিন্দনীয় আচরণ। এ হাদীসের অর্থও অনুরূপ।

وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر

৪০২০। যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত। তবে রাওহ্ ও মালিকের হাদীস পরিপূর্ণ ও শাব্দিকভাবে অধিক।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب

حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ

৪০২১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সময় 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় আরোহণ করার জন্যে দান করলেন। পরে সে ওটা বিক্রি করতে চাইলে 'উমার (রা) তা খরিদ করার ইচ্ছে করলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি ওটা খরীদ করো না এবং নিজের সাদ্‌কাটাকে ও প্রত্যাহার করো না। কেননা ওটা খরিদ করোনা এবং নিজের সাদ্‌কাকেও প্রত্যাহার করোনা। (কেননা ওটা খরিদ করা, কৃত সাদ্‌কা ফিরিয়ে নেয়ারই নামান্তর।)

وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى «وَهُوَ الْقَطَّانُ» ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

৪০২২। নাফে' ইবনে 'উমার (রা) এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিকের বর্ণিত হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

«وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ» قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ

৪০২৩। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা 'উমার (রা) এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া লিল্লাহ আরোহণ করার উদ্দেশ্যে দান করলেন। পরে তিনি দেখলেন সে ওটা বিক্রি করবে। তাই উমার (রা) ঘোড়াটি খরিদ করার ইচ্ছে করলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে 'উমার! তুমি তোমার সাদ্‌কা ফিরিয়ে নিও না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সাদ্‌কা করার পর তাতে অধিকার স্থাপন হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেয়া অবৈধ, তবে পুত্র বা অধঃস্তন থেকে প্রত্যাহার করা বৈধ।

حدثنى إبراهيم بن موسى الرازى وإسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعى عن أبى جعفر محمد بن على عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل الذى يرجع فى صدقته كمثل الكلب يقىء ثم يعود فى قيئه فيأكله

৪০২৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দান-সাদকা করার পর যে ব্যক্তি তা ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায় যে বমি করে পরে তাতে প্রব্যাবর্তন করে এবং তা ভক্ষণ করে।

وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعى قال سمعت محمد بن على بن الحسين يذكر بهذا الاسناد نحوه.

৪০২৫। আওযায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইনকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى «وهو ابن أبى كثير» حدثنى عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم

৪০২৬। আবদুর রাহমান ইবনে আমর বলেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উক্ত সনদে উপরোল্লিখিত রাবীদের হাদীসের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

وحدثنى هرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو «وهو ابن الحارث» عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ

৪০২৭। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পরে আবার তা খেয়ে ফেলে।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

৪০২৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, দান করে প্রত্যাহারকারী বমি করে পুনরায় ভক্ষণকারীর ন্যায়।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৪০২৯। সাঈদ, কাতাদাহ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

৪০৩০। ইবনে 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দান করে প্রতাহারকারী এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পরে তা খেয়ে ফেলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

দানের মধ্যে কোনো সন্তানকে বেশী দেয়া জায়েয নেই।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

৪০৩১। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এ পুত্রকে আমার নিজস্ব একটি গোলাম (ক্রীতদাস) দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই তার মতো একটি করে গোলাম দান করেছো? তিনি বললেন, না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ওটা ফেরত নিয়ে নাও।

টীকা ঃ কোনো এক সন্তানকে দান করে অন্য সন্তানকে না দেয়া। অথবা কাউকে বেশী দেয়া মাক্রূহ, হারাম নয়। কারণ এখানে যদিও ফেরত নেয়ার কথা আছে, কিন্তু অন্য এক হাদীসে বলেছেন, "এটা অন্যায় কাজ তাই আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী করে নাও"। যদি হারাম হতো এ অনুমতি প্রদান করতেন না। সাথে সাথে হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, পিতা দান করে পরে পুত্র থেকে উক্ত দান ফেরত নেয়া বৈধ। আর এমন দান সহীহ কাজ, বাতিল কাজ নয়।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ

৪০৩২। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আমার এ পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব ছেলেকে (অনুরূপভাবে) দান করেছো? তিনি উত্তরে বললেন, না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা তার থেকে ফেরত নিয়ে নাও।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَكُلَّ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَكُلَّ وَلَدِكَ وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ

৪০৩৩। ইবনে উইয়াইনা, লাইস, ইউনুস ও মা'মার তারা সকলে যুহরী (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন, তবে ইউনুস ও মা'মার তারা উভয়ে তাদের হাদীসে বর্ণনা করেছেন। 'আ কুল্লাহ বানীকা' আর লাইস ও ইবনে উইয়াইনার হাদীসে রয়েছে– 'আ-কুল্লা ওয়ালাদিকা'। এবং লাইস, মুহাম্মাদ ইবনে নু'মান ও হুমাঈদ ইবনে 'আবদুর রাহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, বাশীর (তার পুত্র) নু'মানকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْغُلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَرُدَّهُ

৪০৩৪। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন। তার পিতা তাকে একটি ক্রীতদাস দান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গোলামটি কার? অথবা তুমি এ গোলাম কোথায় পেয়েছো? সে বলল, আমার আব্বা আমাকে এটা দান করেছেন? অতঃপর তিনি আমার আব্বাকে বললেন ঃ তুমি এ ছেলেকে যেভাবে দান করেছো, তার প্রত্যেক ভাইকেও অনুরূপ দান করেছো কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ওটা ফেরত নিয়ে নাও।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

৪০৩৫। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর জিনিসের কিছু আমাকে দান করলে, আমার মা আম্‌রাহ্‌ বিন্‌তে রাওয়াহা বললেন, যতক্ষণ না তুমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই আমার আব্বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন, যেন তিনি আমার সাদ্‌কার ওপরে সাক্ষী হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানের সাথে এরূপ করেছো? (অর্থাৎ সবাইকে অনুরূপ দান করেছো?) তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো। পরে নু'মান বলেন, আমার পিতা বাড়ি ফিরে উক্ত সাদ্‌কাটি প্রত্যাহার করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِى فَأَخَذَ أَبِى بِيَدِى وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ هٰذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِى وَهَبْتُ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِى إِذًا فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

৪০৩৬। শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নো'মান ইবনে বাশীর (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মা বিন্‌তে রাওয়াহা তাঁর (নো'মানের) আব্বাকে তার পুত্রের

জন্যে নিজের সম্পদ থেকে কিছু দান করার জন্যে অনুরোধ করলে, তিনি এক বছর নাগাদ তা মুলতবী রাখলেন। অতঃপর এক সময় তিনি তা করলেন, তখন আমার মা বললেন, তুমি আমার পুত্রকে যা দান করেছো, যতক্ষণ না তুমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করেছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না। তাই একদিন আমার আব্বা আমাকে হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন। সে সময় আমি ছিলাম বালক। আমার পিতা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছেলের মা বিন্‌তে রাওয়াহা এতে সন্তুষ্ট যে, আমি তার পুত্রকে যা কিছু দান করেছি তার ওপর আমি আপনাকে সাক্ষী বানাই। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে বাশীর! এ ছেলে ব্যতীত তোমার অন্য কোন সন্তান আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেকে যা কিছু দান করেছো তাদের প্রত্যেককেও অনুরূপ দান করেছো কি? উত্তরে তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমতাবস্থায় তুমি আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা আমি অন্যায় কাজের ওপর সাক্ষী হই না।

حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

৪০৩৭। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাশীরকে) জিজ্ঞেস করলেন, এটা ছাড়া তোমার আর কোনো সন্তান আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ আছে। তখন তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেকে যা দান করেছো, অনুরূপ তাদের প্রত্যেককে দান করেছো কি? তিনি (বাশীর) উত্তরে বললেন, না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যুলম বা অন্যায় কাজের ওপর সাক্ষী হই না।

حدثنا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

৪০৩৮। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আব্বাকে বলেছেন, তুমি আমাকে যুলুম বা অন্যায়ের ওপর সাক্ষী করো না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ

ابْنِ عُلَيَّةَ «وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ» قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ

مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ

فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا

৪০৩৯। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বহন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আমার এ পুত্র নো'মানকে আমার মাল সম্পদ থেকে এভাবে দান করেছি। সুতরাং আপনি এর ওপর সাক্ষী থাকুন। তার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকে অনুরূপ দান করেছো, যেরূপ নো'মানকে দান করেছো? তিনি উত্তর দিলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কাজের ওপর আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। পরে তিনি আমার আব্বাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তুমি কি খুশী হবে না যে, তোমার সব সন্তানই তোমাকে সমানভাবে সম্মান করুক? তিনি বললেন, হাঁ, তা অবশ্যই চাই। জবাবে তিনি বললেন, যদি তুমি তাই কামনা করো, তাহলে এরূপ করো না। অর্থাৎ কাউকে দেবে, আর কাউকে দেবে না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ

عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ

الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ

إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

৪০৪০। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে একটি ভালো জিনিস দান করলেন, অতঃপর তিনি আমাকেসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, যেন তিনি এ কাজের জন্য সাক্ষী হন। তখন তিনি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে অনুরূপভাবে দান করছো? তিনি বললেন, না। পরে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাদের থেকে অনুরূপ সদাচরণ কামনা করো না, যেরূপ এর থেকে কামনা করো? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ কামনা করি। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি (এমন অন্যায়ের ওপর) সাক্ষী হবো না। ইবনে আওন বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র)-কে এ হাদীসটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আপন আত্মীয়দের সাথে সমানভাবে সদাচরণ রাখো'।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ إِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

৪০৪১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশীরের স্ত্রী বাশীরকে বললো, তুমি আমার ছেলেটিকে তোমার গোলামটি দান করো এবং আমার এ কথার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করে নাও। পরে বাশীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, (হে আল্লাহর রাসূল) অমুকের কন্যা (অর্থাৎ আমার স্ত্রী বিন্‌তে রাওয়াহা) আমার কাছে চেয়েছে যে, তাঁর ছেলেকে (নু'মানকে) আমি আমার গোলামটি দান করি এবং সে এও বলেছে যে, আমার এ কথার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করে নাও। তার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর অন্য কোন ভাই আছে কি? সে বললো, আছে। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ ছেলেকে যেরূপ দান করেছো অনুরূপ তাদের প্রত্যেককে দান করেছো কি? সে বললো, না। অতঃপর তিনি বললেন, এ কাজ ঠিক হয়নি। কাজেই এমন অন্যায়ের ওপর আমি সাক্ষী হবো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

উম্‌রা (চির জীবনের জন্যে কোনো জিনিস দিয়ে দেয়া)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

৪০৪২। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে আজীবনের জন্য কোনো জিনিস দেয়া হলো, সেটি তার ও তার অবর্তমানে ওয়ারিশদের অধিকার। বস্তুতঃ ঐ জিনিসটি যা তাকে দেয়া হয়েছে, তা পুনরায় দানকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা তাকে এমন এক বস্তু দেয়া হয়েছে, সেরি মধ্যে মীরাস স্থাপিত হয়েছে।

টীকা ঃ "উম্‌রা' আজীবনের জন্যে দান করা। যেমন কেউ বললো, আমার এ ঘরখানা আজীবনের জন্যে তোমাকে দিলাম, অথবা যতদিন তুমি বেঁচে থাকো ইত্যাদি। ইমাম আবু হানিফা বলেন, দান করার পর তাতে অধিকার স্থাপিত হলে সে ওটার মালিক হয়ে যাবে, তার মৃত্যুর পর অন্যান্য জিনিসের ন্যায় এটাও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে। কেননা এটা হেবা বা দানের ভিন্ন আর এক রূপ। দাতার কোনো শর্তই এ হেবাকে বাতিল করবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও মালিক বলেন, সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ওটার ফায়দা (ফল) ভোগ করতে পারবে, মূল জিনিসের মালিক হবে না। ফলে মীরাস হিসাবে বণ্টনও হবে না। বরং দানকারীর দিকে ফেরত যাবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

৪০৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে কোন জিনিস উম্‌রা করে অর্থাৎ চির জীবনের জন্যে দিয়ে দেয়, সেটি তার এবং তার ওয়ারিশদের জন্যে সাব্যস্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ 'উমরাকারীর কথা বা স্বীকারোক্তিই

তার স্বীয় অধিকার বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে উক্ত বস্তুটি যার জন্য 'উমরা করা হলো, তার এবং তার ওয়ারিশদের জন্যেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। অবশ্য ইয়াহিয়া তার হাদীসের প্রথমাংশে বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি 'উমরা করে, তা ঐ ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশদের জন্যে হয়ে যায় যার জন্য 'উমরা করা হলো।

حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

৪০৪৪। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রাহমানের হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্যে উম্‌রা করে, তখন তা সে ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি বললো ঃ "আমি উক্ত বস্তুটি তোমাকে এবং তোমার ওয়ারিশদের যে কেউ অবশিষ্ট (বেঁচে) থাকবে তাকে, দান করলাম" ফলে ঐ জিনিসটি তার জন্যই সাব্যস্ত হবে যাকে তা দান করা হয়েছে, কিন্তু তা তার মালিক (দানকারী)-এর দিকে ফিরে আসবে না। তা এ কারণে যে, সেটা তার এমন একটি দান যার মধ্যে মীরাস প্রয়োগ হবে।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ «وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ» قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِى أَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُفْتِى بِهِ

৪০৪৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে যে উম্‌রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা হচ্ছে এই ঃ যেমন কোনো

ব্যক্তি বলে, ঐ জিনিসটি তোমার ও তোমাদের ওয়ারিশদের জন্যে। কিন্তু যদি বলে, ওটা তোমার জন্যে, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, তখন সে জিনিসটি (সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর) তার মালিক (দাতার)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। মা'মার বলেন, যুহরী এ ব্যাপারে এ রকম ফতোয়াই দিতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ «وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ

৪০৪৬। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তির জন্যে কোনো জিনিস 'উমরা করা হয়েছে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওটা তার এবং সে ব্যক্তির ওয়ারিশদের। বস্তুতঃ সে ব্যক্তির জন্যে হওয়াটা নিশ্চিত অর্থাৎ তা কস্মিনকালেও দাতার দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না এবং তন্মধ্যে দাতার কোনো শর্ত আরোপ করা কিংবা ইস্‌তিস্‌না করাটাও বৈধ হবে না। আবু সালামা বলেন, তা এ কারণে যে, সে ব্যক্তি এমন একটি বস্তু দান করেছে যার মধ্যে ওয়ারিশী হক প্রয়োগ হয়ে গেছে, ফলে মীরাসী অধিকারই তার শর্তারোপকে ছিন্ন করে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

৪০৪৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান বলেন, আমি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার জন্যে দান করা হয়েছে 'উমরা তারই প্রাপ্য।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

৪০৪৮। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রাহমান, জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহর (রা) এর উদ্ধৃতিতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ

৪০৪৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিজেদের কাছে আটকিয়ে রাখো, অন্যায় বা অযথাভাবে নষ্ট করো না। কেননা যে ব্যক্তি অন্যকে উম্‌রা করে চিরজীবনের জন্যে মাল দিয়ে দেয়, তা সে ব্যক্তিরই প্রাপ্য যার জন্যে 'উমরা করা হয়েছে, তার জীবদ্দশায় ও মৃতাবস্থায় এবং (তার মৃত্যুর পর) সে ব্যক্তির ওয়ারিশদের। মোটকথা সেটা দাতার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

৪০৫০। হাজ্জাজ ইবনে উসমান, সুফিয়ান ও আইয়ূব– তাঁরা প্রত্যেকেই আবু যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জাবিরের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু খাইসামার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে

আইয়ূবের হাদীসের মধ্যে কিছু বর্ধিত রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ তিনি বলেন, আনসাররা মুহাজিরদেরকে 'উমরা করতো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের কাছে আটকিয়ে রাখো।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ» قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْمَرَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذٰلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذٰلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَأَمْضَى ذٰلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذٰلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ

৪০৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার জনৈক নারী তার এক ছেলেকে সে নিজের একখানা বাগান 'উমরায় দান করলো। পরে সে (যাকে দান করা হয়েছে) মারা যায় এবং এরপর উক্ত মহিলাটিও মৃত্যুবরণ করে। আর যাকে দান করা হয়েছে সে মৃত্যুকালে রেখে গেছে এক সন্তান। অথচ তার অন্যান্য আরো ক'জন ভাইও আছে যারা দানকারিণী মহিলাটির সন্তান বটে। অতঃপর দানকারী মহিলাটির সন্তানরা বললো, বাগান আমাদের দিকেই ফিরে আসবে, কেননা তা ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশা পর্যন্ত দান করা হয়েছিল। কিন্তু যার জন্যে দান করা হয়েছে তার সন্তানরা দাবী করলো যে, আমাদের পিতার হায়াত-মউত অর্থাৎ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে, সব সময়ের জন্যেই দান করা হয়েছে। পরে তারা উভয় পক্ষ এ বিবাদ নিয়ে উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম তারিকের নিকট গেলে, তিনি জাবিরের শরণাপন্ন হলেন। তখন জাবির (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে 'উমরা করা হয়েছে সে-ই তা পাবে। কাজেই তারিক এরূপ রায়ই প্রদান করলেন। অতঃপর তারিক (খলিফা) আবদুল মালিকের নিকট ঘটনাটি লিখে পাঠালেন এবং জাবিরের সাক্ষ্যটি জানালেন। উত্তরে আবদুল মালিক বললেন, জাবির যা বলেছেন তাই ঠিক। সুতরাং তারিক উক্ত ফয়সালাটি বহাল রাখলেন। বর্ণনাকারী আবু যুবাইর বলেন, উক্ত বাগানটি আজকের এ দিন পর্যন্ত– যাকে দান করা হয়েছিলো তার সন্তানদের অধিকারেই রয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ » قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪০৫২। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারিক উম্‌রা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত জাবির (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী ওয়ারিশদের জন্যেই রায় প্রদান করেছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

৪০৫৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উম্‌রা (অর্থাৎ চিরদিনের জন্যে কোন জিনিস কাউকে দিয়ে দেয়া) জায়েয বা বৈধ কাজ।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ « يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ » حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا

৪০৫৪। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'উমরা' যার জন্যে করা হয়েছে, তা তার পরিবারের মীরাস বা প্রাপ্য হক।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

৪০৫৫। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, চিরদিনের জন্যে কোনো জিনিস দিয়ে দেয়া জায়েয।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ» حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ جَائِزَةٌ

৪০৫৬। সাঈদ কাতাদাহ (রা) থেকে উপরিউক্ত সিলসিলায় বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উম্‌রা করা (অর্থাৎ চিরজীবনের জন্যে কাউকে কোন জিনিস দিয়ে দেয়া)– তা তার পরিবারস্থ লোকদের পক্ষে মীরাসী হক। অথবা বলেছেন, তা বৈধ কাজ।



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা